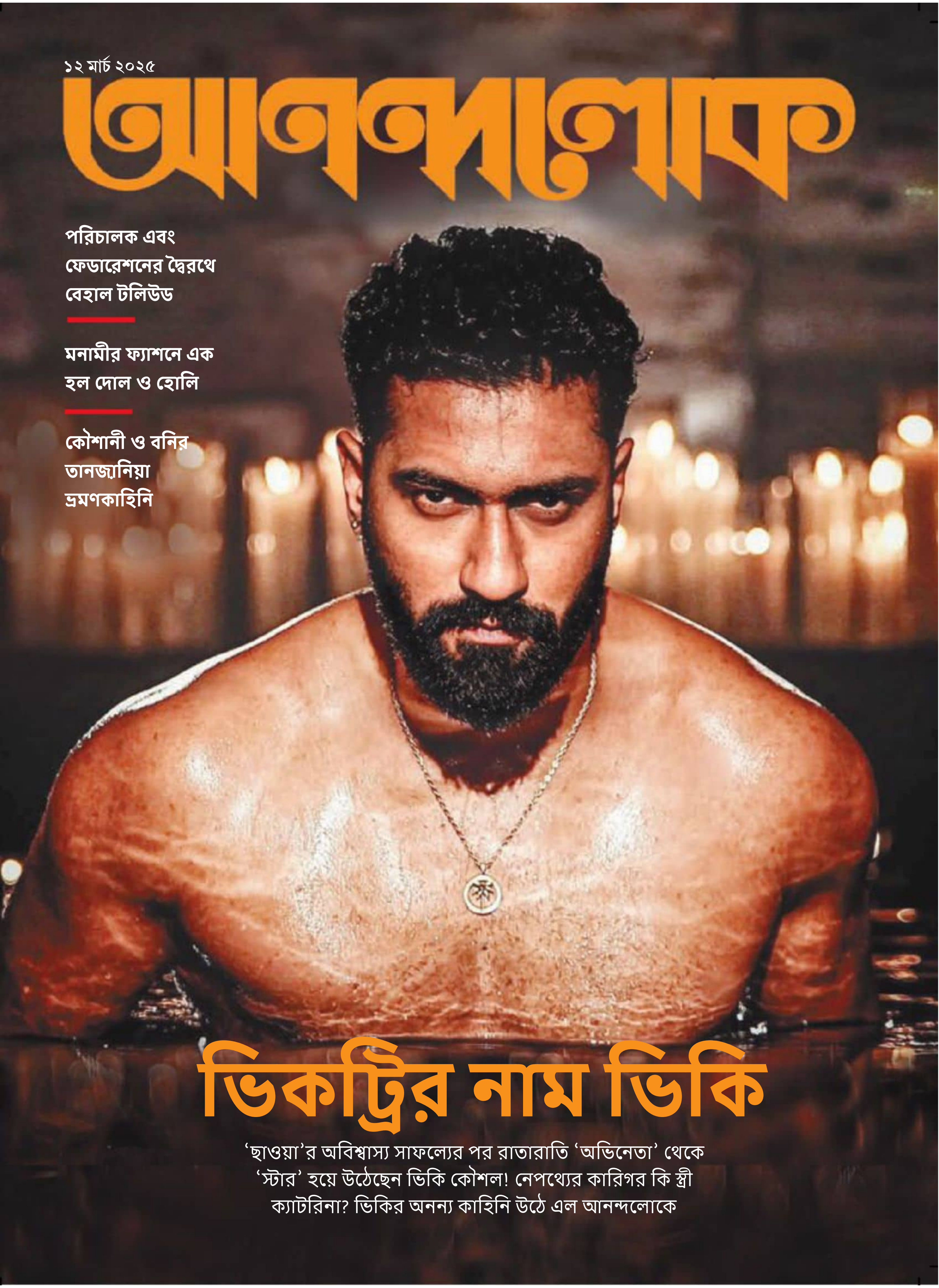
১২ মার্চ ২০২৫

আনন্দলোক



পরিচালক এবং ফেডারেশনের দ্বৈরথে বেহাল টলিউড

মনামীর ফ্যাশনে এক হল দোল ও হোলি

কৌশানী ও বনির তানজ্যানিয়া ভ্রমণকাহিনি

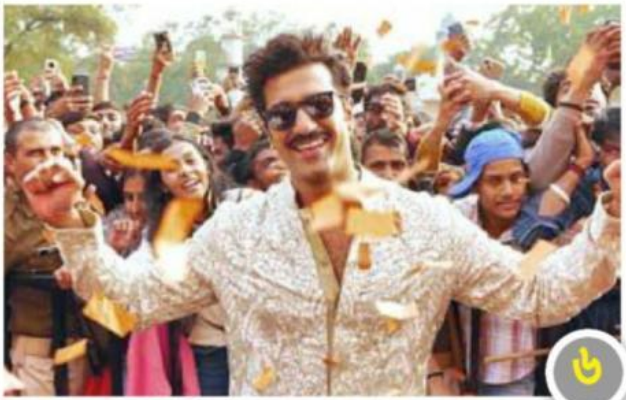
ভিকট্রির নাম ভিকি

‘ছাওয়া’র অবিশ্বাস্য সাফল্যের পর রাতারাতি ‘অভিনেতা’ থেকে ‘স্টার’ হয়ে উঠেছেন ভিকি কৌশল! নেপথ্যের কারিগর কি স্ত্রী ক্যাটরিনা? ভিকির অনন্য কাহিনি উঠে এল আনন্দলোকে

আনন্দলোক কোথায় কী

৫১ বর্ষ ৪ সংখ্যা ১২ মার্চ ২০২৫

কভার ড্রাইভ



৬

শুধুমাত্র তাঁকে দেখার জন্য যে স্বল্পপরিচিত পরিচালকের ছবি দেখতে দর্শক ভিড় জমাতে পারে, তা প্রমাণ করেছে ৬৫০ কোটি টাকার ব্যবসা। 'ছাওয়া'র সাফল্যের পর 'অভিনেতা' থেকে 'স্টার' হয়ে উঠেছেন ভিকি কৌশল। তাঁর স্টার হয়ে ওঠার নেপথ্যে রয়েছে কী কী কারণ?

১৪



স্টাইলোমিটার

মনামীর ফ্যাশনে এক হল দোল ও হোলি ৩৪

জুম ইন





সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by Zahra Basrai on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001. Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 4th
RNI Regd No. 27039/74

সেলেবদের আরও হাঁড়ির খবর জানতে চোখ রাখুন www.anandalok.in-এ।

ফলো করুন Anandalok anandalok_abp anandalok_abp



■ কৃতি স্যানন

কম্বোতে হিট

স্কার্ট-জ্যাকেটের কম্বোতে বলি তারকারা, যা থেকে চোখ ফেরানো যাচ্ছে না। এমনিতে এই কম্বো আমার বিশেষ পছন্দের নয় ঠিকই। কিন্তু এবারের স্টাইলোমিটারের পাতায় বলি তারকাদের অঙ্গে এই কম্বো দেখে অন্যরকম লাগল। বেশ ভাল লাগল। বিশেষ করে কৃতির স্কার্ট ও ব্লেজ়ার কম্বো।

সুদেষ্ণা ভৌমিক, যাদবপুর



অন্যরকম রুক্মিণী

রুক্মিণীর অভিনয় সেই অর্থে আমার ভাল লাগে না। প্রথম সারির অভিনেতাদের মধ্যে ওঁকে কোনওদিনই ধরিনি। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে বেশ খোলামেলা কথা বলেছেন রুক্মিণী। অনেক কথার সোজা উত্তর দিয়েছেন, যা হয়ত তাঁর বলার কথাই ছিল না। এক কথায় বেশ ভাল লাগল। অন্যরকম রুক্মিণীকে দেখতে পেলাম।

রিতম লাহা, বারাসত

প্রয়োজন লেখা

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সত্যি-মিথ্যে বোঝা বেশ দায়। রণবীর আলাহাবাদিয়া বর্তমানে সর্বত্র চর্চিত। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে সত্যি মিথ্যে যাচাই করা বেশ অসম্ভব। এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রবন্ধ লেখার জন্য ধন্যবাদ। সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখার প্রয়োজন রয়েছে। দু'পাতাতেই এমন অনেক তথ্য দেওয়া আছে, যা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে জানা অসম্ভব।

তিতলি বসাক, দুর্গাপুর

দেব-অঙ্কুশের বিরোধ

টলিউডের খবরের পাতায় দেব ও অঙ্কুশের ছবি প্রসঙ্গে যে খবরটি পড়লাম তা নিয়ে একটা বিস্তারিত লেখা পড়তে চাই। যেখান থেকে জানতে পারব দু'জনের মতামত। একসঙ্গে দু'জনের ছবি মুক্তি পাচ্ছে, সেই ব্যাপারে কার কী মতামত, তা নিয়ে জানতে চাই।

স্বপ্না রায়, চাকদহ

চ্যাম্পিয়ন্সদের কথা

চ্যাম্পিয়নস ট্রোফি বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর এই লেখা হাতে পেলাম। বেশ ভাল লাগল। খেলা নিয়ে এরকম বিস্তারিত তথ্য আনন্দলোক-এর পাতায় পড়তে ভাল লাগে। খেলোয়াড়রাও তো তারকাই এখন।

দিব্যেন্দু দে, উত্তর দিনাজপুর



■ শুভমন গিল



■ দেব ও অঙ্কুশ



■ রণবীর আলাহাবাদিয়া

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও। **anandalok@abp.in**

আনন্দলোক

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলির (১৯৫৬) ৮-ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল।

১) প্রকাশস্থান: ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১

২) প্রকাশকাল: পাক্ষিক

৩) মুদ্রক: এবিপি (প্রা:) লিমিটেডের পক্ষে জাহরা বসরাই, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১

৪) প্রকাশক: জাহরা বসরাই, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১

৫) সম্পাদক: কৌশিক পাল, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১

৬) যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁরা মোট মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা, তাদের নাম ও ঠিকানা:

(ক) মালিক: এবিপি (প্রা:) লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১

(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক শেয়ার গ্রহীতা: এ সরকার, এ সরকার, এ সরকার, আর সরকার এবং এবিপি হোল্ডিংস (প্রা:) লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১

আমি জাহরা বসরাই, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

১ মার্চ ২০২৫

জাহরা বসরাই
প্রকাশক

নাতনির আসার পরে অপারেশন

কিছুদিন আগেই নাতনি হয়েছে জর্ডনের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লাহর। তিনি শখ করে সেই নাতনির নাম রেখেছেন আমিনা। কিন্তু নাতনিকে নিয়ে একটু আনন্দে মাতবেন কী, রাজাকে ছুটতে হল হাসপাতালে। কারণ রাজার হার্নিয়ার অপারেশন হয়েছে। রাজপ্রাসাদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, নাতনির জন্মের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন রাজা। কিন্তু তারপরে আর ব্যথা সহ্য করতে পারলেন না। তাই তাড়াহুড়ো করে হাসপাতাল যাত্রা। কারণ এরপরে রাজার বেশ কিছু সফর আছে। তাই কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি তিনি।



রাজা চার্লস ও রানি ক্যামিলা



রাজা আবদুল্লাহ

খেললেন রাজা

রাজা চার্লস এখন প্রাথমিকভাবে ক্যান্সারমুক্ত। তাই তিনি রাজকার্য এবং রাজকীয় সফর শুরু করেছেন আবার। তিনি ও ক্যামিলা তাই কিছুদিন আগে গিয়েছিলেন রমাদান উপলক্ষে লন্ডনের একটি ভারতীয় রেস্তরাঁয়। সেখানে তাঁদের খেজুর খেতে দেওয়া হয় এবং একটি খেলাও খেলতে দেওয়া হয়, কে কত তাড়াতাড়ি খেজুর তুলতে পারেন। সেই খেলায় রাজা এবং রানি এত তাড়াতাড়ি খেজুর তুলেছেন যে, রেস্তরাঁর মালকিন আসমা খান অবাক হয়ে গিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেননি যে, রাজা রাজকার্যের পরে এত সময় পান এই খেলাগুলো খেলতে।

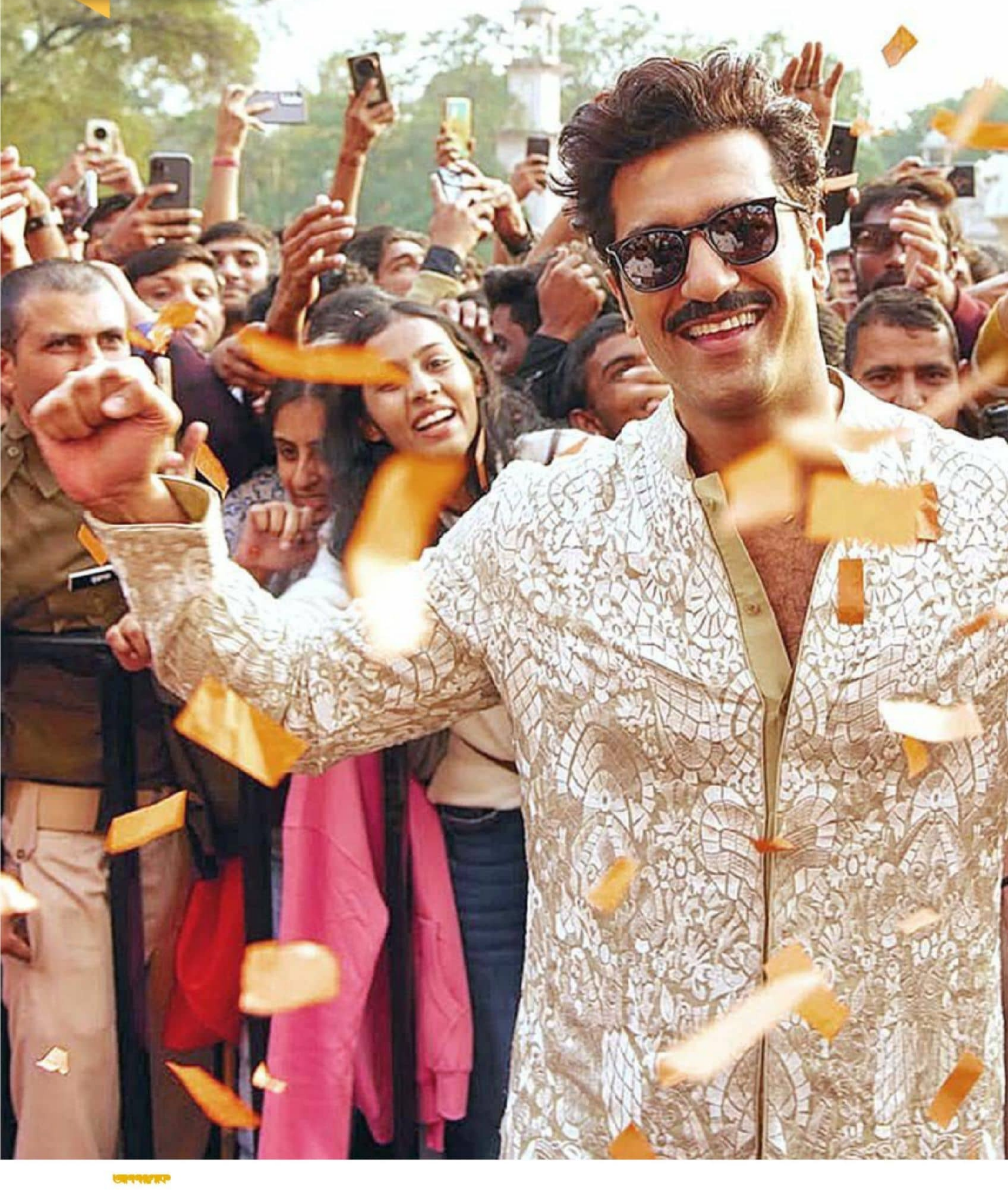
সেরেনা যখন বন্ধু

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর নতুন ওটিটি সিরিজ় মুক্তি পেতে চলেছে। ফলে এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ নিয়মিত বিচরণ করছেন মেগান মার্কল। প্রায়ই ছবি দিচ্ছেন নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডলে। সেখানে কিছুদিন আগে নিজের সন্তান প্রিন্সেস লিলিবেটের ছবি দিয়েছেন তিনি। লিলিবেট একটি খেলায় মেতে আছেন। তবে এই ছবির আকর্ষণ অন্য জায়গায় বিদ্যমান। দেখা যাচ্ছে, টেনিস তারকা সেরেনা উইলিয়ামসের সঙ্গে খেলছে



মেগান, লিলিবেট এবং সেরেনা

লিলিবেট। আসলে সেরেনা এবং মেগান ভীষণ ভাল বন্ধু। সেই বন্ধুত্ব এই ছবি মুক্তির মধ্যে ঝালিয়ে নিচ্ছেন তাঁরা।





ভিকট্রির নাম ভিকি

শুধুমাত্র তাঁকে দেখার জন্য যে স্বল্পপরিচিত পরিচালকের ছবি দেখতে দর্শক ভিড় জমাতে পারে, তা প্রমাণ করেছে ৬৫০ কোটি টাকার ব্যবসা। 'ছাওয়া'র সাফল্যের পর 'অভিনেতা' থেকে 'স্টার' হয়ে উঠেছেন **ভিকি কৌশল**। তাঁর স্টার হয়ে ওঠার নেপথ্যে রয়েছে কী কী কারণ? লিখছেন **অংশুমিত্রা দত্ত**।

ঠিক একবছর আগে, ফেব্রুয়ারি মাসে একটি সাক্ষাৎকারে ভিকি কৌশল বলেছিলেন, "স্টারডম মানে হল, কত বেশি সংখ্যক লোক টিকিট কেটে আপনাকে দেখতে সিনেমা হলে আসছেন। সিনেমার ট্রেলার কেমন, পোস্টার কত ভাল, গানগুলো কত সুন্দর, এগুলোতে তাঁদের কিচ্ছু যায় আসে না। শুধুমাত্র আপনার জন্যই মানুষগুলো হলে আসছেন। সেটা আমার সঙ্গে এখনও হয়নি। তাই নিজেকে স্টার বলতে পারব না।" সত্যিই স্টারডমকে ডি-কোড করতে গেলে, এর চেয়ে ভাল ব্যাখ্যা হতে পারে না। তখনও ভিকি কৌশলের জীবনে 'ছাওয়া' আসেনি। সেই সময় তিনি এই পিরিয়ড ড্রামার শুট করছেন। ইনজুরি হয়েছে বেশ কিছু, অ্যাকশন দৃশ্য শুট করতে গিয়ে। কিন্তু এই লেখা প্রেসে যাওয়া অবধি, ২১ দিনের বক্সঅফিসের হিসেবে ১৪০ কোটি বাজেটের 'ছাওয়া' বিশ্বব্যাপী বক্সঅফিসে ৬৪২ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে! সিনেমার পরিচালক লক্ষ্মণ উতেকর এর আগে ছোট বাজেটের ছবি বানিয়ে সফল হয়েছেন। 'জ়রা হটকে জ়রা বচকে', 'মিমি',

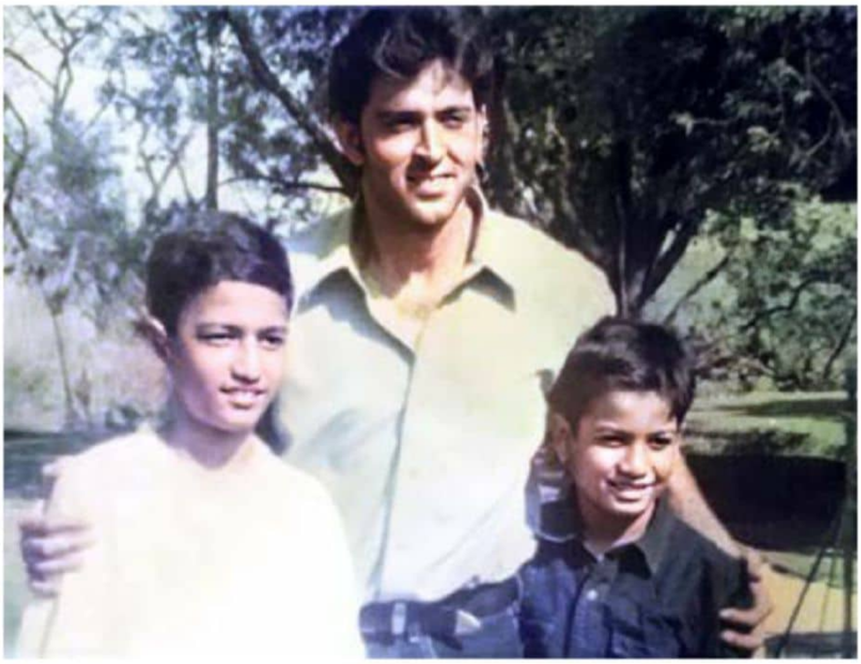
'লুকাছুপি'... সবই কম বাজেটের ছবি, উত্তর ভারতের মফস্সলের গল্প। ফলে তিনি যখন বড় বাজেটের পিরিয়ড ড্রামা 'ছাওয়া' বানাবেন, দর্শক হলে ভিড় করবে, তা ভাবার কোনও কারণ নেই। লক্ষণ মোটেই সঞ্জয় লীলা ভনসালী বা আশুতোষ গোয়ারিকর নন। মহারাষ্ট্রের সম্ভাজী মহারাজকে নিয়ে ভারতবাসীর মনে দারুণ আগ্রহ, খুব চর্চিত ঐতিহাসিক চরিত্র, এমনও নয়। তাঁকে নিয়ে মহারাষ্ট্রে আবেগ থাকতে পারে, সমগ্র ভারতবাসীর মনে নয়। 'ছাওয়া'র গানও হিট নয়। ফলে কেন দর্শক দলে-দলে হলে ভিড় করলেন, তার একটাই উত্তর মাথায় আসে... 'ভিকি কৌশল'।

আর্ট ফিল্ম থেকে মূলস্রোতে

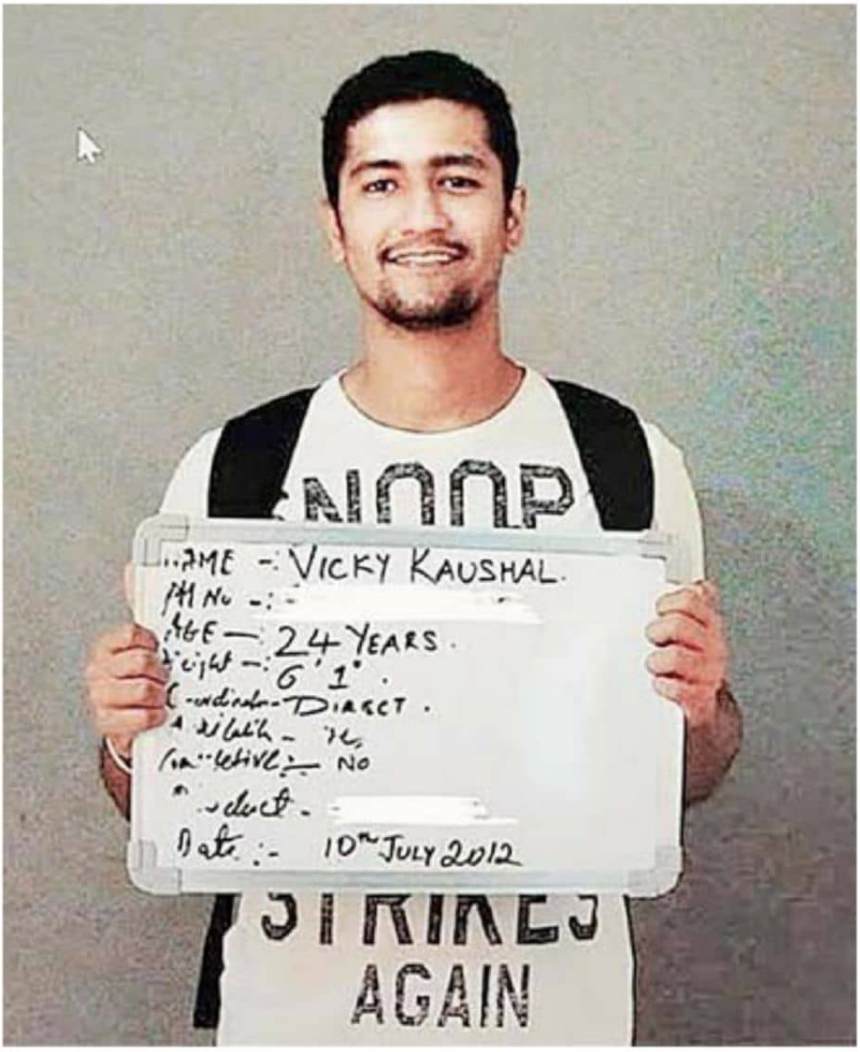
২০১৫-তে যখন কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 'মসান' দেখানো হয়েছিল, তখন নবাগত ভিকি কৌশলকে দেখে হয়তো কেউ কল্পনাও করতে পারেননি, এই ছেলেটি দশবছরে স্টার হতে পারে। ভাল অভিনেতা এবং তারকা হওয়ার মধ্যেকার পার্থক্য সম্পর্কে তো ইন্ডাস্ট্রির মতো দর্শকও অবগত। তারপর তাঁর কেরিয়ারগ্রাফ যেভাবে এগিয়েছে, তাতে তাঁকে 'ভাল ও পরিশ্রমী অভিনেতা' বলা যেত স্বচ্ছন্দে, যে কিনা মাঝেমধ্যে একটা দুটো মাঝারি হিট ছবি দিতে পারে। কারণ ভিকির ফিল্ম কেরিয়ারের শুরু যে মানুষটির হাত ধরে, সেই অনুরাগ কশ্যপ 'স্টার' তৈরির পরিচালক নন। তাঁর 'গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর'

অনুরাগ কশ্যপ 'স্টার' তৈরির পরিচালক নন। তাঁর 'গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর' ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে প্রথম ফিল্মে কাজ শুরু ভিকির। তাঁর কাজ ছিল…

ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে প্রথম ফিল্মে কাজ শুরু ভিকির। ভিকির কথায়, সহকারী অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে তাঁর কাজ ছিল ভিড় সরানো, পারমিশন না নিয়ে শুটিং করার অপরাধে ইউনিটের কাউকে পুলিশ ধরলে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসা, অভিনেতাদের চা দেওয়া! তারপর অনুরাগের সুপারিশেই বন্ধু নীরজ ঘেওয়ান 'মসান' ছবির জন্য ভিকির অডিশন নেন। ভিকির কেরিয়ারে 'মনমরজ়িয়াঁ' ছবির একটি বিশেষ তাৎপর্য



'ফিজ়া'র সেটে হৃতিকের সঙ্গে ছোট্ট ভিকি (বাঁদিকে) ও ভাই সানি



'গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর'-এর সহকারী পরিচালক ভিকি

রয়েছে। অনুরাগ কশ্যপ পরিচালিত এই ছবিটিই প্রথম, যেটা ভিকি নিজে বেছেছিলেন। অর্থাৎ অনুরাগ তাঁকে এই চরিত্রটি 'অফার' করেছিলেন। তার আগে অনুরাগের 'রমন রাঘব ২.০' হোক বা করণ জোহরের 'লাস্ট স্টোরিজ়', মেঘনা গুলজ়ারের 'রাজ়ি' হোক বা রাজকুমার হিরানির 'সঞ্জু', সমস্ত চরিত্রই তাঁকে অডিশন বা স্ক্রিন টেস্ট দিয়ে আদায় করে নিতে হয়েছে। ভিকির কথায়, "যখন অনুরাগ স্যর আমাকে 'মনমরজ়িয়াঁ'র ডিজে স্যান্ডসের চরিত্রটা অফার করলেন, আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তখনই প্রথম মনে হয়েছিল আমি বোধহয় স্যরকে নিরাশ করিনি। এবার বোধহয় বাকিরাও আমাকে ভরসা করবে। তাই জানপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলাম ওই সিনেমায়।" সাধারণত অনুরাগ কশ্যপ, নীরজ ঘেওয়ান ঘরানার অভিনেতারা লার্জার দ্যান লাইফ ছবি, ফরমুলা মোতাবেক কমার্শিয়াল ছবির নায়ক হন না। বরং উল্টোটা হতে পারে। একজন কমার্শিয়াল ছবির নায়ক 'অভিনেতা' হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে অনুরাগদের দ্বারস্থ হন। ভিকি একমাত্র ব্যতিক্রম। 'মনমরজ়িয়াঁ'র পরই তাঁর 'উরি: দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' ছবিটি (বাজেট ৪০ কোটি) সাড়ে তিনশো কোটির ব্যবসা করে। তাঁর বলা 'হাউজ় দ্য জোশ' সংলাপ মুখে মুখে ফেরে, তৈরি হয় সেই সংলাপ লেখা টি-শার্ট। সোলো হিরো হিসেবে ভিকির প্রথম সাফল্য আসে 'উরি'র হাত ধরে।

চওলের ছেলের স্বপ্নের উড়ান

অ্যাকশন ডিরেক্টর শ্যাম কৌশলের বড় ছেলে ভিকি বড় হয়েছেন মুম্বইয়ের একটি চওলে। ফিল্ম সেটের সঙ্গে ভিকি এবং তাঁর ভাই সানির সম্পর্ক ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু 'নেপোটিজ়ম'-এর সুফল তো পান অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক, কম্পোজ়ারদের আত্মীয়রা! অ্যাকশন ডিরেক্টর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যতই স্টান্ট কোরিয়োগ্রাফ করুন না কেন, ছবিতে তাঁদের

অ্যাকশন ডিরেক্টর শ্যাম কৌশলের বড় ছেলে ভিকি বড় হয়েছেন মুম্বইয়ের একটি চওলে। 'নেপোটিজ়ম'-এর সুফল তো পান শুধু অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক, কম্পোজ়ারদের আত্মীয়রা! অ্যাকশন ডিরেক্টররা...



'ছাওয়া'-তে নিজেকে 'স্টার' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন ভিকি



দীপাবলিতে মা-বাবা-ভাই ও ক্যাটরিনার পরিবারের সঙ্গে

পারিশ্রমিকের মতোই প্রভাবও বড়ই সামান্য। ফলে বাবা চাইতেন লেখাপড়ায় ভাল ভিকি একটা স্থায়ী চাকরি করুক। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতে বসে ভিকি বুঝতে পারেন, সিনেমাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। ফলে বাবার বিরুদ্ধে গিয়েই কিশোর নমিত কপূরের অভিনয়ের ক্লাসে ভর্তি হন। পরে নাসিরউদ্দিন শাহের কর্মশালায় যোগ দেন। কিন্তু সে অর্থে তাঁর 'ফিল্ম স্কুল' 'গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর'-এর সেটই। ভিকির চেহারা বা ব্যবহারে তাই ওই চওলে থাকা নিম্নমধ্যবিত্ত অ্যাকশন ডিরেক্টরের ছেলের ছাপটা বহুদিন অবধি ছিল। ফলে ভিকি কৌশলের প্রেমে যখন ক্যাটরিনা কাইফ পড়েন, তখন মন ভেঙেছিল পুরুষদের। বিদেশিনী,



'সর্দার উধম'-এর দৃশ্যে বনিতা সাঁধুর সঙ্গে

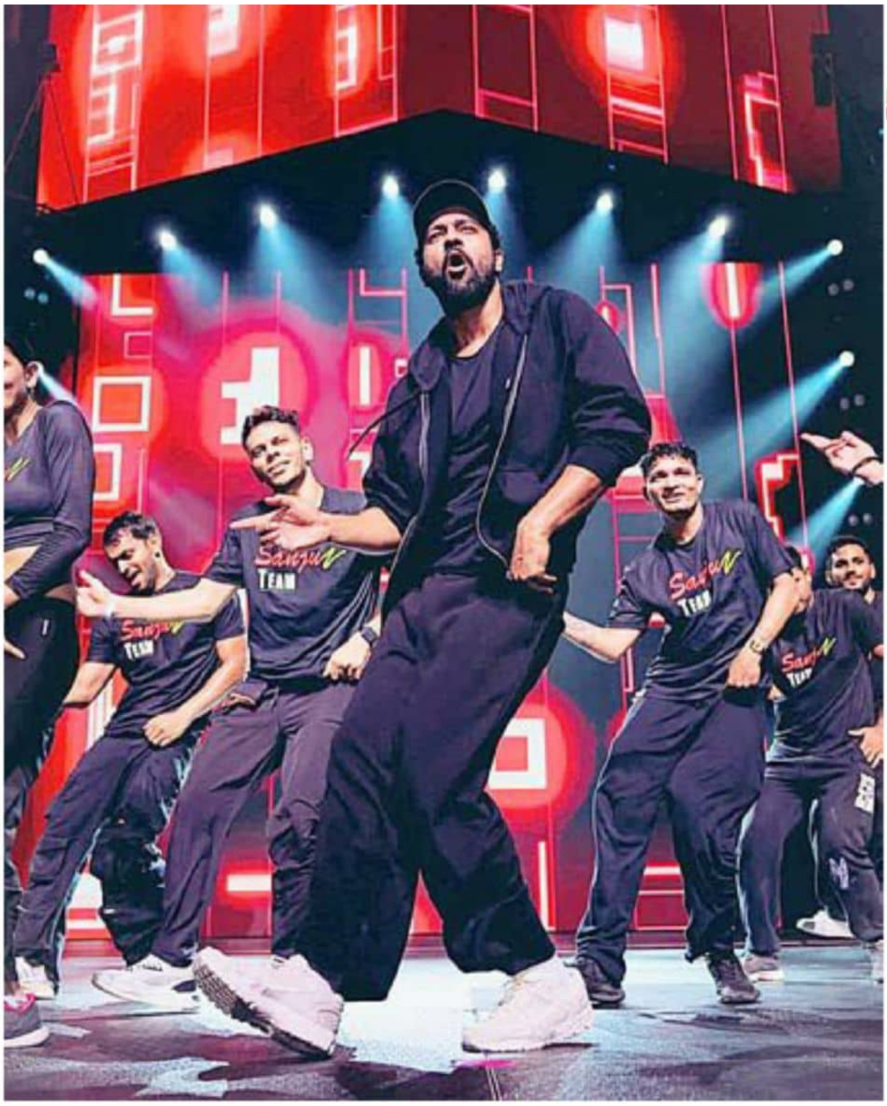
বিদেশিনী, ডাকসাইটে সুন্দরী, স্টার অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ কিনা ভিকি কৌশলের প্রেমে পড়লেন! ভিকির ঝুলিতে তখন সোলো হিরো হিট বলতে শুধুই 'উরি'

ডাকসাইটে সুন্দরী, স্টার অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ কিনা ভিকি কৌশলের প্রেমে পড়লেন! ভিকির ঝুলিতে তখন সোলো হিরো হিট বলতে শুধুই 'উরি'। 'রাজ়ি', 'মনমরজ়িয়াঁ'-তে তিনি অনেকের মাঝে সহ-অভিনেতা। ক্যাটরিনার প্রাক্তন প্রেমিক রণবীর কপূর অভিনীত 'সঞ্জু'-তেও সহ-অভিনেতা। এমন তো অনেক উঠতি অভিনেতাই ছিলেন! হঠাৎ করে সলমন খান, রণবীর কপূরের প্রাক্তন প্রেমিকা ক্যাটরিনা নিজের চেয়ে স্টারডমে এতটাই কম এক অভিনেতাকে প্রেমিক হিসেবে বেছে নিলেন! অনেকেই ভেবেছিলেন, এই প্রেম টিকবে



ভিকি-ক্যাটিরিনার সংসার এখন আনন্দে ভরপুর





■ ‘তওবা তওবা’র নাচের স্টেপ ঝড় তুলেছিল দেশজুড়ে

অভিনেতা হিসেবে ভিকির গ্রুমিংয়ে খামতি ছিল না। ক্যাটরিনার সৌজন্যেই হয়তো ‘স্টার’ হিসেবেও তাঁর গ্রুমিং শুরু হল। ভিকি নিজেকে ‘গণপতি ডান্সার’ বলতেন... তাঁর ‘তওবা তওবা’ নাচের স্টেপে মাতল গোটা দেশ

না। তবে ২০২১ সালটা ভিকির কেরিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। একদিকে অক্টোবর মাসে সুজিত সরকারের ‘সর্দার উধম’ অভিনেতা হিসেবে তাঁকে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। অন্যদিকে ডিসেম্বরে সকলকে অবাক করে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাবলয়ের মধ্যে ক্যাটরিনা কাইফকে বিয়ে করে ফেলেন ভিকি কৌশল। এবং ভাগ্যের ফেরে রণবীর কপূরের সাইড কিক হিসেবে নয়, অন্যতম নায়ক হিসেবে সঞ্জয় লীলা ভনসালীর ড্রিম প্রজেক্ট ‘লভ অ্যান্ড ওয়ার’-এ জায়গা করে নিয়েছেন ভিকি। ক্যাটরিনার যে জহুরির চোখ, প্রমাণ করলেন নিজের কাজ দিয়েই।

গ্রুমারের নাম ক্যাটরিনা

অভিনেতা হিসেবে ভিকির গ্রুমিংয়ে খামতি ছিল না। ক্যাটরিনার সৌজন্যেই হয়তো ‘স্টার’ হিসেবেও তাঁর গ্রুমিং শুরু হল। ভিকি বরাবর নিজেকে ‘গণপতি ডান্সার’ বলতেন। কীরকম? ওই যে গণেশ চতুর্থীর পর ভাসানের সময় পাড়ার ছেলেরা যেমন নাচে, তেমনই নাকি তাঁর নাচ। ভিকি বলেছিলেন একটি সাক্ষাৎকারে, “ক্যাটরিনা আমাকে বলে, তুমি নাচো ঠিকই, তবে বড্ড ছড়াও!” তখনও ভিকি কৌশলের জীবনে ‘তওবা তওবা’ গানটি আসেনি যে! তিনি স্বীকার করেন, নাচের প্রতি মনযোগ, প্রতিটা স্টেপের প্রতি ফোকাস, এসবই ক্যাটরিনার কাছে শিখেছেন তিনি। গতবছর ‘তওবা তওবা’ গানে ভিকির স্টেপে যেভাবে পাগল হয়েছিল ভারতবাসী, তা অবিশ্বাস্য। একটি পত্রিকার সমীক্ষা অনুযায়ী, কার্তিক আরিয়ানের ‘ভুলভুলাইয়া’র স্টেপ, হৃতিক রোশনের ‘ঘুংরু টুট গয়ে’কে জনপ্রিয়তায় অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে ‘তওবা তওবা’! এমনকি, শাহরুখের ‘ঝুমে জো পঠান’-এর স্টেপও এত জনপ্রিয়



'উরি'র অ্যাকশন দৃশ্যে

'দেশভক্ত' ইমেজকে কাজে লাগিয়েই 'ছাওয়া'র জন্য প্রথম পছন্দ হয়ে ওঠেন ভিকি। ঔরঙ্গজেবের নির্মমতার বিপরীতে মরাঠা সম্ভাজী মহারাজের সিংহহৃদয় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে ভিকির অভিনয়

হয়নি, তাতে এত রিল তৈরি হয়নি। 'ব্যাড নিউজ়' ছবিটি বক্সঅফিসে তেমন ভাল ফল করেনি (৮০ কোটি বাজেটের ছবি বক্সঅফিসে ১১২ কোটি তুলতে পেরেছে)। তবে যা ব্যবসা হয়েছে, তা একমাত্র এই গানের জনপ্রিয়তার কারণেই। তবে ক্যাটরিনার প্রভাব ভিকির উপর বলতে গেলে, উল্টোটাও বলতে হয় বইকি। শ্রীরাম রাঘবনের 'মেরি ক্রিসমাস' ছবিতে বিজয় সেতুপতির মতো তাবড় অভিনেতার বিপরীতে ক্যাটরিনার অভিনয় যে নজর কেড়েছে, প্রশংসিত হয়েছে, তার নেপথ্যে ভিকির অবদান থাকাটা স্বাভাবিক। ক্যাটরিনা যে ঘরোয়া, পারিবারিক ছেলেকে জীবনসঙ্গী হিসেবে চেয়েছিলেন, ভিকি সেই মানুষটাই। উল্টোদিকে ভিকিও ভাবতে পারেননি, ক্যাটরিনার মতো স্বপ্নসুন্দরী, সুপারস্টার অন্তর থেকে একটি ঘরোয়া, সংসারী মেয়ে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভিকি কৌশল সোনাবাহিনীর সেই দরিদ্র সৈন্য, যে রাজকুমারীর মন জিতে নিয়েছে।

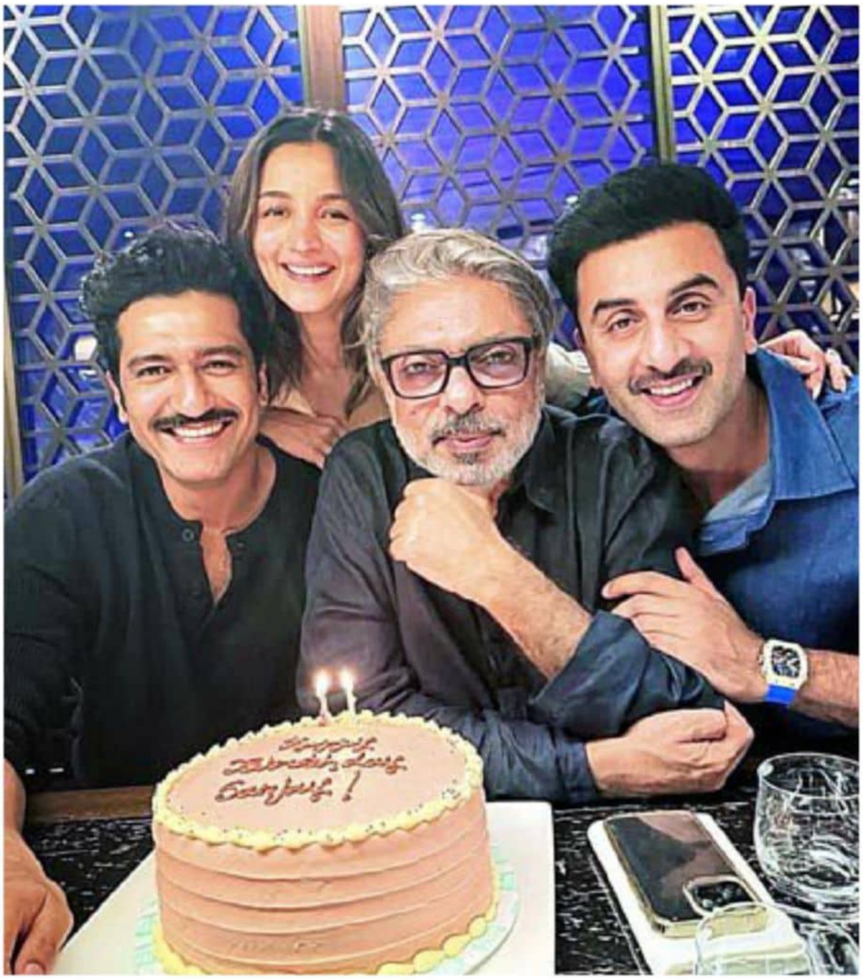
গেরুয়াশিবিরের প্রিয় নায়ক কি ভিকি?

একটা সময় ছিল, যখন দক্ষিণপন্থী প্রপাগান্ডা ছবির পছন্দের নায়ক ছিলেন অক্ষয়কুমার। একশো কোটির ক্লাবের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নায়ক অক্ষয়কুমারকে 'কেসরি', 'এয়ারলিফ্ট', 'বেলবটম', 'সম্রাট পৃথ্বীরাজ', 'রামসেতু'র মতো ঈষৎ গেরুয়া বর্ণ-ঘেঁষা ছবির



'স্যাম বাহাদুর'-এর প্রচারে ফাতিমা, মেঘনা গুলজ়ার ও সানয়া মলহোত্রর সঙ্গে ভিকি





■ ‘লভ অ্যান্ড ওয়ার’-এর সেটে সঞ্জয় লীলা ভনসালির জন্মদিন সেলিব্রেট করছেন ভিকি, আলিয়া ও রণবীর

পোস্টারবয় বলা হত। তবে অক্ষয় সেই জায়গা ধরে রাখতে পারেননি। ওই যে, কারও জন্য জায়গা ছেড়ে দিতেই হয়। ‘উরি’-তে যে উগ্র জাতীয়তাবাদের জয়জয়কার হয়েছিল, তাতে ভিকি কৌশল সেই জায়গার দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছিলেন। তার উপর সুজিত সরকারের ‘সর্দার উধম’-এর অভিনয়... ভিকি নিজেও হয়তো বুঝতে পারেননি, সুজিতের ছবি উগ্র জাতীয়তাবাদের গন্ধবাহক না হলেও কোথাও একটা তাঁর জন্য একটা পথ খুলে দিচ্ছিল। সেই পথ ধরেই আসে স্যাম মানেকশয়ের বায়োপিক ‘স্যাম বাহাদুর’। ‘স্যাম বাহাদুর’ বা ‘সর্দার উধম’ নেহাতই বায়োপিক। কিন্তু ভিকির অভিনয়ের সার্থকতা এখানেই যে এই চরিত্রগুলো দর্শকের চোখে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। ভিকির ‘দেশভক্ত’ ইমেজ তৈরি হয়। সেই ইমেজকে কাজে লাগিয়েই ‘ছাওয়া’র জন্য প্রথম পছন্দ হয়ে ওঠেন ভিকি। ঔরঙ্গজেবের নির্মমতার বিপরীতে মরাঠা সম্ভাজী মহারাজের সিংহহৃদয় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দেয় ভিকির অভিনয়। ইতিহাস বিকৃতির প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায় সাড়ে ছ’শো কোটির ব্যবসায়। সেই ছবির প্রচারে গেরুয়া পতাকা ধরে ভিকি ষোলকলা পূর্ণ করে দেন। আর প্রচারমঞ্চ হিসেবে বেছেও নেন এবছরের সবচেয়ে বড় উৎসব, মহাকুম্ভমেলাকে! অর্থাৎ কোন বেশে প্রচার করলে সম্ভাজী হিসেবে দর্শকের আস্থাভাজন হতে পারবেন, ভিকি জানতেন।

যে সাক্ষাৎকারের উল্লেখ দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেই সাক্ষাৎকারে ভিকি স্টারডম প্রসঙ্গে আরও বলেছিলেন, “দিলীপকুমার, রাজেশ খন্না, অমিতাভ বচ্চন যে স্টারডম পেয়েছিলেন, তার চেয়ে শাহরুখ খানের স্টারডম আলাদা। কম বেশি বলছি না, তবে আলাদা। আমাদের প্রজন্ম সেই স্টারডম পাবে না।” তবে তিনি যে স্টার সেটাও বুঝতে পারেন। জানেন এই স্টারডম চিরদিনের নয়। তাঁর কথায়, “আজ আমি সেটে গেলে দেখি সকলে আমার জন্য কাজ করছেন। ধরুন আমি একটা প্রত্যন্ত গ্রামে শুট করছি। হঠাৎ আমার বার্গার খেতে ইচ্ছে হল। দূরদূরান্তে কোনও বার্গার জয়েন্ট না থাকলেও আমি জানি এক ঘণ্টার মধ্যে আমি বার্গারটা খেতে পাব, ক্রুয়ের শেফ বিশেষ ভাবে আমার জন্য বার্গারটা বানিয়ে দেবে। কিন্তু তাতে যদি আমি ভেবে বসি দৈনন্দিন জীবনে আমি এই আতিথেয়তার দাবিদার, তা হলে আমার চেয়ে মুর্খ কেউ নেই...” এই উপলব্ধিই হয়তো ভিকির ভিকট্রির ভিত।



■ মোঘল বাদশাহ অকবরের চরিত্রে হৃতিক রোশনের চেহারার আদল নিয়ে উঠেছিল প্রশ্ন। সঙ্গে ঐশ্বর্যা

ইতিহাসের পুনর্জন্ম

ইতিহাসের নামে নিজেদের ভিউ-পয়েন্টকে প্রতিষ্ঠা করাই কি আজকের ইতিহাস-নির্ভর ছায়াছবির ভবিতব্য? নাকি বলতে হয়, বাণিজ্যিক কারণে বিনোদন দেওয়ার জন্য তৈরি ছবির ভিতর আমরাই বা ইতিহাসের সত্যাসত্য খুঁজে মরছি কেন?

লিখছেন **বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়**

ইতিহাসের বইতে ছোটবেলায় যে ছবি আঁকা থাকত তাতে কেমন একটা ধারণা হয়ে যেত মুঘল বাদশাহ আকবর খানিক গোলগাল, ঔরঙ্গজেব ছুঁচোলো মুখের, শিবাজীর মুখ লম্বাটে। এই ছবিগুলো সাধারণত সাদা-কালোই হত আর সেই সময়টা ফেসবুক, হোয়াটস্‌অ্যাপ, ইন্সট্যাগ্রাম তো দূর অস্ত, ইন্টারনেটের নাম অবধি শোনেনি লোকে। তাই ওই অনুজ্জ্বল ছবিগুলিই অত্যুজ্জ্বল হয়ে রয়ে গেছে, মনের মণিকোঠায়। কালের নিয়মে বিংশ শতাব্দী সরে গিয়ে জায়গা করে দিয়েছে একবিংশ শতাব্দীকে। সমাজমাধ্যম হয়ে উঠেছে সমাজের চাইতেও অনেক বড়। আগে মানুষ ভাবত, তার সম্পর্কে পাড়া-প্রতিবেশি কিংবা আত্মীয়-স্বজনরা কী ভাবছে; এখন একটি লোক একযোগে টাকি থেকে টরন্টোর অজানা-অচেনা লোকের প্রশংসা কিংবা কু-কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়েই মোবাইল অন করে সকালবেলা। পঞ্চাশ বছর আগেকার সেই সিনেমা দেখে বেরিয়ে, 'দারুণ বই দেখে এলাম' বলার গল্প তাই উঠে গেছে অনেকদিনই। অন্তর্হিত হয়েছে, সিনেমাহলের বাইরের পোস্টারে নায়কের গলায় শুক্রবার সকালে রজনীগন্ধার টাটকা মালা পরিয়ে দেওয়ার চল। সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক'-এর উত্তমকুমারের মতো এখনকার নায়ক তাঁর দর্শকদের অগ্রাহ্য করে তরুণী সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলে যেতে পারেন না; বরং ভোটভিক্ষা করা নেতাদের মতো করেই দর্শকদের হলে পদার্পণ করতে বলতে হয়। এর ভিতরে খানিক আলাদা স্ট্যাটাস পাচ্ছে দেখছি ঐতিহাসিক সিনেমাগুলি, মানে ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে বলে বলা হচ্ছে। বলাই বাহুল্য যে, ইতিহাস এক-একজনের কাছে এক-একরকম; একই কবিতার দু'রকম অনুবাদ যেমন সম্ভব, একই তথ্যভাণ্ডার ঘেঁটে দু'রকম বিশ্লেষণও উঠে আসতে পারে দুই ঐতিহাসিকের কলমে। টি সি রাঘবনের 'দ্য হিস্ট্রি মেন' বলে একটি বইতে স্যর যদুনাথ সরকার, জি এস সরদেশাই এবং রঘুবীর সিংহ, এই তিন ঐতিহাসিকের ভিতরের কথাবার্তা এবং পত্রালাপ থেকে যে ছবি উঠে আসে, তাতে এই সত্যই প্রতিভাত হয় যে ঘটনাক্রম যেন এক জীবন্ত টিয়াপাখি। এবার ইতিহাসের কোন খাঁচায় ভরলে সে 'রাধাকৃষ্ণ' বলে উঠবে আর কোন খাঁচায় আটকে রাখলে, 'হ্যালো, হাউ ডু ইউ ডু' বলবে তা স্থিরভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। ইতিহাস এক বহতা ধারা যেখানে তিনশো বছর ধরে যা মেনে আসা হচ্ছে, তা

এক লহমায় ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে, নতুন কোনও শিলালিপি বা চিঠির আবিষ্কারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সাভারকার ব্রিটিশকে সমর্থনের চিঠি দিয়েছিলেন বললেই যাঁরা নেহরু কিংবা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ব্রিটিশদের সখ্যের অনেক প্রমাণ তুলে ধরতে চান, তাঁদের মাথায় রাখা উচিত যে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজও অত্যন্ত বিনম্রতার সঙ্গে চিঠি লিখেছিলেন তৎকালীন ভারত-সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে। চিঠি না লিখে তাঁর উপায় ছিল না নিশ্চয়ই। আজকে দাঁড়িয়ে ভারতের কোনও অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি না লিখে যেমন উপায় নেই, ব্যাপারটা খানিক সেভাবেও দেখা যেতে পারে কি? নাকি ঐতিহাসিক ছবি চালানোর মূল শর্তই হল দু'দিকের দুই ব্যক্তিত্বকে সর্বদাই যুদ্ধং দেহি দেখাতে হবে?
বহু আগের একটি ইতিহাস-নির্ভর বাংলা ছবির কথা মনে পড়ে, 'বিয়াল্লিশ', যেখানে অত্যাচারী, দারোগার ভূমিকায় বিকাশ রায়ের অভিনয় এমনই দাগ কেটেছিল মানুষের মনে যে, রাস্তায় বেরোলে বিকাশ রায়ের দিকে জুতো কিংবা চপ্পল অবধি ছোড়া হত। লোকে এভাবেই দূরত্ব বা নৈকট্য বোধ করে, ঐতিহাসিক চরিত্রদের সঙ্গে। 'মুঘল-এ-আজ়ম' দেখে কত বাবা, 'আকবর'এর অসহায়তাকে বড় করে দেখেছেন আর কত ছেলে বাবার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে 'সেলিম'এর প্রতিবাদে ভেসে গিয়ে, নিজের-নিজের আনারকলিকে আর একটু বেশি ভালবাসতে চেষ্টা করেছেন।
একইসঙ্গে এও সত্যি যে ইতিহাসের সত্যতা দিয়ে ইতিহাসের স্বপ্নকে মাপা যায় না। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু মানুষের অনন্ত দুঃখস্রোত নিয়ে ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' কিংবা 'কোমল গান্ধার' পৃথিবীর চিরন্তন ক্লাসিকগুলির ভিতরে থাকার হকদার। কিন্তু যাঁর গল্প নিয়ে 'মেঘে ঢাকা তারা' তৈরি, সেই শক্তিপদ রাজগুরু একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে, কলকাতার কলোনিগুলোয় কোনওক্রমে ঠাঁই করে নেওয়া উদ্বাস্তু মানুষদের, 'উত্তম-সুচিত্রার রোম্যান্টিক ছবি' দেখতে যাওয়ার যত আগ্রহ ছিল, 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখার ততখানি নয়। হয়তো দুঃখগুলোকে আড়ালে রাখতে চায় সকলেই, তাই দুপুরের শো'য়ে 'সুবর্ণরেখা' দেখা মানুষটি, রাতের শো'য়ে 'অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস' দেখেছেন, এবং নিজের জীবনযন্ত্রণার ইতিহাসের পাশাপাশি নিজের স্বপ্ন দেখার ইতিহাসটিকেও বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন। মৃণাল সেনের 'মৃগয়া' বাস্তব। কিন্তু যার জন্য বাস্তব সেই আদিবাসী ছেলেটি যদি 'শোলে' দেখে বাস্তবকে মনে মনে বদলে ফেলার শান্তি পায়, কে আটকাবে তাকে?

যাঁরা নেহরু কিংবা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ব্রিটিশদের সখ্যের প্রমাণ তুলে ধরতে চান, তাঁদের মাথায় রাখা উচিত যে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজও অত্যন্ত বিনম্রতার সঙ্গে চিঠি লিখেছিলেন তৎকালীন ভারত-সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে।



■ 'ছাওয়া' অভিনেতা ভিকি কৌশলের অন্যতম বড় হিট। কিন্তু ইতিহাস বিকৃতি নিয়ে চলছে তরজা

আজকের ঐতিহাসিক সিনেমাগুলি অনেকক্ষেত্রেই ঘটে যাওয়া ঘটনাকে অন্যভাবে পেশ করার একটি উদ্যোগ এমনটা কেউ কেউ বলছেন। এবার ব্যাপার হল, ঘটনা কখনওই কোনও দু'জনের জন্য একভাবে ঘটে না। বিশ্বের ইতিহাসে এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে, একটি ডকুমেন্টারিও দেখেছিলাম তাই নিয়ে, যখন ধর্ষিতার সন্তানেরা ধর্ষকের হয়ে গলা ফাটিয়েছে। তাই বলে সেটাকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া সম্ভব কি? সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের পেটে গেছেন, এমন বহু পরিবারের মানুষের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তাঁরা, 'আমার স্বামীকে বাঘে খেয়েছে' কিংবা 'আমার বাবাকে বাঘে তুলে নিয়ে গেছে', এইভাবে কথাটা বলেন না; তাঁরা বলেন, 'লড়েছিল বাঘের সঙ্গে, পারেনি শেষ অবধি'। কথা হল, বাঘের সঙ্গে ওই মানুষগুলোকে আদৌ লড়তে দেখেছিল কি তাঁদের পরিবারের কেউ? তবু তাঁদের পরিবারের থেকে, পরিবারের 'মৃত' একজনকে 'আলোকিত' করার ওই চেষ্টাকে অপমান করা যায় না। পূর্বপুরুষের উদ্দেশে বছরে একটা মাস অন্তত আকাশপ্রদীপ জ্বালতে না পারলে মানুষ মাটির পৃথিবীতে থাকবে কী করে? ঠিক এই কারণেই 'ওরাল হিস্ট্রি'কে অগ্রাহ্য



■ পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু মানুষের অনন্ত দুঃখস্রোত নিয়ে তৈরি ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা'

ইতিহাস এক দ্বিমুখী তরবারি, এই সত্য না বুঝলে যে কোনও ফেসবুকীয় তরজাই শেষমেশ, 'ভেরি ভেরি সরি মশলা খাবি' বলে শেষ করতে হবে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির-এর পাশাপাশি মুলতানের সূর্যমন্দিরও ধ্বংস করেছিলেন ঔরঙ্গজেব আর সেই পাপ অন্য কোনও মন্দিরে একশত মণ তেল বা ঘি দিয়ে...

করার কোনও রাস্তা নেই। লিখিত যে কোনও কিছুর জন্যই যখন শাস্তি পেতে হতে পারে তখন মানুষের ইতিহাস মুখে-মুখেই বা ঘুরবে না কেন? আর ভেবে দেখলে, লিখিত কথা যেমন সবসময় সত্যি নয়, মুখের কথাও তো সবসময় মিথ্যে নয়। ভারতবর্ষে পাঠান, মুঘল, তুর্কী, রাজপুত, মারাঠা- রাজা বা সম্রাট কতই এসেছে কিন্তু সবসময়ই তাদের প্রতিস্পর্ধীও কেউ না কেউ ছিল। আজকে যদি প্রতিস্পর্ধীর দৃষ্টি থেকে সিনেমা বানানো হয় তবে তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বরং বলা যায়, যা জীবন্ত তারই ভিন্ন-ভিন্ন ব্যাখ্যা হয়।
যেমন, পদ্মাবতী আর আলাউদ্দিন খিলজীর সংঘাত সবদিকে আলো ঝলসানো হিরের মতো ইউনিক বলেই বহু শতাব্দী পরও তা নিয়ে বিপুল বাজেটের ছবি করার কথা ভাবতে পারেন বলিউডের প্রযোজক। ভেবে একটু মনখারাপ না হয়ে পারে না যে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী গল্প 'রক্তসন্ধ্যা' কিংবা 'চুয়াচন্দন' থেকেও কি হতে পারত না সিনেমা? সারা ভারত জুড়ে মুক্তি পেতে পারত না, 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'? তারপরই মনে পড়ে যায়, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন নিয়ে নির্মিত হিন্দি ছবির কী হাল হয়েছে বক্স-অফিসে আর স্মরণে আসে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সেই কথা যে, বাঙালি ইতিহাস বিস্মৃত জাতি। ইতিহাসের নামে নিজেদের ভিউ-পয়েন্টকে



■ মুঘল-এ-আজম ছবিটি নিয়েও ছিল প্রশ্নের অবকাশ

প্রতিষ্ঠা করাই কি তবে আজকের ইতিহাস-নির্ভর ছায়াছবির ভবিতব্য? এই প্রশ্নের উত্তর কালের গর্ভে রাখা আছে এটুকু মেনে নিয়েও বলতে হয় যে বাণিজ্যিক কারণে বিনোদন দেবার জন্য তৈরি ছবির ভিতর আমরাই বা ইতিহাসের সত্যাসত্য খুঁজে মরছি কেন? 'পদ্মাবত' সিনেমায় একটি 'লোডেড' স্বপ্নদৃশ্য ছিল। আচ্ছা, সেই দৃশ্যে যদি রক্তপিপাসু আলাউদ্দিন পদ্মাবতীকে কামনা করেই থাকেন এবং সেই 'কারনাল ডিজ়ায়ার' পর্দায় দেখিয়েই থাকেন সঞ্জয় লীলা ভনসালী তাতে কোন মহাভারতের শুদ্ধতাতে দাগ লেগেছে? 'অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য'রা না বুঝলেও আমরা কেন বুঝব না যে খিলজির কামোন্মত্ততা পর্দায় দেখালেই বরং সেই বিপরীত ইতিহাস আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠা পায় (খুন হয়ে যাওয়া বামপন্থী চিন্তাবিদ গোবিন্দ পানসারেও যার কথা লিখেছেন নিজের বইয়ে), যেখানে মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে যাঁর স্বামী নিহত হয়েছেন এমন এক মুসলমান মহিলার সামনে দাঁড়িয়ে ছত্রপতি শিবাজি বলেন, 'আমার মা যদি আপনার মতো সুন্দর হতেন, তাহলে আমাকেও দেখতে আরও ভাল হত'।
আজকের ভারত আলাউদ্দিন খিলজির ওই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছে যে, শত্রুর স্ত্রী মানেই লুটের মাল। ভৌগলিক বিচারে অনেক ছোট রাজা হয়েও ছত্রপতি শিবাজী এতটা সম্মান পাচ্ছেন কারণ প্রতিপক্ষের স্ত্রীকেও সম্মাননীয়া বলে বিবেচনা করেছেন তিনি। এবার আসা যাক একটা সাধারণ জ্ঞানের কথায়। অবন ঠাকুরের 'রাজকাহিনী' আমাদের প্রাণের সম্পদ। সেখানে রানি পদ্মিনীর বারো হাজার রাজপুত রমণীকে সঙ্গে নিয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আখ্যান কার হৃদয়কে না মথিত করবে? কিন্তু 'রাজকাহিনী'র আকর কর্নেল টডের যে বইটি, সেখানে দেখছি, আলাউদ্দিন খিলজি প্রথমবার চিতোর আক্রমণ করেন ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে, পরেরবার ১২৯৩ সালে। রানি পদ্মিনী

ছিলেন ভীমসিং-এর ঘরণী। আর চিতোরের সিংহাসনে তখন ভীমসিং-এর ভাইপো লক্ষণ সিং। ১২৯৩-এর যে যুদ্ধ শেষের মুখে রানি আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, সেখানে লক্ষণ সিং-এর বারোটি ছেলের মধ্যে একজন বাদ দিয়ে সবাই অংশ নিয়েছিল। এবার লক্ষণ সিং-এর ছেলেরা যুদ্ধে অংশ নেওয়ার মতো সাবালক মানে তাদের বয়স ১৬ থেকে ২৫ বছরের ভিতরে; সম্পর্কে তাঁরা সবাই রানি পদ্মাবতীর নাতি। তা হলে জওহরব্রতে অংশ নেওয়ার সময়, রানির নিজের বয়স অন্তত পঞ্চাশ নয় কি? তবে কি নিজেকে নয়, চিতোরের অজস্র যুবতী এবং কিশোরীকে হানাদার দস্যুদের থেকে বাঁচাবেন বলেই রানি পদ্মাবতী জওহরব্রতের আয়োজন করেন? কেমন হত, যদি ওই কিশোরী বা যুবতীদের তিনি কোনও গুপ্তপথে পার্শ্ববর্তী গুজরাতে পাঠিয়ে দিতে পারতেন, প্রাণে বাঁচিয়ে? সিনেমার দায় নেই সেই উত্তর দেবার, কিন্তু কল্পনা তো আমরা করতে পারিই, তাই না? অধুনা ভারত জুড়ে আলোড়ন তোলা ছবি 'ছাওয়া' নিয়েও তোলপাড় চলছে, তাতে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটেছে না ঘটেনি এই প্রশ্নে। যেন, ভিকি কৌশল অভিনীত 'ছাওয়া'র সার্টিফিকেট না পেলে পর ঔরঙ্গজেব থেকে সম্ভাজী সবার নাম কাটা যাবে ইতিহাসের পাঠ্যবই থেকে। (সম্ভাজীর নাম অবশ্য এমনিতেও খুব একটা ছিল না)। এই প্রসঙ্গেই শিবাজির সেই চিঠির কথা মনে আসে যেখানে শিবাজি ভারত-সম্রাটকে লিখছেন, ' ...বহু মানুষ তাদের খাদ্যদ্রব্য পাচ্ছে না।... তদুপরি এই জিজিয়া। এই কথাটা পূর্ব থেকে পশ্চিমে, কাছে বা দূরে ছড়িয়ে গিয়েছে যে হিন্দুস্তানের সম্রাট ফকির, ব্রাহ্মণ যোগী, সন্ন্যাসী বৈরাগী, দরিদ্র ও পীড়িতদের উপর জিজিয়া চাপিয়েছে। সম্রাট এতে নিজেকে গর্বিত অনুভব করেন এবং তিনি এবিষয়ে সম্রাট তৈমুরের কাজকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন।... আপনি তাই ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করবেন।' ঔরঙ্গজেব যে ভাল এবং মন্দের ফারাক করেননি, তিনি যে অকারণ অত্যাচার করেছেন দেশের হিন্দু এবং শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের উপর, তা জানানোর জন্য শিবাজির এই চিঠি কিংবা গুরু তেগবাহাদুর অথবা গুরু গোবিন্দ সিংহের সন্তানদের নৃশংস হত্যার বিবরণই যথেষ্ট। আজ যে যদুনাথ সরকারের বইয়ের পৃষ্ঠা তুলে সম্ভাজীর চারিত্রিক স্খলনের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, সেই যদুনাথের 'মাসির-ই-আলমগিরি'তেই ঔরঙ্গজেব কর্তৃক কাশী বিশ্বনাথ-এর মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটিতে



অক্ষয়কুমার অভিনীত 'পৃথ্বীরাজ' নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল বিস্তর



'পদ্মাবত' ছবিতে শাহিদ কপূর ও দীপিকা পাড়ুকোন

মিশিয়ে দেওয়ার কথা জ্বলজ্বল করছে। ইতিহাস এক দ্বিমুখী তরবারি, এই সত্য না বুঝলে যে কোনও ফেসবুকীয় তরজাই শেষমেশ, 'ভেরি ভেরি সরি মশলা খাবি' বলে শেষ করতে হবে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির-এর পাশাপাশি মুলতানের সূর্যমন্দিরও ধ্বংস করেছিলেন ঔরঙ্গজেব আর সেই পাপ অন্য কোনও মন্দিরে একশত মণ তেল বা ঘি দিয়ে থাকলে মিটে যায় না। তাছাড়া সম্ভাজী যদি খুব খারাপ মানুষও হয়ে থাকেন, তাঁর জিভ উপড়ে ফেলার কিংবা চোখ গেলে দেওয়ার অধিকার কে দিয়েছিল ঔরঙ্গজেবকে? 'সম্ভাজী'কে নিয়ে মারাঠি ভাষায় লিখিত বিশ্বাস পাটিলের বিখ্যাত উপন্যাস, 'সম্ভাজী' এবং এই সময়ের মেধা দেশমুখ ভাস্করনের ইংরেজি উপন্যাস, 'লাইফ অ্যান্ড ডেথ অফ সম্ভাজী' দুইয়েতেই কিন্তু সম্ভাজীর উপর হওয়া অমানুষিক নির্যাতনের বিবরণ পাচ্ছি। তাই আজ যদি মারাঠা সহ ভারতের অন্যান্য জায়গার মানুষ সম্ভাজীকে শহিদ মনে করে, সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই একটা প্রতিবাদ রেখে যায়, তাতে বিচলিত হবার কিছু নেই। বিশেষ করে যখন 'ছাওয়া' সিনেমাতেই রয়েছে যে 'স্বরাজ' কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, বরং সব ধর্মের মানুষের মাথা উঁচু করে বাঁচার লড়াই। আমরা 'বেন হুর' কিংবা 'টেন কম্যান্ডমেন্টস' দেখেছি। 'টেন কম্যান্ডমেন্টস'এ মোজেসের ভূমিকায় অনবদ্য চার্লটন হেস্টনের জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় যখন সমুদ্র দু'ভাগ হয়ে যায়, আমরা, যৌক্তিক না অযৌক্তিক সেই প্রশ্ন করি কি? বলিউডের বাণিজ্যিক ছবি নিয়েও তাই সে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। কেবল সিনেমার পর্দাকে পাড়ার গলি না ভাবলেই হল।


Dove







তাপমাত্রার পারদ যে হারে বাড়ছে, তাতে একটু বাইরে পা রাখলেই অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু তার মধ্যেও সেলেব্রিটিরা কিন্তু নিজেদের কাজ থেকে পিছপা হচ্ছেন না। আর তাঁদের সঙ্গী আনন্দলোক

১



২



৩





৪

৫





১

২

৩

৪

৫

৬









৭ কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে পারফর্ম করলেন সোনু নিগম

৮ বাংলা ছবি ‘অলক্ষ্যে ঋত্বিক’-এর মিউজ়িক লঞ্চে আরতি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শিলাজিৎ

৯ বাংলার জাতীয় গর্ব অনুষ্ঠানে কৌশানী, জিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও মমতাশঙ্কর।

১০ কুম্ভে কন্যার সঙ্গে রবীনা ট্যান্ডন

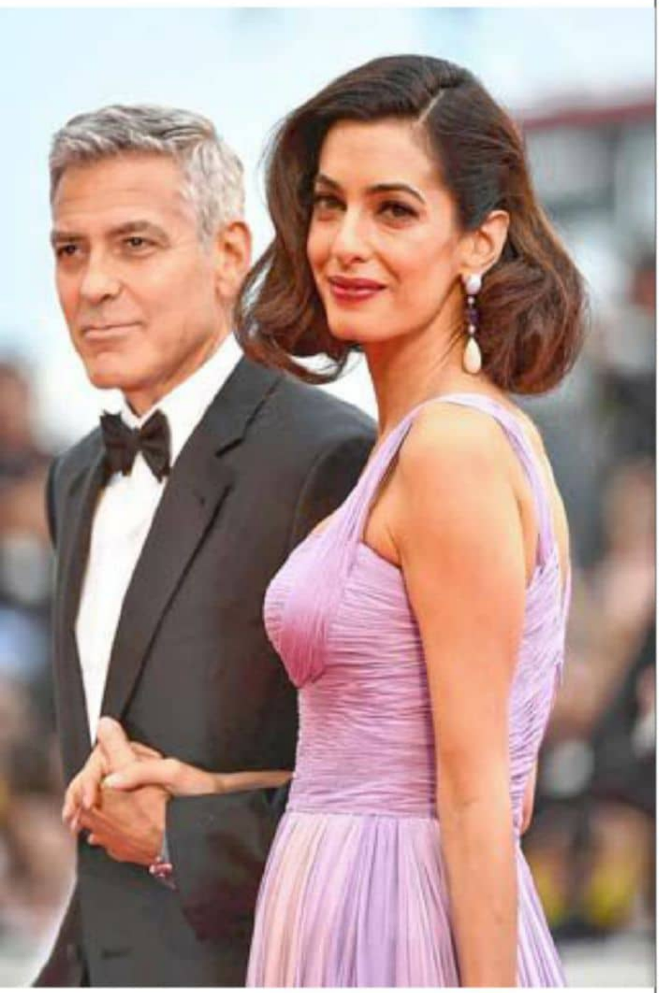




১১ মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানে স্বমহিমায় রকুল প্রীত সিংহ

১২ ‘বহুরূপী’র ১৫০ দিনের সেলিব্রেশনে কৌশানীকে কেক খাইয়ে দিচ্ছেন চিরঞ্জিত

ছবিগুলো তুলেছেন
প্রবীর মিত্র: ৮, ১২
অনির্বাণ সাহা: ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৯



জর্জ ও অমাল ক্লুনি

দূরত্ব মহাসমুদ্র

যতই চাপা দেওয়ার চেষ্টা হোক, জর্জ এবং অমাল ক্লুনির সেপারেশন নিয়ে চর্চা চলছে চলবে। মানবাধিকার উকিল অমাল যে ছেলেমেয়েকে নিয়ে ব্রিটেনে থাকেন, সকলে জানেন। তার উপর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকার চাকরি নিয়ে তিনি নিজের পেশায় নতুন পালক যোগ করেছেন সম্প্রতি। ওদিকে জর্জ যে বলেছিলেন হলিউড থেকে সরে এসে পরিবারের সঙ্গে ব্রিটেনে থাকবেন, তা-ও দূর অস্ত মনে হচ্ছে। কারণ সম্প্রতি নিজের সিনেমা 'গুডনাইট অ্যান্ড গুডলাক'-কে ব্রডওয়ের আকারে নিয়ে এসেছেন তিনি! নিউ ইয়র্ক জুড়ে হবে এই ব্রডওয়ের শো। ঘনিষ্ঠ সূত্র জানাচ্ছে, জর্জ ও অমাল 'ট্রায়াল সেপারেশন'-এ রয়েছেন। এই লং ডিসট্যান্স বিয়ে আর টিকিয়ে রাখতে পারছেন না।



জোয়ি সালদানা

ক্ষমাপ্রার্থী জোয়ি

বিশ্বের বড় বড় চলচ্চিত্র উৎসবে সমাদৃত 'এমেলিয়া পেরেজ়'। ছবির জন্য সেরা সহ-অভিনেত্রীর অস্কার জিতেছেন জোয়ি সালদানা। কিন্তু এই ছবিতে মেক্সিকানদের খারাপভাবে দেখানো হয়েছে বলে মেক্সিকোর মিডিয়া তাঁকে তোপ দেগেছে। মেক্সিকোর ড্রাগ সমস্যা, মাফিয়া রাজ উঠে এসেছে ছবিতে। এই সমালোচনার উত্তর দিলেন জোয়ি। তাঁর বক্তব্য, 'এমেলিয়া পেরেজ়' আদতে তিনজন মহিলার গল্প। তাঁরা গ্লোবাল। এখানে তাঁদের জীবনই গল্পের উপজীব্য। তাঁরা রাশিয়ান, আমেরিকানও হতে পারতেন। তবে যদি মেক্সিকানদের খারাপ লেগে থাকে, তিনি অবশ্যই আলোচনায় বসতে প্রস্তুত যে কীভাবে ছবিটিকে আরও ভাল বানানো যেত এবং অবশ্যই কারও ভাবাবেগকে আঘাত না করে।



ডোয়েন জনসন

ধনীতম অভিনেতা

বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্রেড ম্যাগাজ়িনের সমীক্ষা অনুযায়ী, বিশ্বের ধনীতম অভিনেতা ডোয়েন জনসন। চারবছর আগেও একবার এই তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন তিনি। এবছর রায়ান রেনল্ডস এবং জেরি সাইনফেল্ডের মতো প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে একনম্বরে উঠে এসেছেন দ্য রক। ডোয়েন গতবছর নাকি (রেড ওয়ান, মোয়ানা ২-র জন্য) ৮৮ মিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ৭৬৬ কোটি টাকা) রোজগার করেছেন! পৃথিবীর ধনীতম ২০ জন অভিনেতার তালিকায় মহিলাদের মধ্যে রয়েছেন কেবল তিনজন। নিকোল কিডম্যান, মারিস্কা হারগিতে এবং স্কারলেট ইয়োহানসন।

মিলির জবাব

মিলি ববি ব্রাউন নিজের সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মিডিয়ার প্রতি। সম্প্রতি তাঁর ইলেকট্রিক স্টেট টুরের অ্যাপিয়ারেন্সের পর তাঁকে ট্রোল করা হয়েছে মিডিয়াতে দেখতে বয়স্ক লাগছে বলে। মিলি (বয়স ২১) বলছেন, মাত্র দশবছর বয়সে অভিনয়ে হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর। বারবার তাঁর চেহারা, বয়স, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 'মাপ' নিয়ে বারবার নিম্নমানের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন সাংবাদিকরা। নিজের ইনস্টাগ্রামে লাইভ হয়ে মিলি সেই অনেকগুলো নিউজ় রিপোর্ট পড়েও শুনিয়েছেন। বিশেষত মহিলা সাংবাদিকদের লেখা রিপোর্টগুলিকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন মিলি।



মিলি ববি ব্রাউন



প্রসঙ্গ ইজ়রায়েল

অ্যান্টি ডিফেমেশন লিগ সভায় বক্তব্য রাখতে এসে বিস্ফোরক হয়ে উঠলেন গ্যাল গ্যাডোট। বক্তব্য শুরু করলেন, 'আমার নাম গ্যাল গ্যাডোট, আমি ইজ়রায়েলি এবং ইহুদি' বলে। তিনি বললেন, হামাস যখন ইজ়রায়েলকে আক্রমণ করে, তারপর আমেরিকার রাস্তায় তিনি দেখেছেন হামাসের ধ্বংসলীলাকে লোকে নিন্দা করার পরিবর্তে উদ্‌যাপন করছে। এই যে ইহুদি-বিদ্বেষ, তা গ্যালকে অবাক করেছে, আতঙ্কিত করেছে। তিনি আশাহত হয়েছেন, হলিউডে নিজের সহকর্মীদের আচরণ দেখে। যেভাবে তাঁরা ইজ়রায়েল বিদ্বেষ দেখিয়েছেন, তাতে খুবই ব্যথিত গ্যাল। তাঁর বক্তব্য, পেশা নির্বিশেষে এভাবেই ইহুদিরা বিদ্বেষের শিকার হয়।

গ্যাল গ্যাডোট



পশুদের সেই রাজত্বে

ঘুরতে যাওয়ার জন্য তানজ়ানিয়াকে যে-যে কারণে বেছেছিলেন, সবক'টি সার্থক হয়েছে। যা দেখলেন, জন্মজন্মান্তরেও ভুলবেন না। সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শোনালেন **কৌশানী মুখোপাধ্যায়**

জঙ্গল এবং ওয়াইল্ড লাইফ আমি আর বনি, দু'জনেই খুব পছন্দ করি। ফলে আফ্রিকা যাওয়ার ইচ্ছে তো বরাবরই ছিল। তবে আগে লোকে সাধারণ মাসাইমারা, কেনিয়ার দিকটা যায়। এখন অনেকে তানজ়ানিয়াও যাচ্ছে, কারণ এখানে অনেক ধরনের সাফারি হয়। আমার



■ জ়ানজ়িবারের রিসর্টে



■ সকালে উঠে জিরাফের সঙ্গে প্রাতরাশ

ওখানকার মানুষ ভীষণ নিয়মনিষ্ঠ। ফলে আমরাও ভোরবেলা ওঠা, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যেস করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কলকাতায় থাকলে রোজ ইভেন্ট, পার্টি করে নিয়মের ১২টা বেজে যায়



■ ব্লু মাঙ্কির সঙ্গে

তানজ়ানিয়া যাওয়ার ইচ্ছে ছিল কারণ, এখানে সি-বিচ এবং জঙ্গল, দুটোই উপভোগ করা যায়।
তবে একটা অসুবিধের কথাও বলি। নাইরোবির দিকে ফ্লাইট বেশি। কিন্তু তানজ়ানিয়ায় জার্নি অনেক বেশি। ডিরেক্ট কোনও ফ্লাইট নেই। তারপর জ়ানজ়িবার যাওয়ার জার্নি অনেকক্ষণের। আমাদের সেরেঙ্গেটি যাওয়ার কথা ছিল। তবে সেখানেও সরাসরি ফ্লাইট নেই। প্রথমে আরুশা যাই, তারপর ওখান থেকে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার জার্নি করে সেরেঙ্গেটি... তবে একটা কথা বলি, যা অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে এই ক্লান্তিকর যাত্রার কথা ভুলেই গেছি। ওখানকার মানুষ ভীষণ নিয়মনিষ্ঠ। ফলে আমরাও ভোরবেলা ওঠা, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যেস করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কলকাতায় থাকলে রোজ ইভেন্ট, পার্টি করে নিয়মের ১২টা বেজে যায়। আমরা অফ-সিজ়নে গিয়েছিলাম, অক্টোবরের পর। ফলে টুরিস্টও খুব কম ছিল, আর মাইগ্রেশনও দেখতে পেয়েছি। বৃহস্পতি সহায় হলে যা হয়, অনেকে দিনের পর দিন সাফারি করেও যে মাইগ্রেশন দেখতে পায় না,





তানজ়ানিয়ার আদিবাসীদের মাঝে

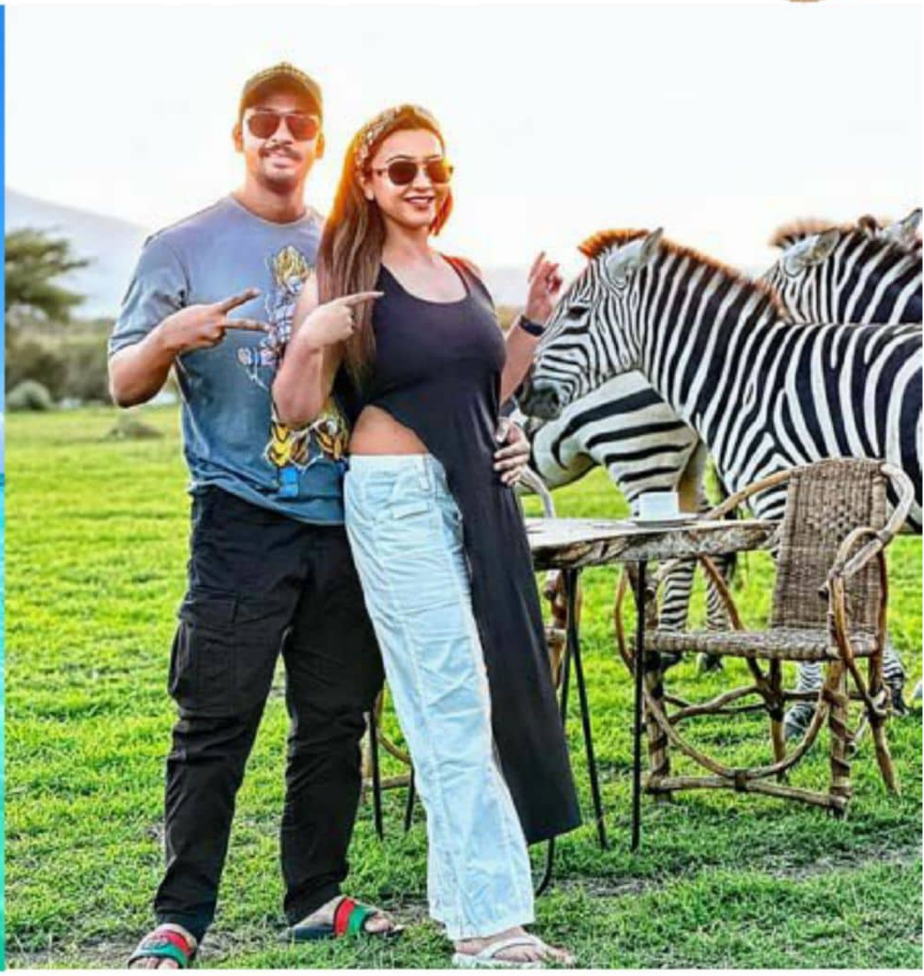
জ়ানজ়িবারে ইন্ডিয়ান ওশনে আমরা হর্সরাইডিং করেছি! ওটা একটা অনন্য অভিজ্ঞতা। কোনও লাইফ জ্যাকেট পরায় না। সঙ্গে গাইড থাকে। আর সমুদ্রে ঘোড়সওয়ারি... এদিকে আমি তো এত ভাল সাঁতারও জানি না!

আমরা তা দেখেছি। কিন্তু এত হঠাৎ করে সেই মাইগ্রেশন শুরু হয় যে, ভিডিয়ো করতে পারিনি। যে সময় মাইগ্রেশন হয়, তখন একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। কারণ পশুরা ভীষণ আগ্রাসী হয়ে থাকে। গাড়ি থেকেও নামার অনুমতি ছিল না। আমরা গোরোঙ্গোরো ক্রেটার এবং সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্ক ঘুরেছি। আমিই পুরো সফরের প্ল্যান করেছিলাম। যে রিসর্টগুলোতে থেকেছি, সেগুলো একদম জঙ্গলের মধ্যে। ওখানকার লোক জংলি পশুদের রেখে মানুষের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করতে শেখায়। ফলে জীবনে প্রথমবার আমরা ঘুম থেকে উঠে জিরাফ, জ়েব্রাকে খাবার খাইয়েছি। ওখানে সন্ধের পর কিছু করার থাকে না। ঘর বা তাঁবুতে জোরে আওয়াজ করা, গান চালানোর অনুমতি নেই। এমনকি হোটেলে টিভিও থাকে না, যাতে পশুরা বিরক্ত না হয়। আর কোনও পশুকে যদি আপনি বিরক্ত করেন, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ গ্রেফতার করবে। ভারতে যেমন আইন পুরো উল্টো। তিনদিন আমরা জ়ানজ়িবার দ্বীপে ছিলাম। আমার আর বনির প্রিয় বিচ-হলিডে। সেখানে সমুদ্রের পাড়ে ক্যান্ডল-লাইট ডিনার করেছি। তবে সবচেয়ে মজার হল, জ়ানজ়িবারে ইন্ডিয়ান ওশনে আমরা হর্সরাইডিং করেছি! ওটা একটা অনন্য অভিজ্ঞতা। কোনও লাইফ জ্যাকেট পরায় না। সঙ্গে গাইড থাকে। আর সমুদ্রে ঘোড়সওয়ারি... আমি তো এত ভাল





■ মহাসমুদ্রে কৌশানীর ঘোড়সওয়ারি



■ সেরেঙ্গেটির জেব্রাদের সঙ্গে বনি ও কৌশানী



■ রিসর্টে স্থানীয় কর্মীদের মাঝে

সাঁতার জানি না, আর ঘোড়া খালি আমাকে গভীর সমুদ্রে নিয়ে যায়! আমার ভয় দেখে গাইড পাড়ের কাছে নিয়ে আসে আমাকে।

আর একটা রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা বলি। গোরোঙ্গোরোতে যে রিসর্টে ছিলাম, সেখানে আমাদের ঘরটা একদম ক্রেটার, অর্থাৎ জ্বালামুখের কাছে, অনেকটা গভীরে। সন্ধেবেলা ঘরে বসে আছি, আর কিছুক্ষণ পর ডিনার করতে যাব। হঠাৎ শুনি দরজায় একটা প্রাণীর আঁচড়ানোর শব্দ। আমি বনিকে বলছি, 'যাও, গিয়ে দেখো!' বনি আমাকে বলছে, 'কেন, তুমি যাও!' দু'জনেরই অবস্থা খারাপ। তার উপর বনি দরজা লক করেনি! আমরা হোটেলের লোককে ফোন করলাম, ওরা এসে পৌঁছতে আরও কুড়ি মিনিট লাগল। এসে দেখে কিছুই নেই। তবে আঁচড়ানোর দাগ দেখে বুঝল, একটা হায়না এসেছিল। আমরা সেদিন ঘরেই খাবার দিয়ে যেতে বলেছিলাম, বেরোনোর সাহস একদমই হয়নি দু'জনের কারওর। তবে তানজ়ানিয়ায় জঙ্গলের মধ্যে বাহারি খাবার কিন্তু পাবেন না। খুব বেসিক মিল পাওয়া যায়। জ়ানজ়িবারে অবশ্য মাল্টিকুজ়িন পাওয়া যায়। তাও কিন্তু মেনু খুব সীমিত। আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বলতে ওই গ্রেট মাইগ্রেশনের কথাই বলব। যেভাবে একদল পশু নদী পারাপার করছিল, সেই দৃশ্য কোনও ক্যামেরায় ধরা সম্ভব নয়। গোরোঙ্গোরোতে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে থাকার অভিজ্ঞতাও অনন্য। এই সফর মনে থাকবে আজীবন।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: অংশুমিত্রা দত্ত

তারকাদের সঙ্গে তারা ঝলমলে রাত!

বাংলা বিনোদনের সেরা সম্মান ‘জয়’ নিবেদিত আনন্দলোক পুরস্কার, ২০২৫



গ্ল্যামারের ঝলকানি, সৃজনশীলতার উদ্‌যাপনে এক নজরকাড়া সন্ধের সাক্ষী রইল বাংলা। ২৫ জানুয়ারি, ২০২৫-এ আয়োজিত হয়েছিল ‘জয়’ নিবেদিত ‘আনন্দলোক পুরস্কার ২০২৫’। ঐতিহ্যবাহী আনন্দলোক পত্রিকা-র ৫০ বছর পূর্তির দিনে আয়োজিত হওয়ায় এই পুরস্কার এ বার অন্য মাত্রা পেয়েছে। বিনোদনের এই সেরা মঞ্চে সিনেমা, সঙ্গীত, ওটিটি এবং টেলিভিশনের বিভিন্ন বিভাগে সেরা শিল্পী এবং সৃজনশীলতাকে সম্মান জানানো হয়েছে।

সৃজনশীলতার উদ্‌যাপনের এই ইভেন্টের সঙ্গে যুক্ত শিল্পপতিরা নিজেদের মতামত জানিয়েছেন। জয় পার্সোনাল কেয়ার-এর কো-ফাউন্ডার ও চেয়ারম্যান সুনীল আগরওয়াল বলেছেন, “জয়-এ, আমরা প্রতিটি ব্যক্তির স্বকীয়তায় বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাস থেকেই আনন্দলোক পুরস্কারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। এখানে আমরা বাংলা বিনোদন জগতের—সিনেমা, সঙ্গীত, এবং ক্রমবর্ধমান ওটিটি প্ল্যাটফর্মের শিল্পী এবং সৃজনশীলতার উদ্‌যাপন করেছি।”





জয় পার্সোনাল কেয়ার-এর সিএমও পৌলমী রায় যোগ করেছেন, “জয়-এ, আমরা বিশ্বাস করি যে সৌন্দর্য সব পরিচয়ের উর্ধ্বে। আমাদের আনন্দলোক পুরস্কারের সঙ্গে যুক্ত থাকা সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন। এই ইভেন্টটি শুধু যে বাংলা সিনেমাকে সম্মানিত করে, তা নয়; এটি ওটিটি এবং সংগীতের প্রতিভাকে আলোকিত করার একটি প্ল্যাটফর্ম। একই সঙ্গে এই শিল্পকর্মগুলির মাধ্যমে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উদ্‌যাপন করে।”



শ্যাম স্টিলের ডিরেক্টর সুকেত বেরিওয়াল ঘোষণা করেন, “বাংলা সিনেমার উজ্জ্বল জগতের উদ্‌যাপনে আনন্দলোক পুরস্কারের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে শ্যাম স্টিল অত্যন্ত গর্বিত। অতুলনীয় সৃজনশীলতা ও গল্প বলার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেয় এই ইভেন্ট। এর সঙ্গে যুক্ত থাকা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, উৎকর্ষ ও অভিনবত্বের প্রতি নিবেদিত থাকাই আমাদের মূল্যবোধ।”



ডোনিয়ার গ্রুপের গ্রুপ ব্র্যান্ড মার্কেটিং-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট আকাশ মিশ্র ইভেন্টটির ব্যাপক প্রসার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, “গ্রাডোর নিওস্ট্রেচ আনন্দলোক পুরস্কারের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে গর্বিত, কারণ এই সম্মান বাংলা সিনেমার উৎকর্ষের উদ্‌যাপন। বাংলা সিনেমার অসাধারণ প্রতিভাদের প্রত্যক্ষ করা এবং এমন একটি প্ল্যাটফর্মে তাঁদের সম্মানিত করতে পারা এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা ছিল।”



ড. এস. সি. দেব হোমিও রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চঞ্চল চন্দ্র দেব বলেছেন, "আনন্দলোক পুরস্কারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারা আমাদের জন্য সম্মানের বিষয়। এটি যে শুধু বাংলা সিনেমার সৃজনশীলতার উদ্‌যাপন, তা নয়—এটি আমাদের শিল্পের নিরলস সৃজনশীল উদ্ভাবনী ভাবনার প্রতি দায়বদ্ধ থাকার প্রমাণ। একই সঙ্গে, আমি আমাদের সর্বশেষ উদ্ভাবনের পরিচয় দিতে পেরে আনন্দিত।"





মনোমুগ্ধকর পরিবেশনার মাধ্যমে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এক অপূর্ব সেতুবন্ধন রচনা করা হয়েছিল। অত্যাধুনিক মঞ্চসজ্জা ও অপূর্ব পরিবেশনার ব্যবস্থাপনায় ছিল স্ট্রেটলাইন। পিসিআর রুমে 'অ্যাকশন!' ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের সামনে একের পর এক চমকপ্রদ অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হয়েছে। এই সন্ধ্যায় মোশন পিকচারের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে নস্টালজিয়া, শিল্পকলা সব মিলেমিশে গিয়েছে। আনন্দলোকের জন্য রইল আরও পঞ্চাশ বছর পথ চলার শুভ কামনা।"

এই বিশাল উদ্‌যাপনে ছিল মনোমুগ্ধকর কিছু পারফরম্যান্স। স্টেজ মাতিয়ে দিয়েছেন মুম্বই এবং বাংলার শিল্পীরা।

এবিপি গ্রুপের গর্বের আনন্দলোক পুরস্কার বাংলা বিনোদন জগতের শিল্পী এবং সৃজনশীলতাকে সম্মানিত করার পাশাপাশি আগামী প্রজন্মের গল্পকারদের জন্য এক নতুন পথ তৈরি করছে, যাতে তারা বাংলা সিনেমার ভবিষ্যতের ক্যানভাসে নিজেদের স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পারেন।





স্ট্রেটলাইন সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেডের সিওও নীলাঞ্জন দাস বলেছেন, "আনন্দলোক ম্যাগাজিন তার ৫০তম বর্ষ-উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

ব্যবস্থাপনায়





বিনোদনের সেরা সন্ধ্যায়, বন্ধুত্বের সেরা উদ্‌যাপন!

আনন্দলোক পুরস্কার ২০২৫-এর রেড কার্পেট হয়ে উঠল বিনোদন দুনিয়ার বন্ধুত্বের এক নির্ভেজাল উদ্‌যাপন মঞ্চ। তারকাদের রোজকার কর্মব্যস্ত জীবনে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে ওঠে না। তাই কোনও এক সন্ধ্যায় রেড কার্পেটে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে, গল্পে-আড্ডায়-হাসিতে সেই সন্ধেই হয়ে ওঠে বন্ধুত্বের উদ্‌যাপন।

সোমকের সঙ্গে তারকাদের আলাপচারিতায় উঠে এল এমনই কিছু বন্ধুত্বের গল্প। শুটিং ফ্লোরের আলাপ থেকে যে গল্প গড়ায় অফ-ক্যামেরা জীবনেও! বিভিন্ন ছবিতে ধরা পড়ল সেই 'ইয়ারোঁ ওয়ালি বাত'-এরই নানান মুহূর্ত।



রেড কার্পেটে কী বললেন তারকারা? দেখুন আনন্দলোক ফেসবুক পেজে।

মুর্গ মুসাল্লম: অম্বরীশ ভট্টাচার্য

ছোট থেকেই খাবারের ব্যাপারে বাছ-বিচার কম অভিনেতা **অম্বরীশ ভট্টাচার্য**র। ঢেঁড়শ থেকে পটল, সব কিছুই তাঁর প্রিয়। কিন্তু মটন হল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় খাবার। যদিও চিকেনের একটি রেসিপি অভিনেতার বরাবরই প্রিয়। দিদার হাতের **মুর্গ মুসাল্লম**। দিদা আর নেই কিন্তু এখনও প্রতি জন্মদিনে অম্বরিশের মা বানান এটি...



■ মুর্গ মুসাল্লম



■ ভাজা মশলা



■ পোস্ত



■ কাজু



■ অম্বরীশ ভট্টাচার্য, মায়ের সঙ্গে (ইনসেটে)

বাটা ২ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, কাজু ১৫টি, পোস্ত ২ টেবিল চামচ, টক দই

১৫০ গ্রাম, লঙ্কা গুঁড়ো ২চা চামচ, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১চা চামচ, ধনে গুঁড়ো ১চা চামচ, সরষের তেল ২চা চামচ, ঘি ৫০গ্রাম, লবণ স্বাদ মতো, ভাজা মশলা প্রয়োজনমতো, ডিম ৩টি, কেওড়া জল ১চা চামচ, মিঠা আতর ২ ফোঁটা, সাদা তেল ২টেবিল চামচ

প্রণালী : প্রথমে গোটা মুরগিটি ভাল করে ধুয়ে, মুছে নিতে হবে। মুরগির সারা গা ছুরি দিয়ে অল্প অল্প করে চিরে সরষের তেল আর কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়োর মিশ্রণ মাখিয়ে নিতে হবে। এরপর পেঁয়াজ বাটা, ফেটিয়ে নেওয়া টক দই, ভাজা মশলার গুঁড়ো, পোস্ত ও কাজুর পেস্ট এবং লবণ সহযোগে একটা মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। ওই মিশ্রণ মুরগির গায়ে ভাল করে মাখিয়ে, মশলার মধ্যেই গোটা মুরগিটা ১২ ঘন্টা ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। ভাল হয় ২৪ ঘণ্টা রাখলে। এবার ডিম সেদ্ধ করে, গা চিরে ভেজে নিন। এরপর মুরগির পেটের মধ্যে ওই ডিম ঢুকিয়ে পেট সেলাই করে নিতে হবে। পা দুটো একসঙ্গে সুতো দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। কড়াইয়ে ঘি এবং সাদা তেল গরম করে, মশলায় থাকা মুরগিটা দিয়ে দিতে হবে। চারিদিকটা ভাল করে ভেজে, এবার পুরো মশলাটা কড়াইয়ে ঢেলে দিতে হবে। ঢাকা দিয়ে উল্টে-পাল্টে রান্না করতে হবে। এক ঘন্টা মতো লাগবে সেদ্ধ হতে। সেদ্ধ হয়ে গেলে কেওড়া জল ও মিঠা আতর দিয়ে ঢাকা দিয়ে কিছু সময় রান্না করে, সার্ভিং পাত্রে সুতো কেটে, মাংস টুকরো করে কেটে, পরিবেশন করুন মুর্গ মুসাল্লম।

সাক্ষাৎকার ও অনুলিখন: সাগরিকা চক্রবর্তী



মনামীর

দোল বলুন বা হোলি, রংয়ের উৎসবকে ফ্যাশনে ফুটিয়ে তুললেন মনামী ঘোষ। তাতে ফুটে উঠল তিন টুকরো ভারত। লিখছেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

রঙিন ভারত

বাঙালির দোল আর অবাঙালির হোলি এখন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। আর সেই মিলমিশকে মাথায় রেখেই তৈরি মনামী ঘোষের স্টাইলোমিটার। বাঙালিয়ানাকে কুর্নিশ জানিয়ে মনামী প্রথমেই পরলেন, সাদা মলমলের ধুতি ও পাঞ্জাবি, যার অনুপ্রেরণা স্বয়ং মহানায়ক উত্তমকুমার। অ্যান্ড্রোজিনাস লুক তৈরি করতে মনামী পরেছিলেন রুপোর লম্বা ঝুমকো। শুটিংয়ের





মহানায়কের এই সেই লুক



মুড ধরতে পোজ় দিতে দিতে মনামী চালিয়েছিলেন 'তারে বলে দিয়ো, সে যেন আসে না আমার ঘরে'। তার সঙ্গে লিপ সিংক করতে-করতেই উত্তমের সিগনেচার আধশোওয়া ভঙ্গিতে বসলেন, রেপ্লিকেট করলেন সেই বিখ্যাত লুক। মনামী বললেন, "এই লুকটা আমার এতই পছন্দ যে, দোলে এই পোশাকটাই আমি পরব, কারণ ফ্যাব্রিকটা এতটাই কমফর্টেবল।

এরপর মনামী ঠিক হোলির বরণ গায়ে নিয়ে নিওন গ্রিন এবং পিংক লেহেঙ্গা পরলেন। ঠিক যেন মথুরার কোনও হোলি উৎসবে এক্ষুনি পিচকিরি নিয়ে নামবেন হোলি খেলতে। এই পোশাকের সঙ্গে মানানসই লেয়ার করে পরলেন পোলকি কুন্দন গয়না।

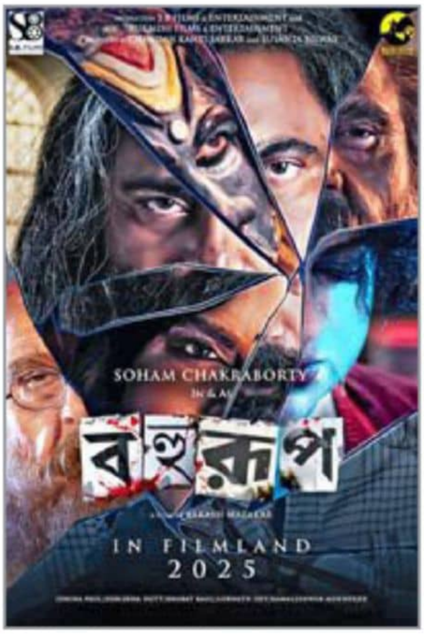
মনামী বলছিলেন, "গ্রামের মহিলাদের হোলি আবার অন্যরকম। তাঁরা সারাবছর খাটেন, বাড়ির কাজ করেন, মাঠে কাজ করেন, অথচ একটা অদ্ভুত সারল্য তাঁদের মধ্যে... হোলির সময় ওঁরাও সেজে ওঠেন নিজেদের মতো করে, গ্রাম্য সেই সারল্যকে ধরে রেখেই। তাঁদের কাছে হয়তো খুব সামান্য গয়না থাকে, যা বিয়ের সময় দেওয়া হয়। সেই সামান্য গয়না বিশেষ দিনগুলোয় বের করে পরেন।" জরি পাড়ের লাল শাড়ির সঙ্গে হাতে-পায়ে তিনি পরলেন আলতা। মাথায় মোটা করে দিলেন সিঁদুর। সেই সঙ্গে সাবেকি গয়না। ঠিক যেন এক গাঁয়ের বধূ। দোল উপলক্ষে এই বিশেষ ফোটোশুটে মনামী যেন মহিলাদের একটি পটচিত্র আঁকলেন, ফুটে উঠল তিন টুকরো ভারত।

ফোটো: সোমনাথ রায়
মেকআপ: সুনেত্রা পাল
স্টাইলিং: নীল সাহা (স্টাইলড বাই ব্লু)
পোশাক: দেবশীলা ও নীল সাহা
গয়না: অভামা জুয়েলার্স
লোকেশন: দ্য পার্ক, পার্ক স্ট্রিট
ফুড পার্টনার: চাওম্যান, ব্রড স্ট্রিট



সাতটি লুকে সোহম!

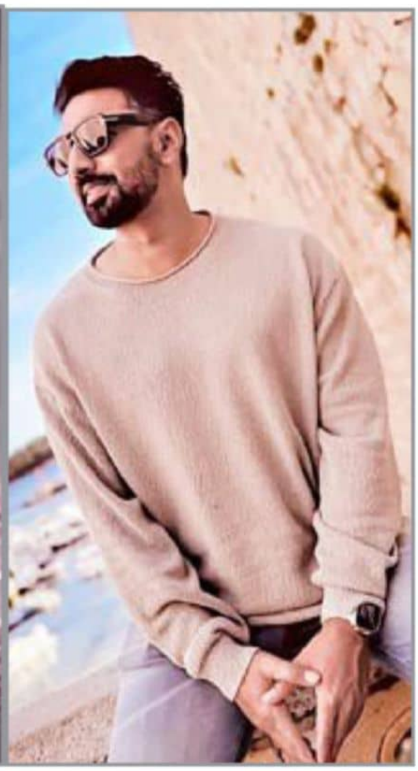
একই ছবিতে এবার সোহমকে সাতটি আলাদা-আলাদা লুকে দেখা যাবে। 'বহুরূপ' নামক এই মার্ডার মিস্ট্রিতে মেকআপ আর্টিস্ট সোমনাথ কুণ্ডুর হাতের জাদুতে সেজে উঠেছেন সোহম। ছবিতে তাঁর বিপরীতে রয়েছেন ইধিকা পাল। ছবির গল্প একজন অভিনেতাকে নিয়েই। পরিচালকের আসনে রয়েছেন আকাশ মালাকার। একই ছবিতে এতগুলো বেশে অভিনয় করা যে কোনও অভিনেতার কাছেই একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এই বিষয়ে সোহম জানান, ''চ্যালেঞ্জ নিতে তো চাই। যতরকমভাবে নিজেকে মেলে ধরব, ততই তো আমি আমার অভিনয় সত্ত্বাকে জাস্টিফাই করতে পারব।'' ছবিতে অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, লোকনাথ দে, ভরত কল, দেবলীনা দত্ত সহ বাকিরা।



■ 'বহুরূপ' ছবির পোস্টার



■ শুভশ্রী



■ দেব

অবশেষে শহরে 'ধুমকেতু'?

ফের একফ্রেমে দেব এবং রানা সরকার। সম্প্রতি দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেঞ্চার্সের অফিসে গিয়েছিলেন প্রযোজক রানা সরকার। সেখান থেকেই তাঁদের দু'জনের একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেন দেব। তাহলে কি অবশেষে মুক্তি পাবে বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'ধুমকেতু'? অপেক্ষায় দর্শকরাও। ২০১৬ সালে শুরু হয় 'ধুমকেতু' ছবির শুটিং। ছবির প্রযোজক ছিলেন রানা সরকার। ধুমধাম করে ছবিটির শুটিংয়ে কলকাতার সমস্ত মিডিয়াকে নৈনিতালেও নিয়ে গিয়েছিলেন প্রযোজক। দেব-শুভশ্রী জুটির কামব্যাক ছবি বলে কথা! কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে সেই ছবির মুক্তি আটকে যায়। তারপর থেকে আর একসঙ্গে কোনও ছবিতে দেখা যায়নি দেব ও শুভশ্রীকে। ছবির প্রযোজকের সঙ্গে বিশেষ কিছু সমস্যার কারণেই সেই ছবির কাজে বাধা পড়েছিল। এদিকে এই ছবির ক্যাপশনে দেব লিখেছেন, 'এমনি... এবার ভাল কিছু আশা করা যায়।' যা থেকে অনুমান, তাঁদের পুরনো সমস্যার সমাধান হয়েছে। কিছুদিন আগে রানা সরকার বলেছিলেন, দেব-শুভশ্রীর ছবি হিট হলেই তিনি বড়পর্দায় ধুমকেতু নিয়ে আসবেন। তিনি নাকি তাঁদের জনপ্রিয়তাটা দেখছেন। গত বছর 'খাদান' ও 'সন্তান' দুটো ছবিই বক্স অফিসে হিট। তাই প্রযোজকের এবার কথা রাখার পালা। যদিও এ ব্যাপারে বিস্তারিত কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আনেননি দেব বা রানা সরকার।



■ মিটিংয়ের পর রানা সরকারের সঙ্গে দেব







মঞ্চে 'আনোরা' ছবির শিল্পীরা



অস্কার হাতে শন বেকার

অস্কার ২০২৫

বিধ্বংসী দাবানল পুড়িয়ে দিয়েছে অনেক কিছু। কোভিডকাল কেড়ে নিয়েছে সিঙ্গল স্ক্রিন। তাই হলিউড এবার চাইছে মাটির কাছাকাছি থাকতে। এবারের অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস তারই প্রমাণ

কিছু মাস আগেই ঘটেছে গোটা লস অ্যাঞ্জেলেস জুড়ে সেই ভয়াবহ দাবানলের ঘটনা। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে তারকাদের ঘরবাড়ি। নষ্ট হয়েছে বহু সম্পত্তি। ফলে আশঙ্কা ছিল যে, এবারের অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের অনুষ্ঠান সেভাবে জাঁকজমক করে অন্তত হবে কি না। কিন্তু হল। লস অ্যাঞ্জেলেসের ডলবি থিয়েটারে শেষ হল এই বছরের ৯৭তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠান। এবং এবার পাঁচটি নমিনেশনের মধ্যে চারটিই জিতল 'আনোরা' ছবিটি। তবে সেখানেও শোনা গেল, আশঙ্কার কথা। এবারের সবচেয়ে বেশি পুরস্কারজয়ী 'আনোরা' বেশ স্বল্প বাজেটের ছবি। সেই ছবির সেরা পরিচালক হিসেবে অস্কার নিতে উঠে শন বেকার জানালেন, খুব বেশি করে ছোট বাজেটের ছবির পাশে দাঁড়াতে হবে দর্শকদের এবং সিঙ্গল স্ক্রিন বাঁচিয়ে রাখতে



এড্রিয়েন ব্রডি

অস্কার ২০২৫ বিজয়ী

সেরা অভিনেতা
এড্রিয়েন ব্রডি (দ্য ব্রুটালিস্ট)

সেরা অভিনেত্রী
মাইকি ম্যাডিসন (আনোরা)

সেরা পরিচালক
শন বেকার (আনোরা)

সেরা সিনেমা
আনোরা

সেরা সহ অভিনেতা
কিয়েরান কালকিন (আ রিয়েল পেন)

সেরা সহ অভিনেত্রী
জ়োয়ি সালদানা (এমিলিয়া পেরেজ়)

সেরা অ্যানিমেটেড ছবি
ফ্লো

সেরা অ্যানিমেটেড শর্ট
ইন দ্য শ্যাডো অফ সাইপ্রেস

সেরা কস্টিউম ডিজাইন
পল টেজ়ওয়েল (উইকেড)

সেরা অরিজিনাল স্ক্রিনপ্লে
শন বেকার (আনোরা)

সেরা অ্যাডপটেড স্ক্রিনপ্লে
পিটার স্ট্রঘান (কনক্লেভ)

সেরা মেকআপ অ্যান্ড হেয়াস্টাইলিং
দ্য সাবস্টেন্স

সেরা প্রোডাকশন ডিজ়াইন
উইকেড

সেরা অরিজিনাল সং
এল মাল (এমিলিয়া পেরেজ়)

সেরা অরিজিনাল স্কোর
ড্যানিয়েল ব্লুমবার্গ (দ্য ব্রুটালিস্ট)

সেরা ডকুমেন্টরি শর্ট
দ্য ওনলি গার্ল ইন দ্য অর্কেস্ট্রা

সেরা ডকুমেন্টরি ফিচার
নো আদার ল্যান্ড

সেরা সাউন্ড
ডিউন: পার্ট ২

সেরা ভিশুয়্যাল এফেক্টস
ডিউন: পার্ট ২

সেরা লাইভ অ্যাকশন শর্ট
আই অ্যাম নট আ রোবট

সেরা সিনেমাটোগ্রাফি
দ্য ব্রুটালিস্ট

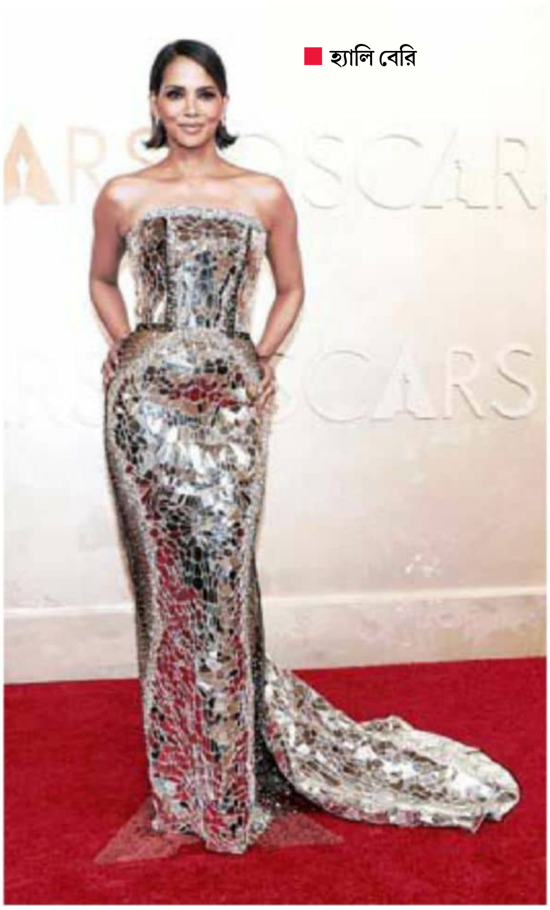
সেরা ইন্টারন্যাশনাল ফিচার
আই অ্যাম স্টিল হিয়ার (ব্রাজিল)



সেরা অভিনেতা, অভিনেত্রী, সহ অভিনেতারা: এড্রিয়েন, মাইকি, জ়োয়ি সালদানা ও কিয়েরান কালকিন



সেরা অ্যানিমেটেড ফিচার ফিল্ম ‘ফ্লো’-এর কলাকুশলী



হ্যালি বেরি

হবে। কারণ কোভিডের পর প্রায় ২০ হাজার সিঙ্গল স্ক্রিন নাকি বন্ধ হয়ে গিয়েছে ওই দেশে। ফলে বোঝা গেল, সমস্যাটা বিশ্বব্যাপী। তাছাড়া এবারের সেরা অভিনেতার পুরস্কার পাওয়া এড্রিয়েন ব্রডি বললেন, অভিনেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা। সবচেয়ে অনিশ্চিত এই পেশায় মন শান্ত রাখার কথা। বলতে বাধা নেই, হলিউড যেন নতুন দিকে দৃষ্টি ঘোরাচ্ছে। যেখানে মানসিক স্থিতি, স্বল্প বাজেটের কথা বলে মাটির কাছাকাছি নামতে চাইছে। এই অস্কার অনুষ্ঠান সেটারই প্রমাণ। সেরা অভিনেত্রী মাইকি ম্যাডিসনও তো প্রথমবার অস্কার পেয়ে বক্তৃতায় তুলে আনলেন যৌনকর্মী সম্প্রদায়ের কথা।

খুশির জোয়ার

বলিউডের চর্চিত তারকা জুটিদের মধ্যে অন্যতম সিদ্ধার্থ মলহোত্র ও কিয়ারা আডবাণী। ২০২৩-এ তাঁদের রাজকীয় ফিল্মি বিয়ে থেকে শুরু করে বিয়ের পর প্রতিটা মুহূর্ত, অনুরাগীদের চোখ সরে না কিছু থেকেই। এখন তাঁদের সংসারে খুশির জোয়ার। দুই থেকে তিন হতে চলেছেন তাঁরা। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে কিয়ারা পোস্ট করেছেন একটি ছবি, যেখানে একত্রিত হয়েছে তাঁর ও সিদ্ধার্থর হাত। হাতের উপরে একজোড়া ছোট্ট সাদা উলের মোজা। সঙ্গে লিখেছেন, "আমাদের জীবনের সেরা উপহার, শীঘ্রই আসছে।" এই পোস্টের পরই শুভেচ্ছাবার্তার ঝড়। অনুরাগী থেকে তারকা, সকলেই তাঁদের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। নতুন সদস্যের আগমনের খবরে আপাতত লাইমলাইটে তাঁরাই। আমাদের তরফ থেকে রইল আগাম শুভেচ্ছা।



■ সিদ্ধার্থ এবং কিয়ারা, কিয়ারার পোস্ট (ইনসেটে)

রেকর্ড সাফল্য

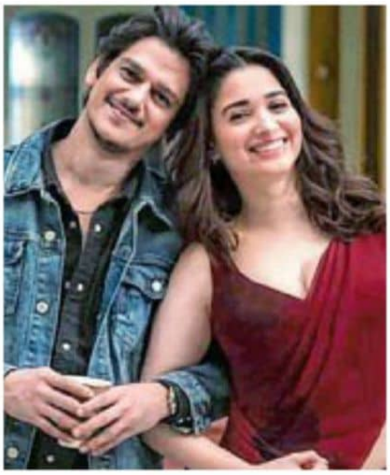
২০১৬-তে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘সনম তৈরি কসম’ ফের মুক্তি পেয়েছে বড়পর্দায়। চলতি বছরে প্রেমের মাসে রমরমিয়ে চলেছে এই ছবি। এমনকি বেশ কিছু নতুন ছবির ব্যবসাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে, পুনর্মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটি। প্রথম মুক্তিতে এই ছবি মোট আট কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল। পুনর্মুক্তিতে যা মাত্র দু’দিনেই পার করে ফেলেছে। হর্ষবর্ধন রানে ও পাকিস্তানি নায়িকা মাওরা হুসেন অভিনীত ‘সনম তেরি কসম’ এখন মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। গত মাসে মোট ৫০ কোটি টাকার ব্যবসা করে বক্স অফিসে সাড়া ফেলে দিয়েছে এই ছবি! প্রায় অধিকাংশ প্রেক্ষাগৃহই ছিল দর্শকপূর্ণ।



■ ‘সনম তেরি কসম’ ছবির একটি দৃশ্য

সংশয়ে আলিয়া

তারকারা বরাবরই তাঁদের সন্তানদের নিয়ে অধিক সচেতন। শিশুদের ছবি সমাজমাধ্যম থেকে আড়ালেই রাখেন তাঁরা। তবে একটা সময়ের পর সেই সিদ্ধান্তে বদল আসে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাপারাৎজ়ির ক্যামেরায় খুব সহজেই ধরা পড়ে তারাও। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি বদলেছে। এআইয়ের যুগে সুরক্ষিত নয় কেউই। কিছুদিন আগে ঐশ্বর্যা-অভিষেকের কন্যা আরাধ্যা ফেক ছবির ব্যাপারে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেফ আলি খানের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাটির পর, এখন সন্তানদের ছবি তুলতে নিষেধ করছেন করিনা। সমসাময়িক ঘটনা দেখে আলিয়াও তাঁর কন্যার সমস্ত ছবি তুলে নিলেন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে। আলিয়া-রণবীরের সঙ্গে রাহার যা যা ছবি ছিল, সবই মুছে ফেলেছেন অভিনেত্রী।



■ তমন্না ভাটিয়া এবং বিজয় বর্মা

তমন্না-বিজয়ের বিচ্ছেদ

চলতি বছরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন বলিউডের পাওয়ার কাপল তমন্না ভাটিয়া এবং বিজয় বর্মা... কথা ছিল সেরকমই। বলিউডের বর্তমান সেনসেশন তমন্না। অপরদিকে নিজের কাজের মাধ্যমে বরাবরই অনুরাগী মহলে জনপ্রিয় বিজয়। যে-কোনও অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখা মিলত তাঁদের। কিন্তু হঠাৎই সেই সম্পর্কে ভাঙন। কারণ এখনও অজানা। বেশ কয়েক সপ্তাহ হল বিচ্ছেদ ঘটেছে তাঁদের সম্পর্কের। যদিও তাঁরা জানিয়েছেন, নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব বজায় রাখবেন। হঠাৎ কেন এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে জল্পনা চলছে বি টাউনে।



■ মেয়ের সঙ্গে আলিয়া



■ সেফ আলি খান। রকুল প্রীত সিংহ (নীচে)

‘রেস ফোর’-এ চমক

‘রেস’ ফ্র্যাঞ্চাইজ়ির আগামী ছবির প্রস্তুতি তুঙ্গে। ইতিমধ্যেই প্রযোজক রমেশ তৌরানির সঙ্গে যাবতীয় আলোচনা সম্পন্ন করেছেন সেফ আলি খান। তারপর দিন এগোলেও, ছবিতে সেফের বিপরীতে কে থাকবেন, তা নিয়ে ছিল জল্পনা। শোনা যাচ্ছে, প্রযোজকের পছন্দ রকুল প্রীত সিংহ। অভিনেত্রীও এ প্রস্তাবে রাজি। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও কিছুই ঘোষণা করা হয়নি। তবে জানা গিয়েছে, ছবির চিত্রনাট্য বেশ পছন্দ হয়েছে রকুলের। চলতি বছরেই শুরু হবে ‘রেস ফোর’-এর শুটিং। এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকছেন সিদ্ধার্থ মলহোত্র।





■ এবছর লিগ জয়ের পরে খেলোয়াড়রা

সবুজ-মেরুনে ইতিহাস

পরপর দু'বার লিগ শিল্ড জয় করে ইতিহাস গড়ল মোহনবাগান। কোন পথে হেঁটে। কী ছিল বাগানের স্ট্র্যাটেজি?



■ এই ছবি কি আবার দেখা যাবে মোহনবাগান দলে? গতবার চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পরে

অবশেষে ইতিহাস গড়েই ফেলল মোহনবাগান। আইএসএলে টানা দু-বার লিগ শিল্ড জয়ের ইতিহাস। এর আগে কোনও টিমের এই কৃতিত্ব ছিল না। সেটাও ঘটল লিগ শেষ হওয়ার আগেই। বাকি তিন ম্যাচের মধ্যে একটি জিতে মাঠেই সেই টার্গেট পূরণ করতে চেয়েছিল মোহনবাগান। কোচ হোসে মোলিনা পরিষ্কার বার্তা দিয়েছিলেন, লিগ শিল্ড জয়ের আগে কোনও ভাবেই রিল্যাক্স মোড নয়। ঘরের মাঠে ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচের সময় গড়াচ্ছিল, তেমনই অপেক্ষাও। অবশেষে ইনজুরি টাইমে দিমিত্রি পেত্রাতোসের গোল। আর কোনও অঙ্ক নয়। মোহনবাগান সহজ অঙ্কে লিগ শিল্ড ধরে রাখল। যদিও এই মরসুমের শুরুর দিক থেকেই অস্বস্তিতে ছিল মোহনবাগান। কোচ বদল হয়। হোসে মোলিনা দায়িত্ব নিয়ে আগে রিজ়ার্ভ বেঞ্চ শক্তিশালী করার দিকে নজর দেন। তাঁর লক্ষ্য সফল হয়েছিল। টানা জয়ের মাঝেও বেশ কিছু ড্রয়ে অস্বস্তি বেড়েছিল। আবারও ঘুরে দাঁড়ায় মোহনবাগান। অবশেষে একটা লক্ষ্য পূরণ। গত সংস্করণে আইএসএল লিগ শিল্ড জিতলেও, নকআউট ট্রোফি আসেনি। এবার একসঙ্গে দুটো ট্রোফি জেতাতেই নজর বাগান সমর্থকদের। তবে যদি পিছন ফিরে তাকানো যায়, তা হলে দেখা যাবে, বেশ কিছু কারণের জন্যই মোহনবাগান এবার চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছে। প্রথম অবশ্যই কোচ মোলিনার পরিকল্পনা। মোহনবাগানের কোচ হওয়ার আগে স্পেনের ফুটবল সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন তিনি। আগেও ভারতে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আইএসএল শুরুর পর তৃতীয় মরসুমে আতলেতিকো দি কলকাতাকে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন মোলিনা। দ্বিতীয় বার ভারতে এসেও সফল হলেন তিনি। তাছাড়া

গত মরসুমের দলের বেশির ভাগ ফুটবলারকে ধরে রেখেছিল মোহনবাগান। শুধু যে যে জায়গায় প্রয়োজন, সেখানেই নতুন ফুটবলার নেওয়া হয়েছে। জেসন কামিংস, দিমিত্রি পেত্রাতোস, মনবীর সিংহ, লিস্টন কোলাসো, আশিস রাই, সাহাল আব্দুল সামাদ, আশিক কুরুনিয়ান, শুভাশিস বসুরা আগের মরসুম থেকে একসঙ্গে খেলছেন। ফলে তাঁদের বোঝাপড়া ভাল। সেই বোঝাপড়ার ফসল তুলেছে বাগান। বাকিদের যেখানে দল গোছাতে সময় লেগেছে, সেখানে বাগান কয়েক পা এগিয়ে শুরু করেছে। এ বারের মরসুমের আগে জেমি ম্যাকলারেন ও গ্রেগ স্টুয়ার্টকে নিয়েছে বাগান। ম্যাকলারেন অস্ট্রেলিয়ার এ লিগের সর্বোচ্চ গোলের মালিক। আগে থেকেই সেখানে জেসন কামিংসের সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। পাশাপাশি স্টুয়ার্ট ভারতীয় ফুটবলে পরিচিত মুখ। স্কটল্যান্ডের এই ফুটবলার ভারতে আসার আগে সেখানকার লিগ জিতেছেন। ভারতে মুম্বইয়ের হয়ে আইএসএল লিগ-



ওড়িশার খেলোয়াড়কে ট্যাকেল করছেন রাল্টে





লিগ জয়ের পরে



শিল্ড, আইএসএল কাপ জেতার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। এই দুই ফুটবলার বাগানের জয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছেন। ম্যাকলারেন সবচেয়ে বেশি গোল করেছেন। স্টুয়ার্ট যে কয়েকটি ম্যাচ খেলেছেন, গোল করিয়েছেন। গত বার মোহনবাগানের রক্ষণের প্রধান স্তম্ভ ছিলেন আনোয়ার আলি। এ বারের মরসুমের আগে তাঁকে নিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তা নিয়ে দুই প্রধানের লড়াই অনেক দূর গড়িয়েছিল। আনোয়ার চলে গেলেও তাঁর অভাব বুঝতে দেননি শুভাশিস বসু, আশিস রাইরা। পাশাপাশি টম অলড্রেড ও আলবার্তো রদ্রিগেসের জুটি বাগানের রক্ষণকে স্থিরতা দিয়েছে। এই রক্ষণকে ভেঙে গোল করতে সমস্যায় পড়েছে সব দল। লিগে সবচেয়ে কম গোল খেয়েছে মোহনবাগান। আসলে ভারতীয় দলে খেলা ১১ জন ফুটবলার রয়েছেন মোহনবাগানে। প্রথম দলে খেলতে পারেন সাত জন ভারতীয়। অর্থাৎ, প্রথম একাদশে ঢোকার জন্য লড়াই হয় ভারতীয় ফুটবলারদের। তাঁদের অনেককেই বেঞ্চে বসতে হচ্ছে। এত ভারতীয় ফুটবলার থাকায় কোচ মোলিনার হাতে বিকল্প অনেক বেশি। কোনও ফুটবলার চোট পেলেও সমস্যা হয় না। প্রতিটি জায়গায় খেলার জন্য একাধিক ফুটবলার রয়েছে বাগানে। ফলে কোনও ম্যাচে বিদেশিরা ভাল খেলতে না পারলেও জিততে সমস্যা হয়নি। সেই পথেই তৈরি হল ইতিহাস।



■ মেসি ও নেমার

মেসির গুরু নেমার

লিয়োনেল মেসিকে নাকি পেনাল্টি কিকের কৌশল শিখিয়েছিলেন নেমার দা সিলভা স্যান্টোস জুনিয়র! একটি পডকাস্টে নিজেই একথা জানিয়েছেন ব্রাজিল তারকা। ১০৬টি পেনাল্টি থেকে ৮৮টি গোল করেছেন নেমার। ব্যর্থ হয়েছেন মাত্র ১৮ বার। মেসি ১৪২টি পেনাল্টি থেকে ১১১ গোল করেছেন। ব্যর্থ হয়েছেন ৩১ বার। নেমার বলেছেন, মেসি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "তুমি কী ভাবে এত ভাল পেনাল্টি নাও? মেসির প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, ও মজা করছে। পরে বলেছিলাম, 'আমি যদি পেনাল্টি মারতে পারি, তুমিও পারবে।' তার পরেই আমি ওকে সাহায্য করেছিলাম।''

বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য

বড় শাস্তি পেতে পারেন হোসে মোরিনহো। এমনকি গ্রেফতারও হতে পারেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে বর্ণবিদ্বেষমূলক মন্তব্য করার! বিখ্যাত এই পর্তুগিজ কোচ এখন তুরস্কের ক্লাব ফেনেরবাখচের দায়িত্বে। গালাতাসারের সঙ্গে তাঁর ক্লাবের খেলা শেষ হতেই তিনি হঠাৎ প্রতিপক্ষের উপর চড়াও হন। মোরিনহোর বক্তব্য ঘরের মাঠে খেলা ছিল বলে গালাতাসারের রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলাররা নাকি 'বানরের মতো লাফালাফি করেছে।' এই কারণেই গালাতাসারে তাঁকে বর্ণবিদ্বেষী বলেছে। এমনকি আইনি ব্যবস্থাও নিচ্ছে বলে খবর। গালাতাসারের অভিযোগ, 'তুরস্কে কাজ শুরুর পর থেকে ফেনেরবাখচে কোচ মোরিনহো তুরস্কের মানুষদের প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য করে যাচ্ছেন। তাঁর এই সাম্প্রতিক মন্তব্য অনৈতিক, অমানবিক ও বর্ণবিদ্বেষী।'



■ মোরিনহো



■ প্রাক্তন স্ত্রীর সঙ্গে চাহল

অবশেষে ডিভোর্স

বহুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল ভারতীয় স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহল ও অভিনেতা-কোরিওগ্রাফার ধনশ্রী বর্মার ডিভোর্সের খবর। প্রথমে গুজব বলা হলেও, শেষ পর্যন্ত খবরে সিলমোহর পড়ল। ২০২০ সালে বিয়ে করেছিলেন তাঁরা। বেশ কিছুদিন ধরে যুজবেন্দ্র-ধনশ্রীর সম্পর্কে ফাটলের কথা শোনা যাচ্ছিল। ইনস্টাগ্রাম থেকে 'চাহল' পদবী সরিয়ে দেন ধনশ্রী। এবং লিখেছিলেন, 'নতুন জীবন লোড হচ্ছে।' এর মাঝে চাহলও ধনশ্রীর সঙ্গে সমস্ত ছবি মুছে ফেলেন। তখন থেকেই তাঁদের বিচ্ছেদের জল্পনা ছড়িয়ে পড়ে। শোনা যাচ্ছে, চাহলের কাছ থেকে ধনশ্রী নাকি ৬০ কোটি টাকা খোরপোষ চেয়েছেন! বিচ্ছেদের কারণ জানা না গেলেও, এর পিছনে শ্রেয়স আইয়ার তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে আছেন কি না, সেটা অবশ্য সময় বলবে।



■ হার্দিক পাণ্ড্য

কোটি টাকার ঘড়ি

বিরাট কোহলির অসাধারণ শতরানের সৌজন্যে চ্যাম্পিয়নস ট্রোফিতে পাকিস্তানকে অনায়াসে হারিয়ে দিয়েছে ভারত। কিন্তু বিরাটের চেয়েও বেশি চর্চা হল হার্দিক পাণ্ড্যকে নিয়ে। এবং সেটাও সম্পূর্ণ অক্রিকেটীয় কারণে। সৌজন্যে তাঁর মহামূল্যবান হাতঘড়ি। জানা গিয়েছে, হার্দিকের ঘড়িটি সুইৎজ়ারল্যান্ডের। সেটা বিখ্যাত ব্র্যান্ড রিসা মিলের। মডেলের নাম '২৭-০২'। মূল্য ৬ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। শুধু তাই নয়, গোটা বিশ্বে এই ঘড়ির মালিক নাকি মাত্র ৫০ জন! সাংঘাতিক উন্নত প্রযুক্তির এই ঘড়ি টেনিস কিংবদন্তি রাফায়েল নাদালের জন্য বানানো হয়েছিল। বানানো হয়েছিল গাড়ির চেসিস দিয়ে। ঘড়িতে কেসব্যান্ড এবং বেসপ্লেট একসঙ্গে জুড়ে তৈরি হয়েছে। দু'টি উপাদান আলাদা করার দরকার হয়নি। বেসপ্লেট তৈরি গ্রেড-৫ টাইটেনিয়ামে। ঘড়িতে নীলকান্তমণি স্ফটিকের সঙ্গে কার্বন ফাইবারের সংমিশ্রণ আছে। রবিবার ভিআইপি গ্যালারিতে ম্যাচ উপভোগ করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ গায়িকা ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব জেসমিন ওয়ালিয়া। উইকেট পাওয়ার পরে হার্দিককে উদ্দেশ্য করে জেসমিনকে উড়ন্ত চুম্বনও দিতে দেখা গিয়েছে। আপাতত জল্পনায় থাকা এই নারী নাকি তাঁর নতুন বান্ধবী!



ফোটো: বাপ্পাদিত্য কুণ্ডু

ক্যাকটাস চালানোর জন্য সব করেছি: সিধু

৩২ বছরের ব্যান্ড 'ক্যাকটাস' প্রচুর ঝড়ঝাপ্টার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই ব্যান্ডের অন্যতম কাণ্ডারী কিছুতেই হার মানেনি। তাঁদের নতুন অ্যালবাম লঞ্চের প্রাক্কালে **সিধু** কথা বললেন **আসিফ সালামের** সঙ্গে

প্র ২০১৯-এর পর নতুন অ্যালবাম...

হ্যাঁ, পুরো অ্যালবাম বললে এটাই। যদিও এর মাঝে অনেক সিঙ্গলস করেছি। এই অ্যালবাম নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ চলছিল। এখন মানুষ গান শোনার চেয়ে বেশি দেখতে চায়। ফলে, মিউজ়িক ভিডিয়ো ছাড়া নতুন গান বেরোচ্ছে, এটা ভাবতেই পারেন না তাঁরা! সেই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছি। অডিয়ো প্ল্যাটফর্ম ও ইউটিউবে যা ফিডব্যাক পাচ্ছি, খুবই উৎসাহব্যঞ্জক।

প্র 'ক্যাকটাস'-এর বয়স ৩২ হল। আপনি ও পটা ছাড়া বাকি সদস্যরা অনেকটাই তরুণ। তাঁদের এনার্জির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা কতটা কঠিন?

বয়সের ফারাক তো রয়েইছে। আমার ভাগ্নে বৈদূর্য ক্যাকটাসের চেয়ে সাত বছরের ছোট (হাসি)। তবে এরা সকলেই ক্যাকটাস শুনেছে। ফলে অসুবিধে হয়নি। ক্যাকটাসের মিউজ়িকের মধ্যেই ওরা ঢুকে ছিল। নতুন করে এই মিউজ়িকের সঙ্গে একাত্ম হতে হয়নি। আর স্টেজে আমার এনার্জি যদি একটু কমেও যায়, ওরা তা পুষিয়ে দেয়!

প্র 'পৃথিবী' ব্যান্ডের আপনি মেন্টর ছিলেন। তাঁদের দু'জন সদস্য এখন ক্যাকটাস-এ। এই বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন?

মেন্টরশিপের ফলে সুযোগ্য হয়ে উঠেছে বলেই তাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করতে পারছি। ২০২১-এর আগে 'সিধু অ্যান্ড দ্য জার্নি' বলে আমার যে সেটআপ ছিল, তাতেও প্রশান্ত (গিটারিস্ট) ও অর্ণব (ড্রামার), দু'জনেই পারফর্ম করেছে। তখন 'পৃথিবী'তেও ওরা বাজাত। পটার সঙ্গে কোল্যাবে 'এসো বন্ধু' বানালাম, তখনও ওরা ছিল। পরে মনে হল, এই সদস্যদের নিয়েই ক্যাকটাস এগোক। প্রশান্ত ও অর্ণবকে 'পৃথিবী' থেকে ভাঙিয়ে এনেছি নতুন গানের জন্য, তেমনটা নয়। তবে একটা সময় পর ওরা 'পৃথিবী'তে আর কাজ করত না। এ ব্যাপারে কৌশিকের ('পৃথিবী'র লিড গায়ক ও ফাউন্ডার) সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি। ওরা কেন ব্যান্ড ছেড়ে দিল, এটা জিজ্ঞেস করবই বা কেন? মিউজ়িশিয়ানস আর ফ্রি টু পারফর্ম।

প্র 'ক্যাকটাস' প্রচুর উত্থান পতনের

মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। অনেকে বলেন, পটার ব্যান্ড ছেড়ে চলে যাওয়া বা বাজির সঙ্গে ঝামেলার সময় আপনি চুপ করে থেকেছেন। কোনও স্ট্যান্ড নেননি!

আমার একদম কোনও ভূমিকা ছিল না, এটা বলা ভুল হবে। দু'জনের মধ্যে ঝামেলার মাঝে (বাজি ও পটা) তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে কতটাই বা বলার থাকতে পারে? ক্যাকটাস চলুক, এটাই বরাবর আমার মূল ভাবনার জায়গা। ক্যাকটাসকে চালানোর জন্য যা করার দরকার আমি তাই করেছি। যদি চুপ থাকার দরকার হয়ে থাকে, তাহলে তাই করেছি। যখন ভোকাল হওয়ার দরকার, তাই করেছি। যখন বাজি বেরিয়ে গেল দল ছেড়ে, তখন আমি ভোকাল ছিলাম।

প্র সমস্যাটা কী হয়েছিল?

সদস্যদের মধ্যে ইগোর সমস্যা ও বোঝাপড়ার অভাব। ব্যান্ডের হয়ে নেওয়া কোনও সিদ্ধান্ত যদি ব্যান্ডের অপর সদস্য না মানে, তাহলে সমস্যা হয়ে যায়। ধরুন, আমি কোনও পরিচিত অর্গানাইজ়ারের সঙ্গে তুলনায় কম পারিশ্রমিকে একটি শো ফিক্স করলাম। অবশ্যই ক্যাকটাসের স্বার্থ মাথায় রেখেই। তা হয়তো ব্যান্ডের অপর কোনও সদস্য পছন্দ করল না। শুধু টাকার অঙ্ক নয়, বাজির মনে হত, ওকে কেন কনসাল্ট করিনি আমি শো ফিক্স করার সময়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজির নম্বরই দিতাম, ও-ই ম্যানেজার ছিল। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়েছে। ইগোই এখানে বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার ধরুন, দিব্যেন্দুর বদলে সাকির কথা গায়ক হিসেবে ভাবা হচ্ছে, এটা আমি প্রথমে জানতামই না। হঠাৎই একদিন জানানো হয়েছিল! এটা খুব শকিং ছিল। আমার মনে হয়েছিল, এমন সিদ্ধান্ত আমাকে না জানিয়েই নেওয়া হল! এসব নিয়ে সমস্যা চলছিলই। ২০২০-তে কোভিডের সময় পুরনো ক্যাকটাসের একজন সদস্যও আমাকে একটা ফোন বা মেসেজ করেনি। আমিও কথা বলার চেষ্টা করিনি। একটা গোটা বছর কেউ কারও সঙ্গে কথা বলিনি আমরা। কোভিডের বছরে কখনও 'সিধু অ্যান্ড দ্য জার্নি', কখনও 'এসো বন্ধু'র সঙ্গে ডিজিটাল কনসার্ট করছি। তখন মনে হল, এসো বন্ধু-কেই যদি ক্যাকটাসে কনভার্ট করা যায়। কারণ, আগের সদস্যদের কাছ থেকে কোনও সাড়া পাইনি। ক্যাকটাসের গানগুলো তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে না। পটা ও বাকি সকলেই রাজি হল প্রস্তাবে। তখন জানতাম,



ক্যাকটাস-এর নতুন লাইন আপ



সিধু-পটা একসঙ্গে মঞ্চে

বাজি আমাকে এনওসি দেবে না (আমি আর বাজি-ই ছিলাম ফাউন্ডার মেম্বর)। কিন্তু লোকজন ক্যাকটাস মানেই সিধু আর পটা বোঝেন। তাই ক্যাকটাসে একটা এক্সট্রা এস যোগ করে পারফর্ম করতে শুরু করলাম।

প্র ফসিলস যখন ধীরে ধীরে আপনাদের জনপ্রিয়তার জায়গাটা নিয়ে নিল, কী মনে হত? আর ওদের এই অসামান্য সাফল্যের কারণ কী বলে মনে হয়?

ওরা ডিজ়ার্ভ করে। ফসিলস একটা সামগ্রিক অডিয়ো ভিশুয়াল আউটপুট দিতে পেরেছে দর্শককে। রূপমের ব্যক্তিত্বকে সঠিক ভাবে প্রজেক্ট করতে পেরেছে ওরা। প্রডাকশনের বাহুল্যও ওরা শো অর্গানাইজ়ারদের থেকে আদায় করে নিতে পেরেছে। মিউজ়িক্যালি 'ক্যাকটাস' যে 'ফসিলস'-এর চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে, সেটা মনে হয় না। কিন্তু শোয়ের বাকি আঙ্গিকগুলির দিক থেকে ক্যাকটাস পিছিয়ে পড়েছে। ক্যাকটাসের ম্যানেজমেন্ট দায়ী বা ফসিলসের ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত সফল। আমি অবশ্যই রূপসা দাশগুপ্তর কথা বলব। ও যেভাবে বাংলা ব্যান্ডের ম্যানেজমেন্টের জায়গাটি দৃঢ় করেছে, তা আগে কেউ করেনি। ওর কমিউনিকেশন স্কিল খুব ভাল। কোথায় নরম, কোথায় গরম হতে হবে সেই ব্যালেন্স দারুণ বোঝে। কী করলে রূপমের ভগবান গোছের ইমেজ হবে, ও তা-ও বোঝে। 'ফসিলস ফোর্স' তৈরি করা, তার সদস্য সংখ্যা বাড়ানো...সব করেছে। ক্যাকটাস নিজেদের সমস্যায় এতটাই জড়িয়ে ছিল যে, ম্যানেজমেন্টের দিকে অত নজর দিতে পারেনি। নিজেদের দোষেই ক্যাকটাস পিছিয়ে পড়েছে। মূলত ম্যানেজমেন্ট দায়ী, সেই ম্যানেজমেন্টের অঙ্গ আমি হলে আমিও একইভাবে দায়ী।

প্র এখন কি ফসিলস-এর মডেল ফলো করার ইচ্ছে আছে? নাকি নিজের মতো করে কিছু ভেবেছেন?

মডেল ফলো করতে চাই না হয়তো। তবে কিছু গুণ অবশ্যই নিতে চাই। যেমন, প্রডাকশনে কোনও আপস চলবে না। বড় স্টেজ, বড় এলইডি, বড় লাইট সেটআপ চাই। এলইডি ডিজ়াইনার, ভাল লাইট অপারেটরকে জোগাড় করে তাঁদের স্থায়ী করা। সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার তো এখন প্রায় ব্যান্ডের সদস্য।

প্র পারিশ্রমিক কোট করার দিক থেকেও বদল আসবে?

হ্যাঁ, সেখানেও ফসিলস-এর চেয়ে আমরা অনেকটা পিছিয়ে। প্রডাকশনের নিরিখে ক্যাকটাস অনেকটাই ম্যাড়মেড়ে হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছি। বিভিন্ন বিভাগে স্থায়ী সদস্য রাখতে হলে, আমাদের পারিশ্রমিকও বাড়াতে হবে। আমরাও ধাপে ধাপে বাড়ানোর চেষ্টা করছি। ২০২১ থেকে এখনও অবধি তিনগুণ বেড়েছে পারিশ্রমিক।



■ প্রেস মিটের দিন ক্যাকটাস-এর বাকি সদস্যরা থাকলেও পটা অনুপস্থিত ছিলেন



■ 'ক্যাকটাস'-এর নতুন অ্যালবাম লঞ্চের দিন সদস্যদের সঙ্গে রূপম, অমিত দত্ত, গাবু, উপল

প্র আপনার আর রূপম ইসলামের দ্বৈরথের কথা এত শোনা যেত! কিন্তু উনি আপনাদের অ্যালবাম লঞ্চে এলেন…

সেটা একটা ফেজ় ছিল। ২০১২-২০১৫ অবধি মোটামুটি। সত্যি-সত্যি ওর প্রতি মনের মধ্যে রাগ ও বিরক্তি ছিল। রাইভালরির ফেজ় ছিল। রূপম আমাকে সরাসরি কিছু বলেনি। কিন্তু ওর ফ্যানেরা এত কিছু বলত, যাতে আমি খুব বিরক্ত হয়ে যেতাম।

প্র নজরুল মঞ্চের শো-তে ফসিলস আর ক্যাকটাস ফ্যানেদের দ্বৈরথের কথাও মনে আছে…

সেসবগুলো হয়ে গিয়েছে। সেই সময়ে একে-অপরের সঙ্গে কথাও বলতাম না। কিন্তু এখন বরফ একদমই গলে গিয়েছে। বয়স ও ম্যাচিয়োরিটির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দু'পক্ষেরই বন্ধুত্ব হয়েছে। আমি ওর বাড়ি গিয়ে আড্ডা মেরেছি, এমনও হয়েছে। 'ক্যাকটাস ৩০'-র জন্য একটা ফোন কলেই রূপম গাইতে রাজি হয়ে যায়। বলেছিল, 'আমার জন্য রাজার রাজা রাখিস। ওটা আমার প্রিয় গান।' সাউন্ড চেকেও এসেছিল। একসঙ্গে আমরা 'কিলবিল সোসাইটি'র জন্য গাইছি।

প্র 'পৃথিবী' ও 'ঈশান'এর পর সেভাবে আর নতুন বাংলা ব্যান্ড উঠে আসেনি। কেন এমন হল?

খুবই দুঃখের ঘটনা। গ্রাউন্ড লেভেলে কাজ যে হচ্ছে না তা নয়। 'ক্যাকটাস ৩০'-তে আমরা ৩০টি তরুণ ব্যান্ডকে তুলে ধরেছিলাম। একেবারে ফেলে দেওয়ার মিউজ়িক কিন্তু কারওরই ছিল না। তবে সফল হতে গেলে একটা ম্যাজিক্যাল কম্পোজ়িশন দরকার হয়। একটা 'হাসনুহানা' বা 'হলুদ পাখি' দরকার হয়। সেই কম্পোজ়িশন আনতে পারেনি এরা। মিডিয়ারও ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের গোষ্ঠীর এফএম বাদে আর কোনও এফএম এখন বাংলা গান বাজায় না। ফসিলস, ভূমি, ক্যাকটাসের উত্থানের অন্যতম কারণ ছিল মিডিয়া সাপোর্ট।

প্র পটা প্রায়ই সকালে সমাজমাধ্যমে অদ্ভুত-অসংলগ্ন কিছু লেখা পোস্ট করেন, যা বিকেলে আবার মুছেও দেন। এমনটা কেন?

ওর সঙ্গে কোনওদিনই রাত দশটার পরে আমার কথা হয় না। তাই ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ ও কী মানসিকতায় আছে, কেন পোস্ট করছে, তা জানা সম্ভব নয়। হয়তো কোনও ডিস্টারবেন্সের জায়গা থেকে পোস্ট করে। আমি যেমন ফেসবুককে কাজের বিজ্ঞাপনের জায়গা হিসেবে দেখি। পটা হয়তো আর একটু ব্যক্তিগত ভাবে দেখে। নিজের রাগ বিরক্তি ফেসবুকে লিখে ফেলে। যখন বোঝে পাবলিক করা ঠিক হয়নি, তখন মুছে দেয়। আমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা হয়েছে। বলেছে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি। ওরকম ইম্পালসিভ হব না। কিছুটা ইমপ্রুভও করেছে।

প্র পটার এই খামখেয়ালিপনার জন্য আবার সিধু-পটার ভাঙন হতে পারে, এই ভয় কাজ করে?

হ্যাঁ, নিরাপত্তাহীনতা তো একটা কাজ করেই। পটার ইম্পালসিভনেস এর কারণ। ওর মুড ঘেঁটে গেলে ও কী বলে ফেলবে, আমি তাতে আহত তো হতে পারি। হয়তো পরের দিন আবার ঠিক হয়ে যাবে। আমি সাধারণত রিঅ্যাক্ট করি না। কিন্তু যদি করে ফেলি? নিজেকে নিয়েই ভয় লাগে।



■ বিয়ের মণ্ডপে প্রাজক্তা ও বৃষাঙ্ক

প্রাজক্তার বিয়ে

ইউটিউবার, অভিনেত্রী, ইনফ্লুয়েন্সার প্রাজক্তা কোলি ধুমধাম করে বিয়ে করলেন বাগদত্ত বৃষাঙ্ক খনালের সঙ্গে। নেপালি কর্পোরেট ল'ইয়ার বৃষাঙ্কের সঙ্গে প্রাজক্তার প্রেম ১১ বছরের! গত ২৫ ফেব্রুয়ারি মরাঠি এবং নেপালি মতে বিয়ে করলেন তাঁরা। ওটিটি মাধ্যমের অভিনেতারা এবং ইউটিউবাররা উপস্থিত ছিলেন করজাতের অরলিয়ান্স ফার্মে বসা বিয়ের আসরে। বিয়ের আগে মেহেন্দি এবং সঙ্গীতেও চুটিয়ে আনন্দ করেছেন বর-বধূ এবং তাঁদের প্রিয়জনরা। বিয়ের দিন প্রাজক্তা এবং বৃষাঙ্ক পরেছিলেন অনিতা ডোংরের ডিজ়াইন করা পোশাক। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে মরাঠি মুলগির মতোই সেজেছিলেন প্রাজক্তা।

পিতৃস্মরণ

জানুয়ারি মাসে যে সময় 'পাতাল লোক'-এর দ্বিতীয় সিজ়ন মুক্তি পেয়েছিল, যখন জয়দীপ আহলাওয়াত প্রশংসার বন্যায় ভাসছিলেন, তখন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে নেমেছিল শোক। পিতা, দয়ানন্দ আহলাওয়াতকে হারিয়েছিলেন তিনি। সম্প্রতি বাবাকে স্মরণ করে জয়দীপ বলেন, কেরিয়ারের শুরুর দিন থেকে বাবা তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। লেখাপড়া শেষ করে জয়দীপ যখন হরিয়ানা থেকে মুম্বই আসতে চেয়েছিলেন অভিনেতা হওয়ার জন্য, পরিবার তাঁর বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু বাবা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। বলেছিলেন এফটিআইআই-তে ছেলেকে পড়াবেন। তবে পরীক্ষায় ফেল করলে গ্রামে ফিরে চাষবাস করবেন জয়দীপ, এই ছিল শর্ত। বাবাকে নিরাশ করেননি ছেলে। 'পাতাল লোক'-এর দ্বিতীয় সিজ়ন বাবা দেখতেন পেলেন না বলে আক্ষেপ জয়দীপের।



■ জয়দীপ আহলাওয়াত













'ডান্স বাংলা ডান্স'-এর এবারের বিচারক যীশু, অঙ্কুশ ও শুভশ্রীর সঙ্গে পরিচালক অভিজিৎ সেন

জমজমাট নাচের মঞ্চ

তারকাখচিত এবারের ডান্স বাংলা ডান্স। ফ্লোরে থাকা কচিকাঁচাদের সামলাতে বেগ পেতে হচ্ছে বিচারকদের। এদিকে প্রতিযোগীরাও বেশ চিন্তায়! বিচারক থেকে প্রতিযোগী, কতটা প্রস্তুত সকলে? 'ডান্স বাংলা ডান্স'-এর গ্র্যান্ড অডিশনের ফ্লোর থেকে লিখছেন **সাগরিকা চক্রবর্ত্তী**

শুরু হল এই সিজ়নের 'ডান্স বাংলা ডান্স'। বিচারকের আসন একেবারে তারকাখচিত। সঙ্গে এক দল খুদে সঞ্চালনার দায়িত্বে। এক সময় 'সারেগামাপা'র মতো জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শোয়ের সঞ্চালক ছিলেন যীশু সেনগুপ্ত। এই মঞ্চের বিচারকও ছিলেন এক সময়। লম্বা বিরতির পর সেই একই চ্যানেলের ডান্স রিয়্যালিটি শোয়ের বিচারক হয়ে ফিরলেন তিনি। এক কথায় যাকে বলে, ঘর ওয়াপসি। ঠিক তাঁর পাশের আসনেই রয়েছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারকের আসনে তিনি প্রথম নন। প্রতিবারই এই মঞ্চকে আলোকিত করেন তিনি। কিন্তু ফ্লোরে যেতেই দেখা গেল শুভশ্রী এবারে কচিকাঁচাদের সঞ্চালনা শেখাতেও বেশ ব্যস্ত। এ ব্যাপারে কতটা কড়া অভিনেত্রী? শুভশ্রী জানালেন, "কড়া শব্দটা হয়তো একটু নেগেটিভ। হ্যাঁ, এই কচিকাঁচাদের গাইড করাটা বেশ কঠিন। কিন্তু মজাদারও। এটা একটা ট্যালেন্ট প্ল্যাটফর্ম তাই বিচারক হিসেবে আমি সব সময় খেয়াল রাখি, সবাই যাতে সঠিক বিচার পায়। আর 'ডান্স বাংলা ডান্স' মানেই তো একটা জমজমাট ব্যাপার।" বিগত কয়েক সিজ়ন ধরেই শুভশ্রী আর অঙ্কুশের কেমিস্ট্রি বেশ হিট এই নাচের মঞ্চে। তাঁদের খুনসুটি আরও মজাদার করে তোলে এই গ্র্যান্ড রিয়্যালিটি শো-কে। এবারে তাঁরা দু'জনেই একসঙ্গে বিচারক। সঞ্চালনা ছেড়ে বিচারক হয়েছেন অঙ্কুশ হাজরা। সেখানেও শুভশ্রী-অঙ্কুশের রীতিমতো হাতাহাতি চলছে! তবে এবারে নাকি দ্বৈত অবতারে দেখা যাবে অঙ্কুশকে। প্রয়োজনে সঞ্চালনাও করবেন, আবার বিচারকের আসনেও বসবেন। এটা কী করে সম্ভব? অঙ্কুশ জানালেন, "আগে তো বিচারকই ছিলাম। তারপরে হঠাৎ করেই সঞ্চালনা। সেই লম্বা জার্নিটা বেশ উপভোগও করেছি। আবারও পুরনো জায়গায় ফিরে এলাম। এখন তো সবে শুরু, ভালই লাগছে। তবে প্রয়োজনে ছোটদের সঙ্গে গিয়ে সঞ্চালনাও করব। ওরা এখনই দক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি।" এদিকে

‘ডাকাতিয়া বাঁশি’র জন্য টলিউডের বর্তমান সেনসেশন কৌশানী মুখোপাধ্যায়, প্রথমবার ‘ডান্স বাংলা ডান্স’-এর বিচারকের আসনে। কতটা প্রস্তুত দক্ষ প্রতিযোগীদের বেছে নিতে? কৌশানীর কথায়, “একটু নার্ভাস তো ছিলামই। যখন নতুন কোনও ছবির সেটে যাই, তখনও আমি বেশ নার্ভাস থাকি। কিন্তু আমার সঙ্গে একই টেবিলে যাঁরা বসে রয়েছেন (শুভশ্রীর দিকে তাকিয়ে), তাঁরা আমার চেনা মুখ আর বন্ধুর মতো। আমার পিলারও বলতে পারেন। বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, দক্ষ প্রতিযোগীদের বেছে নেওয়ার জন্য কড়া হওয়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু এত ভাল ভাল পারফরম্যান্স দেখার পর সত্যিই এই কাজটা বেশ কঠিন মনে হচ্ছে।” নিজেকে কতটা চর্চার মধ্যে রাখছেন অভিনেত্রী? তাঁর উত্তর, “এখন



■ এ বছর প্রথম বিচারক হলেন কৌশানী মুখোপাধ্যায়

পর পর বেশ কিছু কাজ করছি, সেই কারণে চর্চায় তো নিজেকে রাখতেই হচ্ছে। কিন্তু ‘ডান্স বাংলা ডান্স’-এর মঞ্চ একেবারেই আলাদা। যেহেতু নাচতে ভালবাসি তাই এরকম একটা মঞ্চে নাচের বিচারক হওয়া একটা বড় পাওনা। অনেক বছর এটার অপেক্ষায় ছিলাম।”

মঞ্চের আর এক প্রান্তে প্রতিযোগীদের নিয়ে মহাগুরুর আসনে মিঠুন চক্রবর্তী। হাতের চোট এখন প্রায় সেরে উঠেছে তাঁর। ‘তাঁকে ছাড়া ডান্স বাংলা ডান্স অসম্পূর্ণ’ বলতেই, সকলের প্রিয় এমজির মুখে চওড়া হাসি। জানালেন, “বছরের পর বছর ধরে কচিকাঁচাদের নিয়ে কাজ করছি। ওদের সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। কষ্ট তো রয়েছে। কিন্তু দিনের শেষে মনে আনন্দ নিয়ে ফিরি।” প্রতিযোগীদের কথা জিজ্ঞাসা করাতেই তিনি জানালেন, “এবারে



■ মঞ্চে চলছে নাচের রিহার্সাল



■ মিঠুন চক্রবর্তীর খুদে সঙ্গী



■ গল্প-আড্ডায় মেতে উঠেছেন বিচারকরা

প্রতিযোগীদের তালিকা একেবারে অসামান্য। প্রত্যেকেই অত্যন্ত দক্ষ।” তিনি নিজেই বেছে নিয়েছেন বেশ কয়েকজনকে। ফ্লোরে কিছুক্ষণ থাকলেই টের পাওয়া যাবে, ব্যাক স্টেজ থেকে একজন অনবরত সকলকে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। যাঁর পরিচালনায় প্রতিটি রিয়্যালিটি শো-ই হিট, তিনি হলেন অভিজিৎ সেন। প্রতিবারই তাঁর ভাবনায় থাকে নতুনত্ব। এবারে কী ভাবনা থেকে সাজালেন ডান্স বাংলা ডান্সের মঞ্চকে? তিনি জানালেন, “এবারে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল সঞ্চালনার দায়িত্বে রয়েছে খুদেরা। বাড়িতে ছোট সদস্যদের সামলাতে যেরকম হিমশিম খেতে হয়, ‘ডান্স বাংলা ডান্স’-এর ফ্লোরেও সেই একই অবস্থা। মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী একেবারেই গ্র্যান্ড ফাদারের মতো এই বয়সেও ফ্লোরের খুদে সদস্যদের সামলে যাচ্ছেন। অপরদিকে বিচারক-প্যানেলও একেবারে ঝকঝকে। আমার পরিচালনায় এক সময় ‘সারেগামাপা’য় সঞ্চালক ছিলেন যীশু। এরপর বেশ কয়েকবার এই মঞ্চেও বিচারকের আসনে তাঁকে দেখা গিয়েছে। লম্বা বিরতি নিয়ে আবারও ঘরে ফিরলেন তিনি। শুভশ্রী তো অনেক বছর ধরেই এই শোয়ের সঙ্গে যুক্ত। অঙ্কুশ এবারে সঞ্চালক থেকে বিচারকের আসনে। তবে তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন খুদে ছেলেমেয়েদের সঞ্চালনাও শেখাবেন। যদিও তাঁর কথা কেউই কথা শুনছে না! আর এবারের বিচারক প্যানেলের নতুন সংযোজন কৌশানী। বিভিন্ন বয়সের প্রতিযোগীরাও রয়েছে এবারে।”

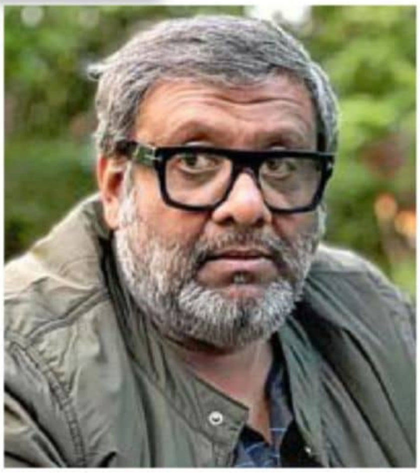
সব মিলিয়ে জমজমাট ‘ডান্স বাংলা ডান্স’-এর নতুন সিজন। তবে তা দর্শকদের কতটা পছন্দ হয়, তা সময়ই বলবে।











■ কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়



■ সুদেষ্ণা রায়



■ রাজ চক্রবর্তী



■ জয়দীপ মুখোপাধ্যায়



■ স্বরূপ বিশ্বাস



■ শ্রীজিত রায়

ভাঙাগড়ার খেলা

এতদিন লড়াইটা ছিল ফেডারেশন বনাম DAEI-র। কিন্তু এখন সেটি ঘুরে গিয়ে এই খেলায় ঢুকে পড়েছে EIMPDA। ফেডারেশন রয়েছে ব্যাকসিটে। লিখছেন **আসিফ সালাম**

এই গল্পটি বেশ জটিল। ধরুন রাম আর শ্যাম দুই ভাই। তাদের বিপরীতে রয়েছে গণেশ। রাম বড় ভাই, গল্পের শুরুতে তার কোনও ভূমিকাই নেই। ঝামেলা বাঁধে ছোট ভাই শ্যাম আর গণেশের মধ্যে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে গণেশ সাইডলাইনড হয়ে গিয়েছে, লড়াই লেগে গিয়েছে রাম আর শ্যামের মধ্যে! এখানে রাম হল EIMPDA (ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশন)। শ্যাম, DAEI (দ্য ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া) এবং গণেশ হল ফেডারেশন (যার ভিতরে রয়েছে ২৬টি গিল্ড)। প্রথম প্রশ্ন, কারা এই DAEI এবং EIMPDA? বহু বছর আগে পরিচালক বিমল রায়ের হাতে তৈরি হয় EIMPDA। একটা সময় পরিচালকদের এই সংস্থার সদস্য ছিলেন সত্যজিৎ রায়, তরুণ মজুমদার, তপন সিনহার মতো কিংবদন্তিরা। পরবর্তীকালে ২০১৫ সাল নাগাদ স্বরূপ বিশ্বাসের অনুপ্রেরণায় তৈরি হয় পরিচালকদের একটা নতুন বডি যার নাম DAEI। শ্রীজিত রায়, অনিন্দ্য সরকার, সন্দীপ চৌধুরীরা এটি মূলত তৈরি করেন। তাঁদের মনে হয়েছিল পুরনো সংস্থায় ঠিকমতো পরিচালকদের সুযোগ-সুবিধে দেখা হচ্ছিল না। অধিকাংশ পরিচালকই তখন একে-একে DAEI-তে নাম লেখান। আর EIMPDA-তে থেকে যান স্বপন সাহা, অনুপ সেনগুপ্ত, হরনাথ চক্রবর্তীর মতো পোড়খাওয়া পরিচালকরা। DAEI-র সেক্রেটারি সুদেষ্ণা রায় আবার একটা সময়ে ফেডারেশনের নির্বাচিত ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তারপর ভাইস প্রেসিডেন্ট পদেও ছিলেন। পরবর্তীকালে সেখান থেকে উনি বহিষ্কৃত হন। আর ফেডারেশনের নেতৃত্বে রয়েছেন স্বরূপ বিশ্বাস। DAEI বা EIMPDA-র যেমন উদ্দেশ্য পরিচালকদের স্বার্থরক্ষা করা, ফেডারেশনের দায়িত্ব ড্রেসম্যান, হেয়ার স্টাইলিস্ট, মেকআপ আর্টিস্ট সহ সমস্ত টেকনিশিয়ানদের ভাল-মন্দের দেখভাল করা।

গল্পের শুরু

গত বছরের মাঝামাঝি সময় নাগাদ সমস্যার সূত্রপাত হয় পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে। তথাকথিত ‘গুপি’ শুটিংয়ের অভিযোগে বন্ধ হয়ে যায় রাহুলের ছবির কাজ। দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন বিভিন্ন গিল্ড ও টেকনিশিয়ানরা। টলিউডের প্রথম সারির পরিচালকরা শুটিং ও কাজ সংক্রান্ত নানা অসুবিধের কথা নিয়েও সরব হন। পরিচালক, টেকনিশিয়ান ও ফেডারেশনের সেই দ্বন্দ্বের

পর মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে খানিক সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল বলেই ভাবা হয়েছিল। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ফের ঝামেলা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। প্রথমে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি ‘জংলা’র উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তারপর শুট করতে দেওয়া হয়নি পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়কে। এরপরে ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’ ধারাবাহিকের পরিচালক শ্রীজিত রায়ের নতুন সিরিজ়ের শুটে নিষেধাজ্ঞা আসতেই চরমে পৌঁছয় পরিচালক ও ফেডারেশনের ঝামেলা। একেনবাবুর পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায় লাইভে এসে বলেন, “৩০ বছর ধরে কাজ করছি ইন্ডাস্ট্রিতে। কিন্তু আগামীতে আর কিছু করতে পারব কি না, নিশ্চিত নই। ‘অচিন্ত্য আইচ সিজ়ন টু’-এর শুটিং শুরুর আগে ফেডারেশনকে মেল করার পরে তারা জানায়, আমাদের টেকনিশিয়ান লিস্টে কিছু অসঙ্গতি রয়েছে।” তিনি এও জানান, শুটিংয়ের নির্ধারিত দিনের বেশ কয়েকদিন পরে জয়দীপের টিমের দুই প্রতিনিধি টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োতে গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দেখা পাননি। ২৭ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ছিল শুটিংয়ের দিন। আর এই মিটিং ৩ ফেব্রুয়ারি হয়। কিন্তু তারপর কোনও রেসপন্স ফেডারেশনের তরফে পাওয়া যায়নি। ফলে, জয়দীপ শেষমেশ শুটিং বাতিল করতে বাধ্য হন। ক্ষতি হয় সাড়ে আট-ন’লাখ টাকা। জয়দীপ বলেন, “কী কারণে শুটিং বন্ধ হয়ে গেল, আমার কী দোষ, ইউনিটে কী অসঙ্গতি আছে কেউ জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি।” শ্রীজিত রায়ের শুটিং ফ্লোরে কোনও খবর না দিয়ে হাজির হননি টেকনিশিয়ানরা। প্রশ্ন হল, যদি অসঙ্গতির অভিযোগ ওঠেই, তাহলে তা স্পষ্ট করে পরিচালকদের জানানো হল না কেন? রাহুল মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে তবুও একটা বক্তব্য রাখা হয়েছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে জয়দীপ বা শ্রীজিতরা পুরোই ধোঁয়াশায় ছিলেন! পরবর্তীকালে জয়দীপ এবং শ্রীজিতদের নিয়ে ঝামেলা মিটলেও, কৌশিকের ‘জংলা’ কিন্তু পুরোপুরি শেলভড হয়ে যায়। তবে তার কারণ নাকি শুধুই ফেডারেশনের সঙ্গে ঝামেলা নয়, উঠে আসছে আরও কিছু কারণ।

কেন বন্ধ ‘জংলা’র শুটিং?

উত্তরবঙ্গে ‘জংলা’র শুট করতে যাওয়ার কয়েকদিন আগে শোনা যায় যে ফেডারেশনের তরফ থেকে নাকি নিষেধাজ্ঞা এসেছে, কোনও টেকনিশিয়ান কৌশিকের ছবি শুট করতে যাবেন না। অগত্যা শুটিং বাতিল হয়ে যায়। সকলে এক প্রকার ধরেই নিয়েছিলেন যে ফেডারেশনের অসহযোগিতাই এই ঝামেলার একমাত্র কারণ। অনেকে ফেডারেশনকে দোষারোপ করেন যে তাদের খামখেয়ালিপনার জন্য বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি মোটা টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তবে সূত্র বলছে অন্য কথা। ফেডারেশনের সঙ্গে ঝামেলা নাকি আগেই মিটে গিয়েছে কৌশিকের। শুট করা নিয়ে তার উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। তা হলে কেন শুরু হল না ‘জংলা’র শুট? কেন চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল এই ছবি? কারণ নাকি ছবির আকাশছোঁয়া বাজেট। সূত্র বলছে কৌশিকের এই ছবির বাজেট ছিল প্রায় ৩ কোটি ৩০ লাখ! ফেডারেশনের সঙ্গে ঝামেলা নয়, বরং হাই বাজেটই এই ছবি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে প্রধান কারণ হিসেবে উঠে আসছে। এই প্রসঙ্গে ছবির যিনি প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন, সেই প্রদীপ নন্দীকে যখন যোগাযোগ করা হয় তিনি জানান, “শুট শুরুর সময় কৌশিকদা বলেন তাঁর কোনও সংস্যার কারণে শুটিং শুরু করতে পারছেন না। ওঁর সঙ্গে ফেডারেশনের ঠিক কী ঝামেলা হয়েছিল সেটা আমার জানা নেই। উনি নিজেই সেই বিষয়টি হ্যান্ডেল করছিলেন। তবে পরবর্তীকালে আমি ছবিটা নিয়ে আর এগোতে চাইনি কারণ ছবির বাজেট খুব বেশি ছিল। এত বড় বাজেটের ছবির শুরুতেই বাধা এসে যাওয়ায় আমি সেটাকে বন্ধ করে দিই।” এত বড় বাজেটের ছবি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে এই আশঙ্কা কি ছবি বন্ধের অন্যতম কারণ নয়? প্রদীপ বলেন, “কলকাতা ও মুম্বইয়ের অভিনেতারা ছিলেন ছবিতে। কৌশিকদা নিজে, ওঁর ছেলে উজান, গৌরব চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে ছিলেন ছবিতে। দুই নায়িকাকে মুম্বই থেকে কাস্ট করার কথা ভাবা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গে এতগুলো মানুষের টিকিট, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, মুম্বই থেকে যাঁরা আসবেন তাঁদের খরচ...সব মিলিয়ে বাজেট বেড়েই যাচ্ছিল। এটাও যে একটি কারণ তা অস্বীকার করছি না।” কিন্তু ছবির কিছুটা কাজ তো শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে কী ভাবছেন প্রদীপ? “ছবিটির কাজ একটু শুরু হয়ে তারপর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর্থিক ক্ষতি তো হয়েছে। যে অংশের কাজ হয়ে গিয়েছে সেই খরচের হিসেব কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়কে পাঠাব। সেই টাকা ফেরত পেয়ে গেলে, আমি এনওসি দিয়ে দেব। এই ছবির গল্প নিয়ে উনি অন্য কোনও প্রযোজকের সঙ্গেও কাজ করতে পারেন।” এই প্রসঙ্গে কৌশিককে যোগাযোগ



■ গতবারের ঝামেলার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন গৌতম, প্রসেনজিৎ, দেব



■ প্রেস মিট করে নিজেদের ক্ষোভের কথা জানান কৌশিক, অঞ্জন, ইন্দ্রনীল, অনির্বাণ সহ বাকিরা

করা হলে তাঁকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু মোদ্দা কথা, যে বিষয়টি বারবার প্রজেক্ট করা হচ্ছিল যে ফেডারেশনের ঝামেলার জন্যই 'জংলা'র শুট বন্ধ হয়ে গেল, সেটা সত্যি নয়। সেই তথ্যে শিলমোহর কৌশিক নিজেই তাঁর সোশ্যাল মিডিয়াতে দেন, যখন কৌশিক একটি পোস্টে লেখেন, 'ফেডারেশনের সঙ্গে সমস্যা মিটে গিয়েছে। খুব শিগগিরিই শুটিং শুরু হবে।'

ভাঙনের ছবি স্পষ্ট?

ঝামেলার সময়ে রাজ চক্রবর্তী, অনির্বাণ ভট্টাচার্য-সহ একাধিক প্রথম সারির পরিচালকরা পাশে দাঁড়ান জয়দীপ-শ্রীজিতের। ফেডারেশনের তরফ থেকে নিষেধাজ্ঞার পর রাজ চক্রবর্তী সাংবাদিকদের স্পষ্ট বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, কোনও কাজ বন্ধ করা যাবে না। কোনও কর্মবিরতি বা কাউকে ব্ল্যাকলিস্টেড করা যাবে না। যা সমস্যা হবে, আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। তা সত্ত্বেও কারা এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছেন? আমার মনে হয়, সেটা খুঁজে বার করা জরুরি। টেকনিশিয়ানরা কিন্তু কাজ করতেই চান। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের যে কাজটা বন্ধ হয়ে গেল, তার শুট উত্তরবঙ্গে হওয়ার কথা ছিল। কাজ বন্ধ হওয়ায় অনেক টেকনিশিয়ানই কাজ পেলেন না।" তিনি আরও বলেছিলেন, "শ্রীজিতের লাইভ আমি দেখেছি। ও বলেছে কোনও অন্যায় করে থাকলে ওকে বলতে যে কী অন্যায় করেছে। ও ১৫-২০ বছর ধরে কাজ করে। এখানে ওর হাত ধরে অনেক সিরিয়াল বড় হয়েছে।" প্রায় একই ভাবে পরিচালকদের পাশে দাঁড়ান অনির্বাণ ভট্টাচার্যও। রাজ, অনির্বাণ ও পরমব্রত গত বছর থেকেই পরিচালকদের দাবি নিয়ে সরব। অনির্বাণ এই ঘটনার পরে বলেন, "DAEI একটি সংগঠন। ইন্ডাস্ট্রির সদস্য হিসেবে বাকি সকলের মতোই আমাদের মনে হয়েছে যে কিছু সমস্যা হচ্ছে। আমরা সেই কথা বলেছি। কেন বলেছি? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, গণতান্ত্রিক দেশ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা যাবতীয় কাজ করি। সেখান এত কথা বলেও সমস্যা মিটছে না! আমরা তাকিয়ে আছি সমস্যা কবে মিটবে।" বেশ কিছু পরিচালক কর্মবিরতিতে চলে যান। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সব পরিচালকরা মেনে নিতে রাজি হন না। একদিকে যখন রাজ, অনির্বাণ, শ্রীজিতরা কর্মবিরতির ডাক দেন, সেই একইসময়ে দেখা যায় সৃজিত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কিলবিল সোসাইটি'র শুটিং চালিয়ে যাচ্ছেন, তথাগত মুখোপাধ্যায়, সুমন দাসরা আউটডোরে শুট করছেন। প্রশ্ন ওঠে, তা হলে পরিচালকদের ঐক্য কোথায়? ফেডারেশন কর্তা স্বরূপ বিশ্বাস জানান, পরিচালকদের কর্মবিরতির কথা তিনি জানতেনই না। তাঁকে কিছুই নাকি জানানো



জয়দীপের সেটে কাজ বন্ধ



বক্তব্য পেশ করছেন অনির্বাণ, সঙ্গে শিবপ্রসাদ, বিরসা, অরিন্দম, রাজ

হয়নি। বিষয়টি জানার জন্য স্বরূপ বিশ্বাসকে ফোন করা হলে তিনি জানিয়ে দেন, ''আনন্দবাজার গোষ্ঠীর কোনও প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে এই বিষয়ে আমি কোনও কথা বলব না।" কেন? তা তিনি খোলসা করতে চাননি। যাই হোক, পরবর্তীকালে নাকি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ফেডারেশনের সঙ্গে পরিচালকদের সমস্যার সুরাহা হয়। ঠিক যেমন প্রথমবার নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ঘোষ এবং দেব কথা বলে একটা সমঝোতার রাস্তা খুঁজে পান। ঠিক একইভাবে এবারও মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এবং অরূপ বিশ্বাস, পরিচালক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজিত রায় এবং সুদেষ্ণা রায়ের সঙ্গে বসে সমাধানের পথ বের করেন। কিন্তু ঠিক কী রফাসূত্র বেরোয়, তা স্পষ্ট হয় নয়।

লড়াই এবার DAEI এবং EIMPDA-র?

লেখার শুরুতেই রাম-শ্যামের যে গল্পটা বলছিলাম তাতে ফিরে যাই। ফেডারেশনের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তারা কখনওই চায় না কাজ থেমে থাকুক। তারা নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে একটা স্বচ্ছ ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস করেছে। তবে তারা এ-ও জানিয়েছে, যদি কোনও সংস্থা তাদের টেকনিশিয়ানদের ঠিকমতো দেখভাল না করে, তা হলে তারা সেই সংস্থার সঙ্গে কোনও সহযোগিতা করবে না। এই কথাটির ইঙ্গিত যে DAEI-র দিকে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু তাই নয়, এই সংস্থার অনেক পরিচালকই ঘনিষ্ঠমহলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে এই সংস্থায় স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। তাই শোনা যাচ্ছে, অরিন্দম শীল, সৃজিত মুখোপাধ্যায় সহ আরও অনেক পরিচালকই নাকি আবার EIMPDA-তে ফিরছেন। EIMPDA-র দায়িত্বে এখন অনুপ সেনগুপ্ত, যাঁর স্ত্রী পিয়া সেনগুপ্ত কিন্তু শাসক দলের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। পরিচালকদের এই দলবদলে পরোক্ষভাবে ফেডারেশনেরও যে মদত আছে, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হাওয়ায় খবর ভাসিয়ে দেওয়া হয় যে, ফেডারেশন EIMPDA-র সদস্যদের যা সুযোগ সুবিধে দেবে, তা DAEI-এর সদস্যরা পাবে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইন্ডাস্ট্রির এক প্রযোজকের মতে, অদূর ভবিষ্যতে DAEI আর থাকবে না। পুরনো সংগঠনে ইতিমধ্যেই ৭৫০ সদস্য হয়ে গিয়েছেন। এও জানা যাচ্ছে, মাত্র হাজার টাকায় EIMPDA-র সদস্যপদ পাওয়া যাচ্ছে। বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়ান, এটা এখন সর্বত্র শোনা যায়। কিন্তু সেই সিনেমার পরিচালকরাই যখন দু'টি সংস্থায় বিভক্ত, তখন কে কার পাশে দাঁড়াবেন তা নিয়ে একটা প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়। কিছু কিছু মহলে আবার কানাঘুষোয় শোনা যায়, যে পরিচালকরা ভীষণ সক্রিয়ভাবে আরজিকর ঘটনার প্রতিবাদে নেমেছিলেন, তাঁদেরকে নাকি আলাদা করে টার্গেট করা হচ্ছে। তবে ঘটনা যাই হোক, টলিউড যে ভাঙাগড়ার খেলার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তাতে আর যাই হোক বাংলা ইন্ডাস্ট্রির যে খুব একটা ভাল হবে না, তা বলাই বাহুল্য।



■ সোনু নিগম

মৌলিক বাংলা গানে সোনু

বহুদিন পরে নতুন বাংলা মৌলিক গান রেকর্ড করলেন সোনু নিগম। বেশ কয়েকবছর ধরে বাংলা গান গাইলেও সেটা সিনেমার গানই গাইছিলেন সোনু। এবার 'কেন এই মনে' শীর্ষক গানটি গাইলেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী দেবজিৎ দত্তর সুরে। গানটি লিখেছেন রাজীব দত্ত। দেবজিতের কথা হয়তো মনে থাকবে। ২০০৯ এর সারেগামাপা ন্যাশনাল-এর প্রথম পাঁচে ছিলেন দেবজিৎ। সেই সময় সোনুই বিচারক ছিলেন। ফলে প্রেম দিবসের প্রাক্কালে সোনুকে দিয়ে গান গাইয়ে খুব খুশি সকলে। মুম্বইয়ের যশ রাজ ফিল্ম স্টুডিয়োতে গানটা রেকর্ড করা হয়েছে। দেবজিৎ দত্ত বলেন, ''গানটা শোনামাত্রই সোনু নিগমের ভাল লেগে যায়। সোনু ঠিক করেন, নিজের মিউজ়িক লেবেল থেকে গানটি প্রকাশ করবেন। অবশেষে তাই হল।''

ঝামেলা নিয়ে গান

টেলর সুইফট বোধ হয় এখন চারপাশে যা দেখছেন, তাই নিয়েই গান তৈরি করে ফেলার কথা ভাবছেন। এবং তিনি গান তৈরি করলেই সেটা হিট হবে, এটাও বোধ হয় বুঝে গিয়েছেন। 'ইট এন্ডস উইথ আস' সিনেমার সেটে জাস্টিন বালদোনি তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন বলে অভিযোগ করেছিলেন অভিনেত্রী ব্লেক লাইভলি। তাই নিয়ে তাঁদের সম্পর্ক আদালত পর্যন্ত গড়ায়। এবার ব্লেক অদ্ভুতভাবে এই সমস্যায় টেলরকে টেনে এনেছেন। যদিও এই সমস্যার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন, তাও। টেলর এতদিন কিছু বলেননি। এখন তিনি বিশ্বজুড়ে ইরাস টুর করে বেড়াচ্ছেন। তাই বেশি নাক গলাননি। কিন্তু এবার তিনি মুখ খুললেন। শোনা যাচ্ছে, এই বছরের শেষের দিকে তাঁর একটি অ্যালবাম প্রকাশিত হতে চলেছে। এবং সেখানে নাকি এই সমস্যা নিয়ে একটি গান লিখে, সেটি রেকর্ড করার কথা ভাবছেন টেলর!



■ টেলর সুইফট



ধ্রুবর আশ্চর্য জীবন

7/10

এই ছবি থেকে যায়

পরিচালনা: অভিজিৎ চৌধুরী

অভিনয়: ঋষভ বসু, ঋত্বিকা পাল, কোরক সামন্ত, সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়, বাদশা মৈত্র, সুদীপ মুখোপাধ্যায়

প্রেম, ভালবাসা, থ্রিল, কল্পবিজ্ঞান... সব রয়েছে এক ছবিতে। জীবন, বাস্তবতা, পরাবাস্তবতার এক অদ্ভুত মিশেলে এক অন্য ধাঁচের ছবি তৈরি করেছেন পরিচালক অভিজিৎ চৌধুরী। এমন একাধিক দৃশ্য, সংলাপ রয়েছে ছবিতে যা মনে থেকে যায়। জীবনের অসংখ্য সম্ভাবনা, ওঠাপড়া, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও কেউ কেউ কনস্ট্যান্ট হিসেবে থেকে যায়। ঠিক সে ভাবেই রিমির (ঋত্বিকা) জীবনে ধ্রুব (ঋষভ বসু) রয়েছে। ধ্রুবর জীবনের চারটি সম্ভাবনার আঙ্গিক থেকে গল্প বলা হয়েছে। নবজাগরণের চার স্তম্ভ যামিনী রায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিকাশ ভট্টাচার্য ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের স্টাইল উঠে এসেছে গল্পের পরতে পরতে। রূপক হিসেবে কখনও ব্যবহৃত হয়েছে যামিনী রায়ের ব্রাশ স্ট্রোক কখনও আবার বিকাশ ভট্টাচার্যর রিয়েলিজ়ম। কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল ছবি হলেও ক্রাইম ড্রামা ও প্রেম যেন ছবিতে মিলেমিশে একাকার। তাই এই এক্সপেরিমেন্ট সব শ্রেণির দর্শকের ভাল লাগার কথা।

ছবি শুরু হয় 'আমি যামিনী' অধ্যায় দিয়ে। প্রেমিকা রিমির পরিবারের আর্থিক সঙ্কটের টানাপড়েনে আটকে যায় ধ্রুব। পেন্টিং বিক্রিকে কেন্দ্র করে গল্পের মোড় ঘোরে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'প্রতিমা বিসর্জন'। ধ্রুব এখানে 'কপি' ছবি আঁকে। তার ও বন্ধু নন্দীর (কোরক সামন্ত) সমীকরণ বেশ লাগে। তৃতীয় অধ্যায় 'পুতুল খেলা'। ধ্রুবর পুলিশ জীবন, অনাথ আশ্রম ও শিশু বিক্রির চক্র মিলিয়ে এগোয় গল্প। দৃষ্টিশক্তিহীন রিমি সবচেয়ে বেশি দেখতে পায় ধ্রুবকে। অভিনয়ে ঋষভ বসু, কোরক সামন্ত, আনন্দরূপা চক্রবর্তী বেশ ভাল। অন্যান্য চরিত্রে সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়, বাদশা মৈত্র, সুদীপ মুখোপাধ্যায় যথাযথ। তবে সকলকে ছাপিয়ে ঋত্বিকা পাল মুগ্ধ করেছেন। ছবির প্রথমার্ধ খুব ভাল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধ আরও ঝরঝরে মেদহীন হতে পারত। কিছু কিছু জায়গায় গতি অত্যন্ত ধীর হয়ে যায়। প্রলয় সরকারের সঙ্গীত ছবির গল্পের সঙ্গে একেবারে মানানসই। তবে সবচেয়ে বড় কথা, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এরকম ছবি বাজারে নিয়ে আসতে গেলে সাহসের প্রয়োজন হয়। তার জন্য ছবির পরিচালক ও প্রযোজককে আলাদা করে কুর্নিশ জানাতেই হয়।

সুপার বয়েজ় অফ মালেগাঁও

অসাধারণ মেকিং, অভিনয় মন ছুঁয়ে যায়

8/10

পরিচালনা: রীমা কাগ্‌তি
অভিনয়: আদর্শ গৌরব, শশাঙ্ক অরোরা, ভিনীত কুমার ও ইকবাল শেখ

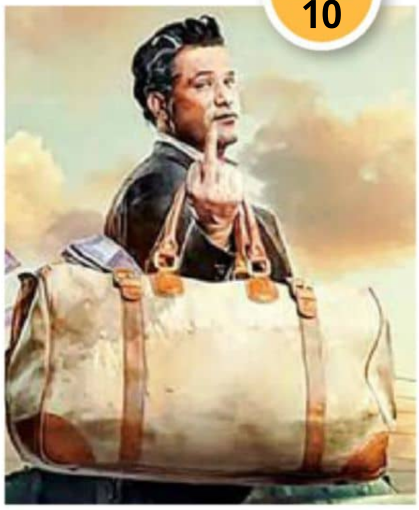
বরুণ গ্রোভারের কলমে মালেগাঁও গ্রাম যেভাবে ধরা দিয়েছে, দর্শক-মনে তা চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলবে এ কথা অনায়াসে বলা যায়। সিনেমা বানানোর শুরুর দিন থেকে তার বাজেট, ছোট-খাটো সব দিক, কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করা, সর্বোপরি স্বপ্নপূরণের পর বড় জায়গায় পৌঁছনো... ঠিক বাস্তবে যা, যা হয় তা এই ছবির মাধ্যমে সেই সব কিছু ফুটে উঠবে পর্দায়। মালেগাঁওয়ের ফিল্মমেকারদের কথা অসাধারণ চিত্রনাট্যের দ্বারা সিনেমায় পরিণত করেছেন রীমা কাগ্‌তি। ধন্যবাদ জানাতে হয় জ়োয়া আখতারকেও। আর একটা ছবি তৈরির জন্য একজন ভাল ও দক্ষ লেখকের ঠিক কতটা প্রয়োজন রয়েছে, তা এই ছবির মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন গ্রোভার। নয়ের দশকের সিনেমা ছবির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে এই ছবিতে। এছাড়া তার পরবর্তী সময়ে সিনেমা বানানোর বেশ কিছু দিক তুলে ধরা হয়েছে ছবিতে। যা দেখতে বেশ ভাল লাগবে। তাঁদের প্রতিকূলতাগুলো কত সহজভাবে ফুটে উঠেছে পর্দায়। প্রত্যেকের অভিনয়ে এই ছবি আরও স্মার্ট হয়ে উঠেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কোনও বড় তারকা ছাড়াও কোনও ঘটনাকে এত ভাল ভাবে প্রতিস্থাপন করা যায়, তা হয়তো কিছু ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য। অথচ প্রত্যেকেই অসাধারণ অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে নিজেদের চরিত্রকে। যা আরও খানিক এগিয়ে রাখে এই ছবিকে। প্রচারের আলোর অন্তরালে থেকে যাওয়া এই ছবির অভিনেতাদের অবশ্যই প্রকাশ্যে আসা উচিত। সবশেষে বলা যায়, ছোট ছোট জিনিস থেকে কীভাবে বড় স্বপ্নপূরণের পথে যাওয়া যায়, তা প্রমাণ করবে এই ছবি। সুক্ষ সুক্ষ জিনিসে আলোকপাত করলেই ছবির ভিত অনেক মজবুত হতে পারে, তা প্রমাণ করে এই ছবি। এই ছবি মনে থেকে যাবে বহুকাল।



ক্রেজ়ি

রোহমর্ষক

6/10



পরিচালনা: গিরিশ কোহলি
অভিনয়: সোহম শাহ, টিনু আনন্দ

সোহম শাহ বরাবর ছকভাঙা থ্রিলার নিয়ে এসেছেন দর্শকের সামনে। 'ক্রেজ়ি'ও সেই গোত্রেরই। 'শিপ অফ থিসিয়াস' বা 'তুম্বাড'এর মতো ছবি তাঁর পোর্টফোলিওতে। অতএব, তিনি যে পর্দায় চমক দেবেন, তা নিশ্চিত। ছবির পরিচালক গিরিশ কোহলি, অভিনয় ও প্রযোজনায় সোহম শাহ। ছবিতে সোহমের চরিত্রের নাম ডাক্তার অভিমন্যু সুদ। শুরুর দৃশ্যে পাঁচ কোটি টাকা নিয়ে অভিমন্যু যাচ্ছে তার হাসপাতালের দিকে। হাসপাতালে তার অবহেলায় এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে, সেই মামলা সেটল করতে এত টাকা নগদ নিয়ে যাচ্ছে ডাক্তার সুদ। কিন্তু গল্পের মোড় ঘোরে, হঠাৎই এক অচেনা ব্যক্তি বলে, তার মেয়ে বেদিকাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এবং তার মুক্তিপণ হিসেবে দাবি করা হয় পাঁচ কোটি। সম্পূর্ণ দুই বিপরীত পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে অভিমন্যু। পরিচালক নিখুঁত ভাবে টেনশনের মুহূর্ত ফুটিয়ে তুলেছেন। আর তাতে যোগ্য অভিব্যক্তি দিয়েছেন সোহম। ধীরে ধীরে যেভাবে চরিত্রের খোলস খুলেছেন পরিচালক, তা বাহবাযোগ্য। গল্পের আবার মোড় ঘোরে যখন জানা যায়, বেদিকার কিডন্যাপার তার স্কুলের টিচার প্রসাদ (টিনু আনন্দ)। সাসপেন্স, থ্রিল আর গল্পের মোচড়ে টানটান ছবি। গিরিশ এর আগে 'হিট', 'কেসরি' বানিয়েছিলেন। ভাল গল্প বেছে নেওয়ার দক্ষতা রয়েছে তাঁর। দ্রুত গতির প্লট, টেকনিক্যালিও বেশ ভাল। সঙ্গে দারুণ পারফরম্যান্স। সব মিলিয়ে বেশ ভাল লাগে ছবিটি।

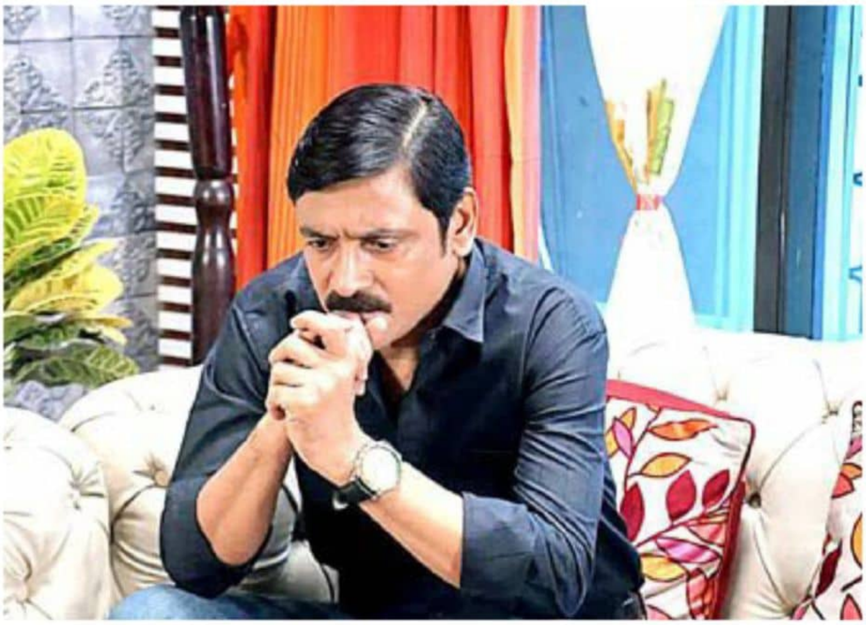
মুখোশে মানুষে খেলা

4/10

কোনও উদ্দেশ্য নেই

পরিচালনা: অরফিউস মুখোটি
অভিনয়: সুব্রত দত্ত, প্রিয়াঙ্কা সরকার, জয়দীপ চক্রবর্তী

ব্যবসায়ী জয় সান্যাল জড়িয়ে পড়েন এক খুনের মামলায়। কিন্তু রহস্যের জট খোলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় নিজের জীবনের অন্ধকারময় দিকের সঙ্গে। ক্রাইম থ্রিলারের আদলে এই ভাবেই ছবির গল্পটিকে বুনেছেন পরিচালক অরফিউস। কিন্তু গল্পটি শুনতে মনোগ্রাহী হলেও, ছবিটি দেখতে একেবারেই নয়। কারণ এই ছবিতে চিত্রনাট্য থাকলেও তার প্রয়োগ একেবারেই নেই। একটি ঘরের মধ্যে প্রতিটি চরিত্র একে অপরের সঙ্গে কথা বলে। ইন্টেরোগেশন চলে কথোপকথনের ভিত্তিতে। মাঝে মাঝে একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যায়। কিন্তু ওইটুকুই। তার বাইরে ছবিতে কিছুই হয় না। কোন উত্থান পতন, গল্পের চলনে শিহরণ... এসব কিছুই নেই। মনে হয়েছে খুব ছোট বাজেটে ছবিটি তৈরি করা হয়েছে। কারণ ক্যামেরার কাজও বেশ খারাপ। প্রিয়াঙ্কার চরিত্রটি এই ছবিতে একজন কর্পোরেটে কর্মরতা মহিলার, নাম 'নন্দিনী'। সুব্রত দত্ত এই ছবিতে ধরা দেবেন 'মানিক সেন' নামের এক তদন্তকারীর ভূমিকায়। তাঁদের অভিনয় নিয়ে আলাদা করে কোনও অভিযোগ নেই। চিত্রনাট্যের প্রয়োজন মিটিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু চিত্রনাট্যের প্রয়োজন যে কী, কী তার উদ্দেশ্য... সেটা ছবি দেখে বোঝা সম্ভব না।





ডব্বা কার্টেল

বহু অওর ড্রাগস

পরিচালক: হিতেশ ভাটিয়া
অভিনয়: শবানা আজ়মি, জ্যোতিকা, শালিনী পাণ্ডে, নিমিষা, গজরাজ রাও প্রমুখ

6/10

বৌমা রাজির ডব্বা ডেলিভারির ব্যবসায় যখন নেকনজর পড়ে ড্রাগ মাফিয়ার তখন শীলা বেন আসে তা সামাল দিতে। শীলা তাকে করে তোলেন কার্টেল, সঙ্গে আসে আরও কিছু মহিলা, যারা ভাগ্যের ফেরকে ঘুরিয়ে দিতে চায়। যেমন পরিচারিকার কাজ করা মালা চায় সম্মান। প্রপার্টি ব্রোকার শাহিদা চায় দেশ ছেড়ে পালাতে, বরুণা চায় তার কাপড়ের ব্র্যান্ডকে বাঁচাতে, রাজি চায় জার্মানি যেতে... তবে এদের মধ্যে একমাত্র শীলা (শবানা) চায় ড্রাগ ব্যবসায় মুনাফা কামিয়ে ব্যবসা বাড়াতে। শবানা অভিনীত শীলা মনে করায় 'মান্ডি' ছবিকে। সেখানেও একদল গণিকার জীবনের মুখিয়া ছিলেন শবানা। 'ডব্বা কার্টেল'-এর আগে 'সাস বহু অউর ফ্লেমিঙ্গো' সিরিজ়ে মহিলাচালিত ড্রাগ কার্টেল দেখানো হয়েছে। ফলে অনেকক্ষেত্রে কিছু চেনা মুহূর্ত স্মৃতিতে আসে। তবে সাধারণত এই ধরনের ছবিতে ভুলে-ভরা নারীচরিত্রকে 'জাস্টিফিকেশন'-এর প্রলেপ দেওয়া হয়। অর্থাৎ অতীতে তাদের সঙ্গে নির্যাতনের ঘটনা, ধর্ষণ, অপমান, বঞ্চনা হয়েছে, যার দ্বারা চালিত হয়ে তারা ভুল পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু 'ডব্বা কার্টেল'-এর মহিলারা ধূসর। তারা বলতেই পারে, 'ধান্দা করে মজা হচ্ছে।' বিনা কারণেই হুমকি দিতে পারে, ড্রাগের নেশা করে উল্লসিত হতে পারে। কেউ নেহাত মজা করেই ৪০ লক্ষ টাকার এমডিএমএ ড্রাগ বেসিনে ভাসিয়ে দিতে পারে ডান-বাম না ভেবে। অভিনয়ে শবানার পাশে দাঁড়ানো কষ্টকর। কিন্তু তার মধ্যেও মালা চরিত্রে নিমিষার কথা বিশেষ প্রশংসার দাবিদার। আর মহিলাদের গ্যাং-এর পাশে তদন্তকারী সরকারি অফিসারের ভূমিকায় গজরাজ রাও এককথায় অনবদ্য।

হারলেম সিজ়ন ৪

মধুর সমাপ্তি

5/10

ক্রিয়েশন: ট্রেসি অলিভার
অভিনয়: মিগান গুড, জেরি জনসন, গ্রেস বায়ার্স, শনিকা শান্ডাই

‘হারলেম’ সিরিজ়টির আধার হল নিউ ইয়র্কের হারলেমে কর্মরত চার কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার জীবন। কিন্তু তিনটি সিজ়নে সেই জীবন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে। চতুর্থ সিজ়নে তা জটিলতম হয়ে উঠবে, এই প্রত্যাশায় জল ঢেলে ক্রিয়েটার ট্রেসি অলিভার ঘোষণা করেছেন এটিই ফাইনাল সিজ়ন। এই সিজ়ন জট ছাড়ানোর সিজ়ন। যেমন দীর্ঘদিন ধরে ক্যামিল (মিগান) এবং বয়ফ্রেন্ড ইয়ানের সম্পর্কের টানাপড়েনে ইতি পড়েছে। অ্যাঞ্জি (শনিকা) অভিনেত্রী হওয়ার পথ বেছে নিয়েছে, হিট হয়েছে তাঁর ব্রডওয়ে। কুইন (গ্রেস) বিভিন্ন সম্পর্কের মোহ ত্যাগ করে সিঙ্গল মাদার হওয়ার পথে অগ্রসর। আর কুইয়ার সমাজের প্রতিনিধি টাই (জেরি) খুঁজে পেয়েছে জীবনের সত্যিকারের ভালবাসা। তবে তার চেয়ে ভাল লেগেছে, চার মহিলার বন্ধুত্ব। ‘হারলেম’ একটি সফল চিক-ফ্লিক সিরিজ়। আর চতুর্থ সিজ়নে অন্য সিজ়নের তুলনায় বেশি আবেগ ভরেছেন ক্রিয়েটর। শেষমেশ গিয়ে চার বন্ধুর জীবনে জিতে যাওয়াটাই মন ভরিয়ে দেয়।





জ়িরো ডে

খুব সাধারণ

5/10

পরিচালনা: লেসলি লিংকা গ্ল্যাটার
অভিনয়: রবার্ট ডি নিরো, জেসি প্লেমনস, লিজ়ি ক্যাপলিন, কনি ব্রিটন, জন অ্যালেন

রবার্ট ডি নিরোর মতো অভিনেতার প্রথম ওয়েব সিরিজ় বলে এই জ়িরো ডে নিয়ে উত্তেজনা একটু আলাদা মাত্রায় ছিল। তাছাড়া ছবির গল্প বেশ ইন্টারেস্টিং। এই পলিটিক্যাল থ্রিলার আমেরিকার একটি সময়ের কথা বলে যখন সাইবার অ্যাটাকে বেশ কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ যায় এবং গোটা কমিউনিকেশন সিস্টেম ভেঙে পড়ে। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি ফোনে একই ভয়ঙ্কর বার্তা দেখা যায়: ‘এরকম ঘটনা আবার ঘটবে।’ বর্তমান রাষ্ট্রপতি, এভলিন মিচেল (অ্যাঞ্জেলা বাসেট), মুলেনকে (রবার্ট) জ়িরো ডে কমিশনের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেন, যারা এই আক্রমণের পিছনে কে বা কারা জড়িত এবং কীভাবে এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করা যায় তা খুঁজে বের করতে। এবং এতে মুলেনের অতীত দেখা দেয় ভয়ঙ্করভাবে। ৬ এপিসোডের এই সিরিজ়ে সত্যি বলতে কী, দেখার মতো একজনই রয়েছেন। তিনি হলেন ডি নিরো। এই অভিনেতার অভিনয় এই ছবির সম্পদ। এছাড়া, গোটা আখ্যানটাই অত্যন্ত সুপারফিশিয়াল। রাজনীতির কথা প্রায় নেই বললেই চলে। শুধু এই সময়ের একটি আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সেটা শুধু ছবি তৈরির খাতিরেই। কারণ গল্পের নির্মাণে বহু ফাঁক আছে। সেগুলোকে ঠিকমতো প্রয়োগ করার চেষ্টা দেখাননি পরিচালক। বাকিরা ভাল অভিনয় করেছেন। কিন্তু কিছু করার ছিল না তেমনভাবে। ফলে জ়িরো ডে খুব সাধারণ একটি সিরিজ় হয়ে থেকে যায়।

বিষহরি

গল্পে গভীরতা কম

4.5/10

পরিচালনা: শ্রীজিত রায়
অভিনয়: শোলাঙ্কি রায়, রোহন ভট্টাচার্য, শঙ্কর চক্রবর্তী, কৌশিক রায়, ময়না মুখোপাধ্যায়

২০০ বছরের পুরনো কাহিনি, মৃত্যু রহস্য আর পারিবারিক কলহ... এই সিরিজ়ের মূল প্রেক্ষাপট। শ্বেতকালীসহ এরকম বেশ কিছু সিরিজ় বা ছবির সঙ্গে ‘বিষহরি’র তুলনা টানা যেতে পারে। কিন্তু এই সিরিজ়ে এই ধরণের প্রায় সব ছবি বা সিরিজ়েরই টুকরো টুকরো অংশ যোগ করা হয়েছে। সিরিজ়ের ভাল জায়গা বলতে গেলে ক্যামেরার কাজ। বিশেষ কিছু দৃশ্য দেখে দর্শক নিজেই তা বুঝতে পারবে। থ্রিলারধর্মী সিরিজ় হলে প্রত্যাশা থাকে তাতে চমক থাকবেই। এই সিরিজ় তা থেকে আশাহত করবে না। শেষ পর্যন্ত চমক থাকবে পুরোপুরি। পরপর হতে থাকা খুনের রহস্যর সমাধান হবে সবশেষে, যা দর্শকদের ধরে রাখবে শেষ পর্যন্ত। অনেক গল্পেই আসল দোষীকে অনুমান করে নেওয়া যায় সহজেই। বিশেষ করে ওয়েব সিরিজ়ের শেষ পর্বের কিছুটা আগে তো তা সবক্ষেত্রেই সম্ভব হয়। কিন্তু এই সিরিজ়ে তা একেবারেই হয়নি। তবে কিছু সময় একই কাহিনি চোখের ক্লান্তি নিয়ে আসে। পর্ব সাজানোর ক্ষেত্রেও গলদ রয়েছে অনেক। ২০০ বছরের পুরনো একটা গল্পের কথা উল্লেখ করলেও, সেই বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করা হয়নি। কিছু জায়গা আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। অহেতুক কিছু অংশকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। শোলাঙ্কির অভিনয় এখানে বেশ ভাল। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্ররাও ভাল অভিনয় করেছেন। শঙ্কর চক্রবর্তী স্বল্প জায়গা পেলেও নিজের চরিত্রকে দারুণ ফুটিয়ে তুলেছেন। কিছু অসম্পূর্ণ সিনের বিশেষ বিশ্লেষণ ছাড়া মেকি লাগে পুরাণের গল্প ঘেঁষা এই সিরিজ়।



আমি আমার মন

লেটেস্ট গসিপ নিয়ে আনন্দলোকে হাজির সোশ্যালাইট

মিস আঙুরলতা

তারকাসুলভ ইগো এবং বালখিল্যপনা গেল না কিছু মানুষের! কথা হচ্ছে ভিকট্রিবাবুকে নিয়ে। তার এবং ছাতাবাবুর সিরিজ় আসতে চলেছে সর্বভারতীয় একটি ওটিটি মাধ্যমে। বেশ গর্বের বিষয়। কারণ উর্দি বিষয়ক এই ছবি নিয়ে অনেক দিন ধরেই হইচই চলছে। তার প্রচার চলছিল কিছুদিন আগে। তাতে ছাতাবাবু তো গিয়েছিলই, ভিকট্রিবাবুও গিয়েছিল সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। সেখানে গিয়ে সেই দলবল যা চিৎকার চেঁচামেচি করল! গুরু ভিকট্রিকে নিয়ে তারা কিছু ছড়া বানিয়ে রেখেছে। নামকীর্তন আর কী। সেই ছড়া তারা সমস্বরে বলতে শুরু করল। আর কাউকে কথা বলতেই দেয় না! শেষে বিরক্ত হয়ে ছাতাবাবু গেল বেরিয়ে। তা নিয়ে ভিকট্রির খুব একটা বেশি হেলদোল দেখাও গেল না। একা দাঁড়িয়ে সব লাইমলাইট নেবে, এ শখ যে তার বহুদিনের! তাও যদি তার সিনেমাগুলো চলত। যারা ছড়া কাটছিল গুরুর হয়ে, তারাও যে গুরুর ক'টা সিনেমা দেখেছে, কে জানে। কিন্তু তাতে ভিকট্রির কী! তার জীবনের থিম সংই তো হল, 'আমি আমার মন, দিব্যি সিংহাসন'।

অবশ্য এই পথে আর একজনও চলছে। সে হল ছাতাবাবুর সুযোগ্য পুত্র পিপাসিত। এমনিতে বাবার সামনে সে সুপুত্তুর সেজে বসে থাকে। সেদিন এক পার্টিতে গিয়ে সেভাবেই মুখচোরা হয়ে বসেছিল। কিন্তু ছাতাবাবু বেরিয়ে যেতেই স্বরূপ ধরল সে। তখন তার নায়িকা ও মডেলদের সঙ্গে নৃত্য কৌশল দেখে কে! একটা সময়ের পর তো সে আর নিজের মধ্যেই ছিল না!

আসলে আগলটাই বড় কথা। মানুষের সামনে তৈরি ইমেজ। সেটা মানুষ যে কখন অতিক্রম করে স্বরূপ ধরবে, বলতে পারে না কেউ। এই যেমন ঝিনুকমালা। জয়ী অভিনেতার সঙ্গে সে বেশ প্রেম-প্রেম একটা ভাব চালিয়ে যাচ্ছিল। শিবরাত্রির দিন জয়ীর মুখ মহাদেবের মুখে বসিয়ে ছবি অবধি পোস্ট করে ফেলেছিল। কিন্তু পরে সেটা ডিলিট করে, সে যাবতীয় দোষ চাপিয়ে দিয়েছিল সেই সব লোকের ঘাড়ে, যারা সেসব নিয়ে খবর করেছিল। যাই হোক, আদত খবর হচ্ছে, ঝিনুকমালা নিজের বর্তমান ক্রাশটির কাছ থেকে একটু বকুনি খেয়েছে। সেই পরিচালক, যে তাকে নিয়ে ডাকাতরানির সিনেমা বানাচ্ছে। সে তো এখন ঝিনুকমালার সঙ্গী। সে থাকতে, ঝিনুকমালা অন্য কাউকে দুগ্ধস্নান করাতে চাইছে, এ কথা সে মেনে নেবে কী করে?

অন্যদিকে পরমপূজ্যপাদর ভয় গিয়েছে কেটে। সে বহু বছর পর সুশ্রী নায়িকার সঙ্গে তার সিনেমা 'উল্কাপিণ্ড' মুক্তি দিতে রাজি হয়েছে। এই খবর শুনে সুশ্রীর সঙ্গে তার পুরনো প্রেমের গল্পে আবার ইন্ধন পড়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক ততটা সহজ নয়। আদলে পরমপূজ্যপাদ নাকি রাজিই ছিল ছবিটা মুক্তি দিতে। কিন্তু পুরনো প্রেমিকার সঙ্গে ছবির কথা শুনেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল তার বর্তমান প্রেমিকা রাধারানি। রাধারানির ভয়েই সে বাড়াবাড়ি কিছু করতে পারেনি। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে, রাধারানিকে বিদায় দিতে সে নাকি কুলো ও বাতাস নিয়ে তৈরি! তাই ফ্রিজ় থেকে বেরিয়ে এসে, ফ্রন্টফুটে খেলছে। তারই প্রথম পদক্ষেপ এই ছবির মুক্তি।



আনন্দবাজার পত্রিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা
শাবাশ বাংলা
abpshabashbangla



কেনাকাটা থেকে
নেমন্তন্নে
কথা বলি বাংলাতেই!

আমার ভাষা আমার গর্ব

নিজের গর্বের ভাষায় কথা বলতে বাঙালি কখনও পিছিয়ে থাকে না।

বাংলা ভাষা আপনার কাছে কেন গর্বের?

২৫ শব্দে লিখে ওয়টস্যাপ করুন।
নির্বাচিত পাঁচ জন হবেন শাবাশ বাংলা-র বিজ্ঞাপনের মুখ।

+91 76050 37161


DS GROUP
সহজেই আমি,
রজনীগন্ধা
হয়ে যাই না ®
Premium
Rajnigandha®
FLAVOURED
PAN MASALA
RG
Superb in Freshness and Taste!
SCAN AND BUY
Rajnigandha.com
পান মশলা চেবানো স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক.
চিত্রগুলি শুধুমাত্র উদাহরণের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে